শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে
বিশেষ প্রকাশনা ২০২৩

# শেকড় সন্ধি




## আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

# উৎসর্গ

## আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ



আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ–এর
প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট দানবীর ও শিক্ষানুরাগী
মরহুম খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী–কে

# আলী আজম উচ্চ বিদ্য

প্রাণের বন্ধনে, চলো যাই শেকড়ের টানে...



# ালয় ও কলেজ

স্থাপিত-১৯০৬ খ্রিঃ

## শতবার্ষিকী উদযাপন

২৮ জানুয়ারী ২০২২ খ্রি. শনিবার

১৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ৬ রজব ১৪৪৪ হিজরি





শিল্প মন্ত্রণালয়

**কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি**
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

# প্রধান অতিথির বাণী

ফেনীর উত্তর জনপদে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয় এতদাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য ভূমিকা রেখে আসছে। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ছিল গৌরবোজ্জ্বল অবদান। এ বিদ্যালয়ের কোন কোন ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদও হয়েছেন। তাই সকলের প্রতি রইল আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। এ উপলক্ষে শতবর্ষ উদযাপন কমিটি 'শেকড় সন্ধি' নামক যে সাময়িকী প্রকাশ করছে তাতে এ বিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্জন ও সাফল্যের ছবি কিছুটা হলেও প্রকাশিত হবে বলে আমি মনে করি। এই ধরনের মহতী উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান ও সাময়িকী প্রকাশনার কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমি মনে করি।

প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২০.০১.২০১৩
(কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি)



# বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

**নিজাম উদ্দিন হাজারী এমপি**
সংসদ সদস্য, ফেনী- ২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সদস্য

## বাণী

ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ফেনী জেলার, ফুলগাজী উপজেলার অন্তর্গত মুন্সীরহাটে অবস্থিত ''আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ'' এর শতবর্ষ উদযাপন হতে যাচ্ছে শুনে আমি খুবই গর্বীত। এই শুভ ক্ষণে অত্র স্কুলের সকল প্রাক্তন-বর্তমান সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রানঢালা অভিনন্দন। আমরা সকলেই জানি ঐতিহ্যবাহী ফেনী জেলার পুরনো বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। শত বছর ধরে এ স্কুলটি তার অঙ্গীকার পূরণে শতভাগই সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মরহুম খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী ও পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ও সার্বিক সহযোগিতায় যারা অংশ গ্রহন করেছেন এবং পরলোকগমন করেছেন আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি। আর যারা এখনও আমাদের মাঝে আছেন আমি তাদের নেক ও সুস্থ হায়াত কামনা করছি।

শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সকল সদস্য এবং আরো যারা মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেসঙ্গে মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউক ।।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

**(নিজাম উদ্দিন হাজারী)**



# বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

**শিরীন আখতার**

সংসদ সদস্য ২৬৫, ফেনী- ১, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

**সদস্য,** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সদস্য

## বাণী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে জ্ঞানের বাতিঘর। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাপক। একটি ভালো প্রতিষ্ঠান শুধু প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাই দেয়না বরং শিক্ষার্থীদের মাঝে মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তোলে। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়, সমাজের বিবেকবান মানুষ তৈরিতেও অসামান্য অবদান রেখেছে। বাঙ্গালির মুক্তি সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের রয়েছে গর্বিত অংশগ্রহণ। এই দেশের মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র সমাজের রয়েছে ঐতিহ্য ও গৌরব উজ্জ্বল ভুমিকা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সেই সোনার মানুষ গড়ে উঠবে ঠিক এই রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এটাই আমি আশা করি।

শর্তবর্ষ উদযাপন কমিটি এই ঐতিহ্যবহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপন করছে। আমি জেনে খুবই আনন্দিত। এই ধরনের কাজ নি:সন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। এ উপলক্ষে 'শেকড় সন্ধি' নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান ও সাময়িকী প্রকাশনার এই উদ্যোগে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে আমি গর্বিত।

এই কর্মযজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত সাবাইকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

**(শিরীন আখতার** এমপি)



জেলা প্রশাসন, ফেনী

**জেলা প্রশাসক**
ফেনী

# বাণী

শিক্ষা জাতীর মেরুদন্ড, সুশিক্ষাই পারে একজন শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। সুশিক্ষিত জাতিই হবে আগামী দিনের বাংলাদেশের আলোর দিশারী। তাই সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার পাশাপাশি পাঠ্যক্রম বর্হিভূত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভব। আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ফেনীর প্রাচীনতম একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ পুণর্মিলনী উপলক্ষ্যে একটি স্মরনিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আমি আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের এমন সৃজনশীল উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং এ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

**আবু সেলিম মাহমুদ-উল হাসান**



**চেয়ারম্যান**
জেলা পরিষদ
ফেনী

# বাণী

ফেনীর ঐতিহ্যবাহী, প্রাচীন ও অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম "আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ"। শত বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠান-টি ফেনীবাসীকে মেধা-মননে পরিচর্যা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ উদযাপনের পূণর্মিলনী উৎসব, তার প্রাণের মেলা। অজস্র কীর্তিমান-কে তৈরী করেছে, তৈরী করেছে শত হাজার আলোকিত মানুষ, যাদের আলোয় আলোকিত হয়েছে শত বছরের প্রাচীনতম এই বিদ্যাপিঠ। এমন একটি আনন্দঘন স্মৃতিকে চিরঞ্জীব করতে যারা এ আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছেন নি:সন্দেহে তারা প্রশংসার দাবীদার।

এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ ও শুভাকাঙ্খীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

**খায়রুল বাশার মজুমদার তপন**



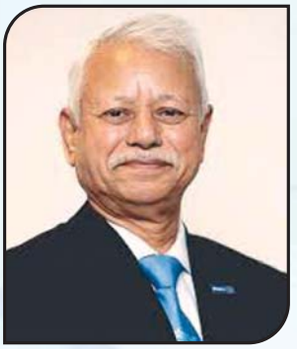
**পুলিশ সুপার**
ফেনী

# বাণী

শিক্ষা মানুষের জীবনকে বিকশিত করে, পরিপূর্ণ করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের ভূমিকা সর্বাগ্রে। এ জেলায় রয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী প্রশাসনসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে দেশে ও বিদেশে কর্মরত। ইতিমধ্যে বিদ্যাপীঠটি শত বছর অতিক্রম করেছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজন হতে যাচ্ছে এক পূর্ণমিলনীর। প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা। আমি এসব নান্দনিক আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

আমি প্রত্যাশা করবো ঐতিহ্য ধরে রেখে এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে।

**জাকির হাসান**



# প্রধান সমন্বয়কের কথা

আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের সাথে রয়েছে আমার এবং আমার পরিবারের নাড়ির সংযোগ। আমার বাবা মরহুম আবদুল ওয়াদুদ মাষ্টার স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আহাম্মদ আজম খান সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠজন ছিলেন এবং এ স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় তিনি খান সাহেবের সাথে থেকে বিশাল ভুমিকা রেখেছিলেন। বিএ পাশ করার পর সরকারি চাকুরী না করে খান সাহেবের আহবানে সাড়া দিয়ে আমার বাবা শিক্ষক হিসেবে এ স্কুলে যোগদান করেন এবং সারা জীবন শিক্ষকতা করে ১৯৫৫ সালের মে মাসের ৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন। আমার বড় ভাই অতিরিক্ত সচীব মরহুম গোলাম কিবরিয়া এবং আমি এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। ভাইয়া এ স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। তাই বলা যায়, স্কুলটির সাথে আমার ও আমার পরিবারের নাড়ীর সংযোগ রয়েছে।

শতবর্ষ উদযাপনের ঐতিহাসিক এ মুহুর্তে সুগভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করছি খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীকে, যিনি তাঁর মরহুম পিতা আলী আজম সাহেবের নামে সকুলটি প্রতিষ্ঠা করে এ অনচলকে জ্ঞ্যানের আলোকে আলোকিত করেছেন।

এখানে এখন এ মুহুর্তে যেসব প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছেন এবং একই সাথে দেশে-বিদেশে যেসব প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা অবস্থান করছেন তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, প্রাণের গভীর থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা নিবেদিত হয়ে পাঠ ও জ্ঞান দান করেছেন তাঁদের সবাইকে।

বেঁচে থাকুক আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, কল্যাণ হোক সকলের-এ শুভ কামনা রইলো।

**(বীর মুক্তি যোদধা গোলাম মুস্তাফা)**
প্রধান সমন্বয়ক,
আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ শতবর্ষ উদযাপন সমন্বয় কমিটি।



# সভাপতির কথা

অনেক প্রতীক্ষার পর শত বৎসর পার হয়ে ফেনী জেলার অন্তর্গত মুন্সিরহাটে আমাদের ''আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ'' এর শতবর্ষ উদযাপন হতে যাচ্ছে। এই শুভ ক্ষনে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও প্রানঢালা অভিনন্দন। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠের শতবর্ষ উদযাপনের আয়োজক কমিটির আহবায়ক করায় সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ঐতিহ্যবাহী ফেনী জেলার পুরনো বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। আমি সকলের প্রতি অনুরোধ করছি এই শতবর্ষ অনুষ্ঠানটি সকল বিতর্ক ও রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে উদযাপন করার জন্য। শত বছর ধরে এ স্কুলটি তার অঙ্গীকার পূরনে শতভাগই সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। এখই তার কিছুটা ঋন শোধ করার সময় এসেছে তাই সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে আসুন আমরা সকলে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে এই আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি ''শতবর্ষ উদযাপন, সবাই মিলে করবো এবার সমাপন''।

এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মরহুম খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী সাহেব ও পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ও সার্বিক সহযোগিতায় যারা অংশগ্রহন করেছেন এবং পরলোকগমণ করেছেন আমি তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি। আর যারা এখনও আমাদের মাঝে আছেন আমি তাদের নেক ও সুস্থ হায়াত কামনা করছি।

এ বিদ্যালয়ে শতবছর ধরে মানুষ গড়ার কারিগর হয়ে যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় অগণিত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছেন এবং সমাজে মাথা উঁচু করে দাড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুজনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

শতবর্ষ উদযাপনে যারা মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেসঙ্গে প্রাক্তন-বর্তমান সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউক ।

শতবর্ষ উদযাপনে সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

**(আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ)**
সভাপতি
আলী আজম স্কুল শতবর্ষ উদযাপন কমিটি

সভাপতি, গভর্নিং বডি
আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ

সভাপতি
আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন



# প্রধান উপদেষ্টার কথা

ফেনীর ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। শত বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি ফেনীবাসীকে মেধামননে পরিচর্যা করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি শতবছর অতিক্রম করে আজ তার শতবছর উদযাপনের পূর্ণমিলনী উৎসব। আজ তার প্রাণের মেলা। অজস্র কীর্তিমানকে তৈরি করেছে এই বিদ্যাপীঠ। এমনি একটি আনন্দঘন স্মৃতিকে চিরঞ্জীব করতে যারা এ আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে নিঃসন্দেহে তারা প্রশংসার দাবীদার। এই দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে **''শেকড় সন্ধি''** নামে একটি প্রকাশনা বের হচ্ছে। এ প্রকাশনার সাথে আমি নিজেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানটির অতীত ইতিহাস, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক বিষয় স্থান পেয়েছে প্রকাশিত স্মরনিকায়। প্রকাশিত স্মরনিকার মাধ্যমে নব প্রজন্ম জানতে পারবে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠালগ্নের শেকড়সহ অতীত ক্রম-বিকাশমান ধারার ইতিহাস। প্রকাশিতব্য স্মরনিকার সাথে যুক্ত সবার প্রতি রইল আমার অনেক সুভাশীষ।

পরিশেষে আমি এ ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতবছর উদযাপনের পূর্ণমিলনী উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

**কাজী ইকরাম উল্যা (সাবলু)**
প্রধান উপদেষ্টা
শতবর্ষ উদযাপন কমিটি
আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ।



# সাধারণ সম্পাদকের কথা

নানা চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে আমাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠ "আলী আজম স্কুল" শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। ঐতিহ্য বিচারে ফেণী জেলার পুরনো বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান শীর্ষে। শতবর্ষ আগে, ঘুনে ধরা, অনগ্রসর, দারিদ্রপিড়ীত মানুষকে মুক্তির অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, মুন্সিরহাটের আমাদের এই "আলী আজম স্কুল"। এ অঙ্গীকার পূরণে স্কুলটি অনেকটাই সফল। শতবর্ষ ধরেই এ প্রতিষ্ঠানটি, এ অঞ্চলে আলোকিত মানবসম্পদ সৃজনে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। দেখে এখনও মনে হচ্ছে, স্কুলটি আমাদেরকে বলছে, "ওঠো, জাগো, নিজে জেগে অপরকে জাগাও"। অতীতের মত আগামীতেও আমাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে "আলী আজম স্কুল ও কলেজ"। এ অঞ্চলের শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সেবা ও কর্ম বিস্তারে পাথেও হয়ে থাকবে ইনশাআ-ল্লাহ, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় যার অবদান অপরিসীম তিনি হলেন সেই সময়ের স্বনামধন্য দানবীর, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মরহুম খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী। আজ প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে, হৃদয়ের সকল অর্ঘ দিয়ে এই মহান ব্যক্তিত্বকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। সেসঙ্গে এই মহান ব্যক্তির বিদেহী আত্মার চির শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

এ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনে যারা মেধা, শ্রম ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেসঙ্গে শতবর্ষ উদযাপনের এমন দিনে আমি প্রাক্তন-বর্তমান সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, কর্মচারী এবং বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আসুন এই মহেন্দ্রক্ষনে আমরা আলী আজম স্কুলের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী শতবর্ষ উদযাপনের মিলন মেলায় অংশ গ্রহন করি, হারিয়ে যাই সেই বাল্য স্মৃতিতে।

সবশেষে মুন্সিরহাট এর আলোকবর্তিকা আলী আজম স্কুল ও কলেজ এর আগামী পথ চলা কুসুমাস্তীর্ণ ও মসৃন হউক, এ কামনা নিরন্তর। মহান আল্লাহ সহায় হউক- আমীন।

**(আরিফুর রহমান মুরাদ)**
সাধারণ সম্পাদক
আলী আজম স্কুল শতবর্ষ উদযাপন কমিটি

সাধারণ সম্পাদক
আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

# অধ্যক্ষের কথা

শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে **"শেকড় সন্ধি"** নামক একটি সাময়িকী প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠটি আজ ফুলে ফলে সুশোভিত এক বটবৃক্ষ। প্রতিষ্ঠানটি শতাব্দী কাল থেকে ফেনীর উত্তর জনপদে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আলোক বর্তিকাস্বরূপ এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। বহু জ্ঞানী-গুণী দেশ বরেণ্য আলোকিত সুনাগরিক তৈরীর ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আজ নবীন প্রবীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পদচারনায় মুখরিত হবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও সুদৃঢ় হবে মৈত্রীর বন্ধন। শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানটি সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। নি:সন্দেহে **"শেকড় সন্ধি"** সাময়িকীতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাফল্যের চিত্র ফুটে উঠবে বলে আমি মনে করি।

আমি শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান ও **"শেকড় সন্ধি"** সাময়িকীর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

**(মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার)**
অধ্যক্ষ
আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ



# সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির-রাহ্‌মানির-রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ, কলমধরার সূচনাতেই প্রশংসা করছি মহান সৃষ্টি কর্তার। যাঁর অপার মহিমায় অবশেষে শতবর্ষ উদযাপন ও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমাদের **'শেকড়সন্ধি'** স্বরণিকা।

উদযাপন হতে যাচ্ছে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী আলী আজম স্কুল ও কলেজের শতবর্ষ। খুবই আনন্দের বিষয় এই যে,"শতবর্ষ উদযাপন, সবাই মিলে করবো এবার সমাপন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আলী আজ মস্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ এই প্রথম একটি পুনমিলনী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে এবং প্রকাশিত হতে যাচ্ছে **"শেকড় সন্ধি"** স্বরণিকা।

"পুরানো সেই দিনের কথা ভূলবি কিরে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সেকি ভোলা যায়।
আয় আর একটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।"

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আমরাও ভুলতে পারিনি কৈশরের সেই দুরন্ত বন্ধুদের। আমাদের সেই অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতেই এই পুনমিলনী ও স্বরণিকা প্রকাশের আয়োজন।

ফেসবুকের যুগে এরকম একটি স্বরণিকার প্রয়োজনীয়তা-উপযোগিতা নিয়ে তর্ক করার জায়গা অনেক, তবে ভার্চুয়াল জগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য কত বেশি তা হয়তো এখন উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। জীবনের বেলা শেষে সাঁঝের মায়ায় কোন এক স্বর্নালী সন্ধ্যায় ড্রয়ারের তলায় পড়ে থাকা ধুলি মলিন এ স্বরণিকার প্রতিটি পাতায়ে আবেগ ঘন স্মৃতির অবতারনা করতে সক্ষমতা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

ঐতিহ্যবাহী আলী আজম স্কুল ও কলেজের শত বছর উদযাপন উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য স্বরণিকা প্রকাশ, এ অনুষ্ঠানটিকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলবে, এ আমার বিশ্বাস। স্বরণিকাটি আলী আজম স্কুল ও কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের স্মৃতি গাঁথা। আগামী ২০০ বছরের পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান হবে তখন হয়তো আমরা কেউ থাকবনা। কিন্তু কারও সংগ্রহে যদি এ স্বরণিকাটি থাকে, তা সে সময়ের ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে।

স্মরণিকাটি প্রকাশনা একটি কষ্ট সাধ্য কাজ। বারংবার অনুরোধ এবং উপর্যপরি যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মানিত সদস্যদের কাছ থেকে লিখা সংগ্রহ করতে হয়েছে। যা খুবই শ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, এ শত বর্ষ উদযাপনে গঠিত সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা এবং প্রিয় শিক্ষক ও শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা কাজী ইকরাম উল্লাহ সাবলুর প্রতি, যাদের দিক নির্দেশনায় আমরা স্মরণিকাটি প্রকাশ করতে পেরেছি, উদযাপন কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব,স্মরণিকা উপকমিটির সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উপকমিটি ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মুন্সিরহাটে গঠিত কমিটির সদস্যগণ এবং সম্মানিত বিজ্ঞাপন দাতা, বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আল্লাহ আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন এই প্রত্যাশা আমাদের।

আমাদের এ উদ্যোগ প্রাণপ্রিয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা করা। এ স্মরণিকা লেখার মান সকলের নিকট যে যুক্তি গ্রাহ্য এবং বস্তুনিষ্ঠ হবে এমনটি আশা করা ঠিক নয়। তবুও সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে বৈচিত্রময় লেখনীর দ্বারা স্মরণিকাটির আঙ্গিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। প্রচুর উৎসাহ পাওয়ার পর ও বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সকলের লিখা একত্রে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত। তবুও সকলের লেখাই আমাদের নিকট আগামী দিনের পাথেয় হয়ে থাকবে বলে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। লেখার ব্যাপারে লেখকদের স্বাধীনতাই প্রাধান্যতা পেয়েছে, অনভিজ্ঞতা জনিত কারণে নৈতিক মনোবলকে পুঁজি করে আমাদের এই প্রচেষ্টা। ভুল-ত্রুটির জন্য সুহৃদ পাঠক পাঠিকার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি আমাদের অনুপ্রাণিত করবে, পরিশেষে যারা তথ্য উপাত্ত, শুভেচ্ছা বাণী এবং সার্বিক পরামর্শ দিয়ে স্মরণিকাটি প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সকলের সুস্থতা ও ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া ও সাহায্য কামনায়...

**লায়ন হারুন-উর-রশিদ** পিএমজেএফ
সম্পাদক
স্মরণিকা সম্পাদনা উপ-কমিটি

# সূচীপত্র


শুভেচ্ছা বাণী ০৪-১৪

সম্পাদকীয় ১৫

উপদেষ্টা মন্ডলী ১৮-২২

শতবর্ষ উদযাপন সমন্বয় কমিটি ২৩

শতবর্ষ উদযাপন উপ কমিটি ২৪-২৫

অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গভর্ণিং বডি ২৬

আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দদের তালিকা ২৭-২৯

আলী আজম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দদের তালিকা ৩০

অনুষ্ঠানসূচী ৩১-৩২

যাঁদের রক্ত-ঘামে মুক্ত স্বদেশ, আসলো স্বাধীনতা ভ-বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা ৩৩-৪৫

খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী এবং আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ইতিহাস ভ মাষ্টার কাজী ইকরাম উল্যা (সাবলু) ৪৬-৫৩

‘‘আলো চাই, জ্ঞানের আলো ও মুক্তির আলো’’ ভ কাজী আহমেদ করিম ৫৪-৫৫

আমার স্কুল জীবনের স্মৃতিময়তা (১৯৫৮-১৯৬৮) ভ -বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা ৫৭-৬২

আমার আপন কথা ভ সাইফুদ্দিন শাহীন ৬৩-৬৪

আলী আজম স্কুল এ্যান্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন গঠনের পেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ভ - লায়ন মুহাম্মদ ইউসুফ ভূঁইয়া ৬৫-৬৬

একজন সচেতন অভিভাবক ভ - বি. এম. মসি উদ্দিন রইছ এম.আই.পি.এম. ৬৭

আমার স্মৃতিতে আলী আজম স্কুল : সত্তর দশক ভ –সাইফুর রহমান চৌধুরী ৬৯-৭১

ভেজাল পণ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ভ প্রকৌশলী এনামুল হক পাটোয়ারী ৭৩

স্মৃতির মনি কোঠায় ভ প্রফেসর মুহাম্মদ মহী উদ্দিন চৌধুরী ৭৪-৭৫

ছাত্রজীবন ভ মোঃ শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (মাসুদ) ৭৬

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ৭৭-১১১

ফটো গ্যালারী ১১৩-১১৬

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ

# শতবর্ষ


**প্রকাশক**

প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি
আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ

**প্রকাশকাল**

২৮ শে জানুয়ারী ২০২৩

**উপদেষ্টা সম্পাদক**

কাজী ইকরাম উল্যা (সাবলু)

**সম্পাদক**

মোঃ হারুন-উর-রশিদ

**প্রধান সহযোগী সম্পাদক**

বি. এম. মসি উদ্দিন রইছ (মুক্তা)

**সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য**

জনাব সাইফ উদ্দিন মজুমদার শাহিন
জনাব জিন্নাহ চৌধুরী
জনাব সাইফুর রহমান চৌধুরী
জনাব জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ
জনাব আনিছুর রহমান ভূঁইয়া

**প্রচ্ছদ**

মোঃ হারুন-উর-রশিদ

**মুদ্রণ**

লয়েল ডিজাইন




# উপদেষ্টা মন্ডলী



Md. Mahbub E-Rabbi Chowdhury
Former Teacher at
Ali Azam School& College.
Batch - 1958



Kazi Ahmed Karim
Advocate
Batch - 1963



TalebUlMawla Chowdhury
Service
Batch - 1963



Mostafa Aziz MonsoorRanjoo
Freedom Fighter& Business Man
Batch - 1965



Md. Amir Hossain Chowdhury
Retd. Service Holder
Batch - 1965



EnamulHoque Chowdhury
Former Teacher at
Ali Azam School& College
Batch - 1965



Ghulam Mustafa
Freedom Fighter
Managing Director at
Prantik Travels & Tourism Ltd.
Batch - 1968



KaziIkramUllah (Sablu)
Former Teacher-at
Ali Azam School &College
&Former Chairman atDarbarpur Union
Batch - 1972



KaziGias Uddin Mintu
Former Managing Committee Member at
Ali Azam High School & College
Batch - 1972

# উপদেষ্টা মন্ডলী



Abul Alam
Former Head Master at
Ajmeri Begum Girls High School
Batch - 1972

Moyen Uddin Kajol
Former Additional Secretary
Batch - 1972



Isdhan Chowdhury
Business Man- Velocity Car
Batch - 1973



Aminur Rahman Chowdhury
Business Man
Batch - 1974



ManirAhamedBhuiya
Business Man
Batch - 1974



Abidur Reza Rezu
Former GM at Sonali Bank Ltd.
Batch - 1977



Mohi Uddin Bhuiyan (Khosru)
Service
Batch - 1977



Saifur Rahman Chowdhury
Former Vice President at
United Commercial Bank
Batch - 1978



KaziTohidur Rahman (Arzu)
Business Man-London
Batch - 1979

# উপদেষ্টা মন্ডলী



Professor Mohd. Mohiuddin Chowdhury
Former Principal at
Sonagaji Govt. College
Batch - 1979



Emran Hossain
SAVP, Exim Bank
Batch - 1979



Jashim Uddin Ahmed
DGM atMeghna Petroleum Limited.
Chattogram
Batch - 1979



Md. MainulHoque Chowdhury
Former DGM at Bangladesh Bank.
Batch - 1979



Abul Alam Azmir
Vice Chairman, FulgaziUpazila
Former Chairman at Darbarpur Union
Batch - 1980



Anis Mahmud
Additional Secretary
Batch - 1980



Abdul Motin Bhuiyan
Business Man, Vice President Bangabandhu
Cultural Alliance, Trustee at International
Islamic University Chittagong
President- Governing body of Motijheel
Model School & College, Dhaka
Batch - 1981



Ataur Rahman Chowdhury (Farhad)
Executive Director, World Chemical
Company.
Batch - 1981



Dr. Ismail Chowdhury
Brigadier General –Bangladesh Army
Principal Rangpur Army Medical College
Batch - 1982

# উপদেষ্টা মন্ডলী



Lion Afsar Hossain Chowdhury
Business Man
Batch - 1982



KaziMohi Uddin
Business Man
Batch - 1982



Sayedur Rahman Chowdhury
Professor- Marine Science
University of Chittagong
Batch - 1983



Eng. NurulMabud Chowdhury
General Manager, IT,
Teletalk Bangladesh Ltd.
Batch - 1983



Nizam Uddin Mojumder
Chairman, Darbarpur Union
Batch - 1983

Joynal Abedin
Director, Bangladesh Red Crescent
Society
Batch - 1983



V P Nurul Amin
Chairman, Munshirthut Union
Batch - 1985



Mohammed Zakir Hossain
Chairman, GM HAT Union
Batch - 1988



Dr. Farhad Hossain Chowdhury
Professor (Neurosurgery) (NINS).
Batch - 1989

# উপদেষ্টা মন্ডলী



Masud Ahmed (Shihab)
Additional DIG, Bangladesh Police
Batch - 1991



Dr. Hasan Uz Zaman PhD
Consultant – Fisheries, Meridian
Hatchery & Farms
Batch – 1991



HanifAhmmedBabu
Former Charman –Munshirhut Union
Batch - 1991



AbulKhair
Business Man
Batch - 1992

Najmul Hossain Chowdhury
Senior Judicial Magistrate.
Chief Judicial Magistrate Court, Khagrachari
Batch - 2001

# আলী আজম স্কুল-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সমন্বয় কমিটি'র সদস্যদের নামের তালিকা



জনাব গোলাম মুস্তাফা
প্রধান সমন্বয়ক



জনাব আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ
সদস্য



জনাব কাজী ইকরাম উল্লাহ সাবলু
সদস্য



জনাব তাজ মোহাম্মদ ফারুক চৌধুরী
সদস্য



জনাব মোস্তফা আজিজ মন্‌সুর রন্‌জু
সদস্য



জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার
অধ্যক্ষ আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ, সদস্য



জনাব আবিদুর রেজা রিজু
সদস্য



জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ
সদস্য



জনাব জিন্নাহ চৌধুরী
সদস্য



জনাব আনিছ মাহমুদ জুয়েল
সদস্য



জনাব আবদুল মতিন ভূঁইয়া
সদস্য



জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফ ভূঁইয়া
সদস্য



জনাব আরিফুর রহমান মুরাদ
সদস্য



জনাব মাহাতাব উদ্দিন রইছ সমুন
সদস্য



জনাব হারুন উর রশিদ
সদস্য



জনাব রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী
সদস্য



জনাব সাইফ উদ্দিন মজুমদার শাহিন
সদস্য



জনাব মাসুদ আহমেদ সিহাব
সদস্য



জনাব বি. এম. মসি উদ্দিন রইছ মুক্তা
সদস্য

## রেজিষ্ট্রেশন উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব আরিফুর রহমান মুরাদ | আহ্বায়ক | ১৯৮৩ |
| জনাব মাষ্টার আবু আলম | সদস্য | ১৯৭২ |
| জনাব ওবায়দুর রহমান | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব সাহাদাৎ হোসাইন | সদস্য | ১৯৯২ |
| জনাব নিজাম উদ্দিন পাটোয়ারী | সদস্য | ১৯৯৪ |
| জনাব মোজাম্মেল হক মজুমদার (ফরহাদ) | সদস্য | ১৯৯৭ |
| জনাব আরিফুর রহমান ভূঁইয়া | সদস্য | ২০০১ |
| জনাব সাদ্দাম হোসেন পাটোয়ারী | সদস্য | ২০০৯ |
| জনাব কামরুজ্জামান চৌধুরী | সদস্য | ২০১৯ |

## অর্থ উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ | আহ্বায়ক | ১৯৮৬ |
| জনাব কাজী ইকরাম উল্ল্যা সাবলু | সদস্য | ১৯৭২ |
| জনাব রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী | সদস্য | ১৯৮৬ |
| জনাব মাহাতাব উদ্দিন রইছ সুমন | সদস্য | ১৯৮৬ |
| জনাব আবিদুর রেজা রিজু | সদস্য | ১৯৭৭ |
| জনাব জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ | সদস্য | ১৯৭৯ |
| জনাব আবদুল মতিন ভূঁইয়া | সদস্য | ১৯৮১ |
| জনাব ইঞ্জিঃ এনামুল হক পাটোয়ারী সবুজ | সদস্য | ১৯৮৫ |
| জনাব হারুন উর রশিদ | সদস্য | ১৯৮৬ |
| জনাব সালা উদ্দিন সংগ্রাম | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব মাসুদ আহমেদ সিহাব | সদস্য | ১৯৯১ |
| জনাব মোজাম্মেল হক সোহেল | সদস্য | ১৯৯২ |

## প্রকাশনা উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব হারুন উর রশিদ | আহ্বায়ক | ১৯৮৬ |
| জনাব জিন্নাহ চৌধুরী | সদস্য | ১৯৮০ |
| জনাব সাইফুর রহমান চৌধুরী | সদস্য | ১৯৭৮ |
| জনাব জসিম উদ্দিন আহাম্মেদ | সদস্য | ১৯৭৯ |
| জনাব মোরশেদ মজুমদার | সদস্য | ১৯৮৪ |
| জনাব সাইফ উদ্দিন মজুমদার শাহিন | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব বি.এম মসি উদ্দিন রইছ মুক্তা | সদস্য | ১৯৯১ |
| জনাব আনিছুর রহমান ভূঁইয়া | সদস্য | ১৯৯২ |

## সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব জিন্নাহ চৌধুরী | আহ্বায়ক | ১৯৮০ |
| জনাব আবিদুর রেজা রিজু | সদস্য | ১৯৭৭ |
| জনাব মুহাম্মাদ ইউসুফ ভূঁইয়া | সদস্য | ১৯৮২ |
| জনাব সাইফ উদ্দিন মজুমদার শাহিন | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব যামাল ইউ এম চৌধুরী | সদস্য | ১৯৯০ |
| জনাব রুবেল চৌধুরী | সদস্য | |

## আপ্যায়ন উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব কাজী গিয়াস উদ্দিন | আহ্বায়ক | ১৯৭১ |
| জনাব রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী | সদস্য | ১৯৮৬ |
| জনাব সালা উদ্দিন আহাম্মদ | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব গিয়াস উদ্দিন হোনা মিয়া | সদস্য | ১৯৭২ |
| জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান | সদস্য | ১৯৯১ |
| জনাব সাইফ উদ্দিন লিটন | সদস্য | ১৯৯১ |
| জনাব মিজানুর রহমান | সদস্য | ১৯৯০ |
| জনাব কামরুজ্জামান | সদস্য | ১৯৯৮ |
| জনাব জিল্লু চৌধুরী | সদস্য | ১৯৯১ |
| জনাব ইকরামুল ইসলাম | সদস্য | ১৯৯০ |
| জনাব খোরশেদ আলম মিথুল | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব মোস্তাফিজুর রহমান | সদস্য | |
| জনাব কাজী আবু মোহাম্মদ নোমান | সদস্য | ২০০০ |

## নিরাপত্তা ও শৃংখলা উপ-কমিটি

| নাম | পদবী | ব্যাচ |
|---|---|---|
| জনাব মাসুদ আহমেদ সিহাব | আহ্বায়ক | ১৯৯১ |
| জনাব ফখরুল ইসলাম | সদস্য | |
| জনাব কাজী গিয়াস উদ্দিন | সদস্য | ১৯৭২ |
| জনাব মোহাম্মদ সলিম মেম্বার | সদস্য | ১৯৮৮ |
| জনাব আবুল কাসেম | সদস্য | ১৯৮৯ |
| জনাব হুমায়ুন মেম্বার | সদস্য | ১৯৯০ |
| জনাব আবদুল ওহাব বাবুল | সদস্য | ১৯৯৫ |
| জনাব মোহাম্মদ হোসেন | সদস্য | ১৯৯৭ |
| জনাব আরিফুর রহমান ভূঁইয়া | সদস্য | ২০০১ |

# আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

স্থাপিত-১৯০৬

অত্র প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গভর্ণিং বডি



**আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ**
সভাপতি



**মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার**
অধ্যক্ষ ও
সদস্য সচিব



**মোঃ ইছমাইল হোসেন**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(কলেজ শাখা)



**নুরুল আলম ভূঞাঁ**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(কলেজ শাখা)



**মেহেদী হাসান**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(স্কুল শাখা)



**আবদুল ওহাব (বাবুল)**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(স্কুল শাখা)



**হুমায়ুন কবির ভূঁঞা**
কো-অপ্ট সদস্য



**রহমত উল্ল্যা খোন্দকার**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(কলেজ শাখা)



**মোঃ মাইন উদ্দিন**
অভিভাবক প্রতিনিধি সদস্য
(স্কুল শাখা)



**সবিতা রানী পাল**
সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি
সদস্য (স্কুল শাখা)

# আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

স্থাপিত-১৯০৬

## বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা



মোহাম্মদ আবু তাহের মজুমদার
অধ্যক্ষ



রুহিয়া আক্তার
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



রহমত উল্যা খোন্দকার
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক



সফিকুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক



মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক



মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক



মোঃ দিদারুল আলম মজুমদার
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক



সাইফুল ইসলাম
প্রভাষক



জাকিয়া সুলতানা
প্রভাষক

## বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা



রফিক উদ্দিন ভূঁঞা
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক



গৌরি শংকর নাথ
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক



সেলিনা মমতাজ
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক



সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক



মোঃ মাইন উদ্দিন
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক



মোসাম্মৎ জেসমিন আক্তার
সহকারী শিক্ষক



সুব্রত সাহা
সহকারী শিক্ষক



সীমা রানী বণিক
সহকারী শিক্ষক



সবিতা রানী পাল
সহকারী শিক্ষক



শরীফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক



নুরুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক



আবুল খায়ের
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)



আবদুল আউয়াল
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)



জসিম উদ্দিন ভূঁঞা
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)



জাহিদ হোসেন
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)

## বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা



দাউদুন নবী
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)



মমতা আক্তার
সহকারী শিক্ষক (খন্ডকালিন)



আজিজুল হক
অফিস সহঃ কাম হিসাব সহঃ



মোর্শেদ আলম
অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর



মোঃ গোলাম রাব্বানী
অফিস সহঃ কাম কম্পিউটার অপারেটর



কামাল উদ্দিন
নৈশ প্রহরী



আবদুর রহমান
অফিস সহায়ক



করিমুল হক
নিরাপত্তা কর্মী



বলাই চন্দ্র দাস
পরিচ্ছন্নতা কর্মী

# আলী আজম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর

স্থাপিত-১৯০৬

## বর্তমান শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা



**ফরিদা বেগম**
প্রধান শিক্ষক



**নুরুন নাহার**
সহকারী শিক্ষক

**বিবি ফাতেমা**
সহকারী শিক্ষক



**মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া**
সহকারী শিক্ষক

**মোমেনা জাহান চৌধুরানী**
সহকারী শিক্ষক



**মোহাম্মদ ইয়াছিন ভূঁঞা**
সহকারী শিক্ষক



**জিনাত সুলতানা**
সহকারী শিক্ষক



**জহির আহমেদ ভূঁঞা**
সহকারী শিক্ষক

**মরিয়ম আক্তার**
সহকারী শিক্ষক



**মোহাম্মদ টিপু**
দপ্তরী কাম নৈশ প্রহরী

# আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর শতবর্ষ উদযাপন

## অনুষ্ঠানসূচী

**২৭-০১-২০২৩ ইং, শুক্রবার**

| সময় | বিষয় |
|---|---|
| বিকাল ৩.০০-বিকাল ৫.৩০ | রেজিস্ট্রেশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রিপোর্টিং, অনুষ্ঠানের দিনের জন্য খাবার কূপন ও উপহার সামগ্রী সংগ্রহ |

**২৮-০১-২০২৩ ইং, শনিবার**

| সময় | বিষয় |
|---|---|
| সকাল ৭.৩০- সকাল ৮:০০ | রেজিস্ট্রেশকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের রিপোর্টিং, খাবার কূপন ও উপহার সামগ্রী সংগ্রহ |
| সকাল ৮.০১- সকাল ৯:০০ | কূপন দিয়ে সকালের নাস্তা সংগ্রহ |
| সকাল ৯.০১ | শতবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করবেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ |
| সকাল ৯:০৫- সকাল ৯.১৫ | মঞ্চে আসন গ্রহন করবেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব গোলাম মুস্তাফা ও প্রধান উপদেষ্টা কাজী ইকরাম উল্লাহ সাবলু এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। |
| সকাল ৯:১৬- সকাল ৯.৩০ | অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ |
| সকাল ৯:৩১- সকাল ১১.০০ | ১। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত<br>২। অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ থেকে পাঠ<br>১। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন<br>৩। থিম সং পরিবেশন<br>৪। ধন ধান্যে পুস্পে ভরা, গানটি পরিবেশন<br>৫। একি অপরূপ রূপে মা তোমায়, গানটি পরিবেশন |
| সকাল ১১:০১- সকাল ১১.২৯ | চা পানের বিরতি |
| সকাল ১১:৩০- সকাল ১১:৪৪ | প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আগমন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে ফুল ও ক্রেষ্ট দিয়ে বরণ। |
| প্রধান অতিথি | জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, মাননীয় প্রতি মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
| বিশেষ অতিথি | শিরিন আক্তার এমপি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ |
| সকাল ১১:৪৫-দুপুর ১২.৫৯ | শতবর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কর্তৃক স্বাগত বক্তব্য |
| | শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতির সংক্ষিপ্ত স্বাগত বক্তব্য |
| | প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক সংক্ষিপ্ত স্বাগত বক্তব্য |
| | বিশেষ অতিথি, শিরিন আক্তার এমপি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক বক্তব্য |
| | প্রধান অতিথি, জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, মাননীয় প্রতি মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় |

| | |
|---|---|
| | গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বক্তব্য |
| দুপুর ১:০০-১.৩০ | প্রধান অতিথি কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ |
| দুপুর ১:৩১- বিকাল ৩.০০ | যোহরের নামাজের জন্য বিরতি, কূপন দিয়ে মধ্যাহ্ন খাবার সংগ্রহ ও মধ্যাহ্ন ভোজ |
| বিকাল ৩.০১- বিকাল ৩:১৫ | অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ফটোসেশন |
| বিকাল ৩:১৬- বিকাল ৪.০০ | স্মৃতিচারণ পর্ব (সংক্ষিপ্ত আকারে)<br>১। বীর মুক্তি যোদ্ধা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ<br>২। গুণী ও প্রবীন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ<br>৩। প্রাক্তন সরকারী কর্মকর্তা, গুণী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ |
| বিকাল ৪:০১- বিকাল ৪.৩০ | আছর নামাজের বিরতি |
| বিকাল ৪:৩১- বিকাল ৫.০০ | কূপন দিয়ে বিকালের নাস্তা সংগ্রহ |
| বিকাল ৫:০১- বিকাল ৫.৩০ | বিশেষ সম্মাননা প্রদান |
| সন্ধ্যা ৫:৩১- রাত ৬.২৯ | মূল অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা ও মাগরেব নামাজের বিরতি |
| রাত ৬.৩০ | সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু |
| রাত ৬:৩১ - রাত ৭:০০ | আবৃতি, কৌতুক, নৃত্য গান পরিবেশন, স্থানীয় ও শিল্পকলা একাডেমি ফেণী কর্তৃক |
| সন্ধ্যা ৭:০১ - রাত ৮:৩০ | আঁখি আলমঙ্গীর ও ক্লোজআপ ওয়ান শিল্পী সুজনের গান পরিবেশন |
| রাত ৮:৩১ - রাত ৯:৩০ | নাটক চট্টগ্রাম থেকে আগত নাট্যদল কর্তৃক |
| রাত ৯:৩১ - রাত ১১:০০ | ব্যান্ড সংঙ্গীত কুঁড়ে ঘর |
| রাত ১১:০১ | র‍্যাফেল ড্র |

**–ঃ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা ঃ-**

# যাঁদের রক্ত-ঘামে মুক্ত স্বদেশ, আসলো স্বাধীনতা

**-বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা**

**এক.**

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আলী আজম হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। অনেকে আবার সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছেন, শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং বিজয়ী হয়ে স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। স্মৃতি হাঁতড়ে তাঁদের নাম এখানে আজ রেকর্ডভূক্ত করে রেখে যেতে চাই।

১। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হাবিলদার এয়ার আহমেদ, বীর বিক্রম, বালুয়া।
২। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মোশাররফ হোসেন হারুন, ধলিয়া।
৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আইয়ুব আলী, দক্ষিণ আনন্দপুর।
৪। কমোডর (অবঃ) এ-ডব্লিউ চৌধুরী, উত্তর শ্রীপুর।
৫। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বশর (মেম্বার), জগতপুর।
৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ উল্লাহ, জগতপুর।
৭। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী মনীর উদ্দিন আহমেদ (মানু মুন্সী), জগতপুর।
৮। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফখরুল ইসলাম, জগতপুর।
৯। বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ মজুমদার, জগতপুর।
১০। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ আহমেদ (যুগ্ম সচিব), জগতপুর।
১১। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবাদ উল্লাহ, জগতপুর।
১২। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার আমিনুল ইসলাম, সাবেক বশীকপুর, বর্তমান জগতপুর।
১৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মহিউদ্দিন চৌধুরী (এ.এস.পি), নোয়াপুর।
১৪ বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল উদ্দিন চৌধুরী, নোয়াপুর।
১৫। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার নূরুল ইসলাম মজুমদার, দরবারপুর।
১৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ উদ্দিন মজুমদার বেলাল, দরবারপুর।
১৭। বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালেহ আহাম্মদ সালু, উত্তর শ্রীপুর।
১৮। বীর মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মনজু, উত্তর শ্রীপুর।
১৯। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী গোলাম মোহাম্মদ (মরহুম), উত্তর শ্রীপুর।
২০। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শহীদ উল্লাহ ভূঞা (মরহুম), ধলিয়া।
২১। বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মোতালেব (ওসি), শ্রীচন্দ্রপুর।
২২। বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ালী আহমেদ, শ্রীচন্দ্রপুর।
২৩। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইকবাল (ওসি), শ্রীচন্দ্রপুর।
২৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী রেজাউল করীম (মরহুম), করইয়া।
২৫। বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবীবুল্লাহ বাহার ভূঞা, দক্ষিণ আনন্দপুর।
২৬। বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়া মজুমদার, হাসানপুর।
২৭। বীর মুক্তিযোদ্ধা মাষ্টার জাফর আহাম্মদ, কমুয়া।
২৮। বীর মুক্তিযোদ্ধা শচীন্দ্র কুমার পোদ্দার (স্বর্গীয়) (উপ-সচিব), আইলপুর।
২৯। বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকুর রহমান, কমুয়া।
৩০। বীর মুক্তিযোদ্ধা ইউনূস চৌধুরী (মরহুম), তারালিয়া।
৩১। বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা, দরবারপুর।

রণাঙ্গনের সাথীদের কথা স্মরণ করে তাঁদের নাম লিখতে গিয়ে বার বার শিহরিত হচ্ছি, স্মৃতির ভারে হচ্ছি কাতর। ভয়াবহ যুদ্ধের ময়দানে বীর বিক্রমে লড়ে যে দু'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেন, দিয়ে গেলেন রক্ত-মাখা লাল-সবুজের পতাকা ও প্রিয় স্বাধীনতা, আজ তাঁদের কথা একটু লিখতে ইচ্ছে করছে।

দুই.

## হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ বীর বিক্রম

শহীদ হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ বীর বিক্রম। উচ্চতা ছ'ফুট। গায়ের রং ফর্সা। পেটানো শরীর। ছাত্র জীবনে বন্ধু-বান্ধবসহ গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা আর ধুম আড্ডা তার জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিটি খেলাধূলাতেই সে প্রথম। এয়ার আহাম্মদ আর আমি একই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমরা পড়তাম ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার মুন্সীরহাটে অবস্থিত আলী আজম হাই স্কুলে। কী কারণে জানিনা, অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এয়ার আহাম্মদ। পড়াশুনা আর হলনা। ভর্তি হয়ে গেল আর্মিতে। চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। সে ১৯৬৬ সালের কথা। তারপর থেকে প্রায় পাঁচ বছর পর রণাঙ্গণেই তার সাথে আমার প্রথম দেখা।

১৯৭১ সালের জুলাই মাস। ভারতের পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্প এ আমাদের মিলিটারি ট্রেনিং শেষ হল। নির্দেশ অনুযায়ী এক কোম্পানি সমান মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি হাজির হলাম রাজনগরে। স্থানটি ভারতের অভ্যন্তরে, বাংলাদেশ সীমানার কাছে, বিলোনিয়া শহরের উত্তর-পশ্চিমে। বিলোনিয়া সাব-সেক্টর এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে এই রাজনগরে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর 'Shaktiman' নামক ট্রাক থেকে নেমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিন সারিতে বিন্যাস করে এবং মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের তাঁবুর দিকে, রিপোর্ট করতে। তাঁবুর কাছাকাছি হতেই দেখি দীর্ঘদেহী এক সৈনিক। ধাম করে এ্যটেনশানের ভঙ্গীতে স্যালুট করল অধিনায়ককে। মাটিতে ডান পা ঠুঁকে এত জোরে স্যালুট করল যে মেদিনী কেঁপে উঠল, আশপাশের গাছ থেকে কয়েকটি পাখি ভীতিকর শব্দ করে উড়ে পালাল এবং স্যালুটের শব্দ আশেপাশের পাহাড়ে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুলল। আমি আমার যোদ্ধাদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ অধিনায়কের সাথে কথা বলে সৈনিকটি 'এবাউট টার্ন' করতেই দেখি, আরে! এতো আমার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধু এয়ার আহাম্মদ! আবেগে ও আনন্দে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম। দু'জনের চোখই অশ্রুস-জল!এয়ার আহাম্মদ ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ব্রাভো কোম্পানির হাবিলদার। পাকিস্তানি ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট এর সাথে মুখোমুখি অবস্থানে থেকে যুদ্ধ করছিল। বিলোনিয়ার উত্তর-পশ্চিমে বাংকার ও ট্রেঞ্চ খুঁড়ে শক্ত অবস্থান নিয়ে ডিফেন্স গড়ে তুলেছে বঙ্গ শার্দুলগণ। উল্টা দিকে ১৫ বালুচের কঠিন ডিফেন্স। মাঝখান দিয়ে কল-কল করে বয়ে চলেছে খরস্রোতা মুহুরী নদী।

হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ ছিল বেপরোয়া রকমের সাহসী। তার ইউনিট নিয়ে প্রায় রাতেই সে গোপনে শত্রু-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে পড়ত, শত্রুর অবস্থান রেইড করত, শত্রুর চলাচলের সময় অথবা পেট্রোলের সময় এ্যামবুশ করত এবং তাদের জান-মালের প্রচুর ক্ষতি সাধন করত। শত্রুর এলাকায় ঢুকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চুপিসারে ঘোরা-ফেরা করা এবং এ ধরনের অপারেশন পরিচালনা করে নিরাপদে ঘাঁটিতে তথা ডিফেন্সে ফিরে আসা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার ছিল। এসব বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত। শত্রু-বাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করে মাঝে-মধ্যেই ফেনীর আঞ্চলিক ভাষায় বলত : "ফাডাই ফালামু, ছেঁছি ফালামু, যুদ্ধ কারে কয় শালার ফুতেরগোরে ভালা করি বুজাই দিমু" ইত্যাদি। এয়ার আহাম্মদ ছিল অবিবাহিত। কথায় কথায় একদিন সে বলছিল, "বিয়া করিন', শাদী করিন', বাল-বাইচ্চা নাই, ফিছু টান নাই, আঁর কিয়ের ছিন্তা ! মইল্লে মচ্ছি, বাইন চোতেরগোরে বাঙালির গুল ফিডা আর কেঁচকা মাইর কারে কয় হিয়েন ভালা করি বুঝাই দিমু"।

আমরা, পাইওনিয়র প্লাটুনের যোদ্ধারা ছিলাম ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর হেডকোয়ার্টার কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত। অধিনায়কের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো আমাদের কার্যক্রম এবং অপারেশন। আমাদের প্লাটুনের প্রায় সবাই ছিল ছাত্র। অধিনায়কসহ ব্যাটালিয়নের পেশাদার সৈনিকরা আমাদেরকে খুবই স্নেহ করত। প্রতিরক্ষা লাইনের সর্বত্রই আমাদের যাতায়াত ছিল তাই অবাধ।

ডিফেন্স লাইনের সন্নিকটে কালিকাপুর গ্রাম। এ গ্রামের বটতলী বাজারের পশ্চিম পাশে মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি একটি বাড়িতে আমরা থাকি। যুদ্ধের ধাক্কায় বাড়ির লোকজন ভারতে চলে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে হঠাৎ সেখানে এয়ার আহাম্মদ এসে হাজির। গাল-গল্প ও আড্ডার এক পর্যায়ে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সাথে আর্টিলারির মতো প্রচণ্ড শব্দের বজ্রপাত আর বিজলীর চমক। সূর্যাস্তের সময় বৃষ্টি থামল। আমরা এয়ার আহাম্মদকে একটু এগিয়ে দেব বলে তার সাথে তার বাংকারের দিকে এগিয়ে চললাম। পুরনো দিনের একটি প্রাচীন পুকুরের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। আধো আধো অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। ততোধিক চমকে উঠলাম আমরা। দেখি, পুকুর থেকে শত শত কই, মাগুর এবং টাকি মাছ সদলবলে বের হয়ে আসছে, উপর দিকে উঠে আসছে কান ও লেজের সাহায্যে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কোথায় তাদের গন্তব্য, কেনইবা নিজ আবাস ছেড়ে তাদের এ অভিসার তা এক অজানা রহস্য।

যাক, সবাই মিলে মাছ ধরা শুরু করলাম। এত তাজা এবং ইয়া বড় সাইজের কই-মাগুর জীবনে আমরা বেশি দেখিনি। ধরতে ধরতে আমাদের হাত যেমন রক্তাক্ত হল, সকলের লুঙ্গির 'কোঁচা'ও তেমনি হল পূর্ণ। কিন্তু এ মাছ দিয়ে আমরা করবোটা কি ? এখানেতো রান্না করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। পেছনে, অনেক দূরে একটু মিট মিট আলো নজরে এলো। সকলকে নিয়ে উল্টো পথে সেদিকেই রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে এক বৃদ্ধা বসে মাছ ধরার জাল বুনছে। বৃদ্ধাকে আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম এবং তার ঘরে পাওয়া একটি 'লাই'য়ে সব মাছ রেখে মাছগুলো গ্রহণ করতে তাকে বিনীত অনুরোধ করলাম।

বৃদ্ধা দাঁতবিহীন মুখে ফোকলা হাসি হেসে খুশি মনে তাতে রাজী হলেন। তবে এক শর্তে। শর্তটি হল, কিছু মাছ উনি এখন রান্না করবেন এবং আমাদেরকে তা খেয়ে যেতে হবে। আমরাও মহানন্দে রাজী। কিন্তু কাপড়-চোপড় আমাদের নোংরা হয়ে আছে। বুড়ি তাঁর পুরনো শাড়ি ও বিছানার চাদর আমাদেরকে দিলেন। আমরা কাপড় বদল করলাম এবং চৌবাচ্চার পানিতে আমাদের ময়লা কাপড় পরিষ্কার করলাম। বড় বড় মাছগুলো নিয়ে উনি পাক শুরু করলেন। বৃদ্ধা খুবই দরিদ্র। ঘরে চাল খুবই কম। তবুও উনি একট-খানি ভাতও পাক করলেন। গোল হয়ে আমরা খেতে বসলাম। সে যে কী অপূর্ব স্বাদ এবং কী তৃপ্তির সাথে যে আমরা খেলাম তা আজ কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা।

খাওয়া-দাওয়ার পর বৃদ্ধা তার কাছে থাকা সামান্য একটু পান কাঁচা সুপারি দিয়ে ছোট ছোট খিলি বানিয়ে আমাদেরকে দিলেন। হৃদয়ের ছোঁয়া লাগানো সে পান খেতে খেতে জানা গেল, বৃদ্ধার ছেলে এবং স্বামীকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে। তাদের আর কোনো খোঁজ নেই। বৃদ্ধা একা, অসহায়। স্বামী-সন্তান ফিরে আসবে—আকুল এ আশা নিয়ে কাটে তার রাত, দিন। পরিবেশটা বিষাদময় হয়ে গেল। কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেরোসিনের কুপির মৃদু আলোর শিখা থির থির করে কাঁপছে। এয়ার আহাম্মদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। চাপা গলায় বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, এ হারামীর বাচ্চাদেরকে আচ্ছা তরফসে' বাংলার মাটিতে আমরা জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ। তুমি আমাদের জন্য একটু দোয়া করো।' আমাদের দিকে ফিরে বলল, "যুদ্ধে যদি মরেই যাই, তাহলে আমাকে তোরা ওদের দখলে থাকা পাকিস্তানের জমিতে বা ভারতের জমিতে কবর দিবিনা। আমি স্বাধীন বাংলার মাটিতে কবর চাই। কথা দে আমার ইচ্ছা পূরণ করবি ?" কারো মুখে কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, "কথা দিলাম।" "গেলাম" বলে বৃদ্ধাকে পায়ে ধরে সালাম করে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল আমার প্রিয় বন্ধু হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ।

বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথম প্রহরেই ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর কমান্ডিং অফিসার এবং টাস্কফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের নির্দেশে হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ এবং তার অধীন সৈনিকরা পাকিস্তানি বাহিনীর একটি রেলওয়ে ট্রলি আক্রমণ করে। চলন্ত ট্রলিতে অবস্থানরত হানাদার বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন এবং ৬ জন সৈনিক সেই আক্রমণে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করে। উল্লেখ্য যে, হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের প্লাটুনটি ছিল ব্রাভো কোম্পানির অধীনে সেঃ লেঃ মিজানের কমান্ডে। এদিকে বিজয়ের প্রাথমিক আনন্দে এবং প্রতিক্রিয়ায় হাবিলদার এয়ার আহাম্মদ অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। বাংকার থেকে সে লাফিয়ে বের হয় এবং দৌড়ে গিয়ে নিহত ক্যাপ্টেনের ব্যাজ এবং পিস্তলটি নিয়ে আবার ফিরে আসতে থাকে নিজ বাংকারের দিকে। এয়ার আহাম্মদ যখন বাংকারের একেবারে সন্নিকটে, তখনি শত্রু পক্ষের একঝাঁক গুলি এয়ার আহাম্মদের বাঁ কানের পাশ দিয়ে ঢুকে মাথাটা তার ঝাঁঝরা করে দিল। এয়ার আহাম্মদ তৎক্ষণাৎ শহীদ হয়ে গেলেন। বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথম শহীদ। পরবর্তীতে ট্রলির চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা শত্রু-সেনাদের একটি রকেট লাঞ্চার, একটি স্টেনগান, ছয়টি রাইফেল এবং এয়ার আহাম্মদের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের ব্যাজ ও রিভলভারটি উদ্ধার করা হয়।

হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের মৃত্যুতে মেজর জাফর ইমাম খুবই উদ্বিগ্ন এবং শোকাহত হলেন। কেননা অদম্য এবং বেপরোয়া রকমের সাহসী এ হাবিলদারকে তিনি খুবই পছন্দ ও স্নেহ করতেন। এয়ার আহাম্মদের বাংকারসহ আশেপাশের অন্তত পাঁচটি বাংকারে উনি রিজার্ভ থেকে আরো পাঁচজন সৈনিক পাঠালেন। আশে পাশের শত্রু সেনারা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে। সুতরাং যে কোনো সময় আমরা প্রতি—আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারি। সতর্ক থাকার জন্য, সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্য ফিল্ড ওয়্যারলেসের মাধ্যমে তিনি প্রতিটি সেকসন, প্লাটুন ও কোম্পানি কমান্ডারদের সাথে কথা বললেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। চারিদিক শান্ত ও চুপচাপ। কিছুই ঘটলনা। কিন্তু মিনিট পঁচিশেক পরে হঠাৎ এয়ার আহাম্মদের প্লাটুনের ওপর পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ পরিচালনা করল। তারা ভেবেছিল, মুক্তি বাহিনীর একটি ছোট্ট এ্যাম্বুশ দল তাদের ট্রলিটিকে আক্রমণ করেছে। তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে একটি ব্যাটালিয়ান প্লাস শক্তি নিয়ে আমরা তাদেরকে ঘেরাও

করে রেখেছি। এ ভুলের খেসারত তাদের বেশ ভালভাবেই দিতে হল। ব্রাভো কোম্পানির সমস্ত ইউনিট একই সময় পাল্টা হামলা চালালে শত্রু সেনারা প্রচুর সংখ্যায় হতাহত হয় এবং বাকি সৈনিকরা পিছু হটে যায়। আমাদের পাল্টা আক্রমণের সময় 'বি' কোম্পানি ছাড়াও আমাদের পুরো ডিফেন্স লাইন থেকেই মরাল সাপোর্ট হিসেবে হাল্কা গুলিবর্ষণ করা হয়। ফলে পাকিস্তানিরা আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যায়। তাদের পক্ষ থেকে অবশ্য আর কোনো আক্রমণ এলোনা। তারা সম্ভবত পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে বড়ভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করছে। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। যেন একটু আগে এখানে কিচ্ছুটি হয়নি !

মনটা আমার খুবই বিষণ্ন। প্রকৃত যুদ্ধ শুরুর আগেই চলে গেল এয়ার আহাম্মদ। কিছুটা সান্ত্বনাও অবশ্য পেলাম। শত্রু সেনাদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন, একজন সুবেদার এবং চারজন সিপাহীকে খতম করে তবেই বিদায় নিল সে। হতাহতের হার ১:৬। যুদ্ধের প্রথম ফলাফল আমাদের পক্ষে। ভাবনায় ছেদ পড়ল। খই ফোটার মত হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হল। সমগ্র ডিফেন্স জুড়ে দু'দিক থেকেই তারা প্রচণ্ডভাবে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসল। আমরাও আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছি। সে এক ভয়াবহ যুদ্ধ। পাকিস্তানিরা বেপরোয়া। উত্তর দিকের, তথা বিলোনিয়া ও পরশুরামে অবস্থানরত হানাদারেরা যুদ্ধ করছে আমাদেরকে হটিয়ে অবরোধ থেকে বের হয়ে দক্ষিণে গিয়ে তাদের মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হতে। আর দক্ষিণ দিক থেকে শত্রু সেনারা আক্রমণ করছে আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে উত্তর দিকে আটকে পড়া তাদের সৈনিকদেরকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্য। দু'দিক হতে বেপরোয়া এ আক্রমণে আমাদের 'স্যান্ডউইচ' হওয়ার দশা। কিন্তু অদম্য মনোবল নিয়ে আমাদের যোদ্ধারা শত্রুর ভয়াবহ আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল। গুলির বিরামহীন আওয়াজ। বিপজ্জনক পরিস্থিতি। ইতোমধ্যে ভারতীয় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের দূরপাল্লার আর্টিলারি গর্জে উঠল। আর্টিলা-রি ও মর্টারের গোলার প্রচণ্ড আঘাতের সাথে সাথে আমাদের প্রতিরোধ এবং আক্রমণও তীব্রতর হল। পাকিস্তানিদের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। যুদ্ধ কিছুটা আমাদের অনুকূলে এসে গেল। সন্ধ্যার দিকে আক্রমণের গতি ও তীব্রতা কমে এলো এবং এক পর্যায়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলো।

হঠাৎ দুটো কথা মনে পড়ে গেল। এয়ার আহাম্মদের লাশ কই? তাকে না আমি বাংলার মুক্ত মাটিতে সমাহিত করার ওয়াদা করেছি? আমি টাস্কফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের পাশের বাংকারে। এ মুহূর্তে বাংকার থেকে বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও আমি আমার বাংকার ছেড়ে বের হয়ে এলাম। দ্রুত গতিতে ক্রলিং করে কমান্ডারের বাংকারে গিয়ে ঢুকলাম। কমান্ডার মেজর জাফর ইমাম ভীষণ ব্যস্ত। বাংকারে বসেই উনি পুরো ডিফেন্সের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, দিচ্ছেন প্রয়োজনীয় নির্দেশ। বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ভারতীয় তথা মিত্র বাহিনীকে অনুরোধ করছেন নির্দিষ্ট স্থানে আর্টিলারি ফায়ারের জন্য। মুহূর্তের মধ্যেই মিত্র বাহিনীর মুহুর্মুহু গোলা-বৃষ্টি পাকিস্তানিদের সেই নির্দিষ্ট অবস্থান তামা-তামা করে দিচ্ছে। এক ফাঁকে তাকালেন উনি আমার দিকে। 'কী ব্যাপার?' প্রশ্ন তার। এয়ার আহাম্মদের শেষ ইচ্ছার কথাটা তাকে আমি জানালাম এবং তার লাশ উদ্ধার করে স্বাধীন বাংলার মাটিতে তাকে সমাহিত করার জন্য স্যারের অনুমতি চাইলাম। 'ইমপসিবল! ণড়ঁ ংবব, রণাঙ্গনের সবচেয়ে ভয়ানক আর স্পর্শকাতর স্থানে এয়ার আহাম্মদের লাশ পড়ে আছে। এ মুহূর্তে এ লাশ উদ্ধার করতে যাওয়া আত্মহত্যা করার শামিল হবে। ডধরঃ্ধ বলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন উনি আবার।

গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ এবং অবর্ণনীয় টেনশানের মধ্যেও সময় সুযোগ বুঝে সি. ও. কে আমি বুঝাতে সক্ষম হলাম যে, এ মুহূর্তে আমরা স্থানীয়ভাবে আগে মোতায়েনকৃত শত্রু সেনাদের সাথে লড়ছি। কিন্তু ফেনী, চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লা হতে পাকিস্তানি সেনাদের Reinforcement আসা শুধুই সময়ের ব্যাপার। ওদের আক্রমণ তখন আরো ভয়াবহ এবং তীব্রতর হবে। সে পরি¯’তিতে এ লাশ উদ্ধারই করা যাবে না। জীবন দিয়ে হলেও এ লাশ এখনি আমি সরিয়ে আনতে চাই, সমাহিত করতে চাই মুক্তাঙ্গনে। প্রিয় বন্ধু ও সহযোদ্ধা এয়ার আহাম্মদকে দেয়া ওয়াদা আমি ভঙ্গ করতে পারবো না। বলতে বলতে আমার গলা ধরে এলো, টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল বেদনাশ্রু। মেজর জাফর ইমাম অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ও কে'।

'থ্যাংক্যু স্যার' বলে ফিরে এলাম আমি নিজের বাংকারে। সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে বসলাম। লাশ উদ্ধারের টেকনিক, লাশ পরিবহন এবং লাশ নিয়ে ফিরে আসার রুট সহ খুঁটিনাটি যাবতীয় প্ল্যান করে ফেললাম দ্রুত। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই রিস্কি হবেজ্জবললাম আমি। আরো বললাম, 'এ মিশনে আমার চারজন সহযোদ্ধা চাই।' এয়ার আহাম্মদের লাশ উদ্ধার করতে গিয়ে পুরো টিমেরই লাশ হয়ে যাওয়া প্রায় শত ভাগ নিশ্চিত জেনেও গম্ভীরভাবে রাজী হয়ে গেল শহীদ, মোশাররফ, সফিক ও মানু। কাল বিলম্ব না করে 'বিসমিল্লাহ' বলে রওয়ানা দিলাম আমরা। দু'পাশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বাংকার। সবাই যুদ্ধরত, সতর্ক ও ব্যস্ত। ক্রলিং করে দু'দিকের আমাদের বাংকারের সারির মাঝখান দিয়ে পূর্ব দিকে এগুচ্ছি। গন্তব্য শলিয়া গ্রাম। দু'দিক থেকেই অবিরত গুলি

আসছে, 'ক্রসফায়ার' হয়ে আমাদের সামান্য ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তা দু'দিকে। মজা পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, উত্তর দিকে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা দক্ষিণ দিকে ফায়ার করছে আর দক্ষিণ দিকে অবস্থানরত পাকিস্তানিরা উত্তর দিকে। আমাদের টিম এবং আমাদের ডিফেন্সের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে সেসব অজস্র গুলি ওদেরই সহযোদ্ধাদেরকে কিছুটা হলেও ঘায়েল করছেই। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বাংকারে। পাকিস্তানিরা তাদের পুরনো বাংকার ছেড়ে এসে আমাদের মুখোমুখি হয়েছে। আমাদের ডিফেন্সের সামনে বাংকার খুঁড়ে ডিফেন্স তৈরি করার সুযোগই তারা পায়নি। তারা যুদ্ধ করছে জমিনের আইল বা পুকুর পাড়ের আড়ালে থেকে। সুতরাং তাদের ফ্রেন্ডলি ফায়ারে তাদেরই আহত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের চাইতে বেশি। কী দারুণ !

দীর্ঘ সময় ক্রলিং করে প্যাঁক-কাদায় একাকার হয়ে 'বি' কোম্পানির কমান্ডার সে. লে. মিজান এবং নায়েব সুবেদার সেকান্দার আলীর সাথে দেখা করে তাদের দিক নির্দেশনায় আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশের পাশে এসে পৌঁছলাম। বাংকার থেকে এনে সহযোদ্ধারা তার মৃত দেহটি ইতিমধ্যেই পাশের মাটির দেয়াল ঘেরা একটি গুদাম ঘরের মেঝেতে রেখেছে। এয়ার আহাম্মদ শুয়ে আছে উপরের দিকে মুখ করে। ডান চোখ খোলা। বাঁ চোখ ভেদ করে শত্রু নিক্ষেপিত গুলি মাথার পেছনের সামান্য ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঠোঁটটি শক্তভাবে বন্ধ। দুহাতই আছে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়। গায়ের শার্টসহ শরীর রক্তাক্ত। 'বি' কোম্পানির এক যোদ্ধা এসে ইয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে শিশুর মত কাঁদছে। তার নাম নুরুল ইসলাম। মুন্সীর হাটের দক্ষিণ দরবারপুর গ্রামের দুলা মিয়া মজুমদার বাড়ির ছেলে। পরে হাবিলদার হিসেবে ১০ম বেঙ্গল থেকে সে রিটায়ার্ড করে।

নুরুল ইসলাম সহ সকলে মিলে এয়ার আহাম্মদের লাশ আমরা নিচের উঠানে নামিয়ে আনলাম। মোশাররফ, শহীদউল্লাহ এবং সফিক আড়াআড়িভাবে পশ্চিম দিকে মাথা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। প্ল্যান অনুযায়ী এয়ার আহাম্মদের লাশ তাদের পিঠের ওপর উত্তর দিকে মাথা রেখে পিঠ এবং কোমরের মাঝামাঝি স্থানে আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দেয়া হল। আমি সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। একই-ভাবে মানু পেছনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে ডান-বাম-ডান বলে বলে আমি ফিরতি পথে ক্রলিং শুরু করলাম। লাশবাহী তিন মুক্তিযোদ্ধা একই গতিতে আমাকে অনুসরণ করল। চলতে গিয়ে দেহের ভাইব্রেশন এবং নড়াচড়ার কারণে লাশ বাঁকা হয়ে গেলে বা স্থানচ্যুত হতে থাকলে পূর্বের নির্দেশ মোতাবেক মানু তা সঠিক স্থানে ঠেলে বা টেনে দিত। এগিয়ে চলেছি আমরা। বাম-ডান-বাম। বাম-ডান-বাম। লেফট-রাইট-লেফট। লেফট-রাইট-লেফট। ব্যতিক্রম হল এই যে, স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের মার্চ পাস্টে পা চলে, আর এখন আমাদের চলছে দু'হাতের দুই কনুই। রাস্তা কর্দমাক্ত। কোথাও কোথাও পিচ্ছিল। এক পর্যায়ে পিছলে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম ডান দিকের এক 'খাঁটি' বা গর্তে। ডান হাতটা বেকায়দা মতো পড়ে মচকে গেলো। বাহুর জয়েন্টে যেন আগুন ধরে গেছে। মনে হয় ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি এক করে ফিরে গেলাম স্বস্থানে। শুরু হলো আবার লাশবাহী কাফেলার অস্বাভাবিক সেই ক্রলিং। গোলাগুলি চলছে অবিরাম। রাস্তা শেষ হতে চায় না। অবশ্য আমাদের চলার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর।

কতদূর এসেছি, কতক্ষণ চলেছি জানিনা। হঠাৎ ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ এবং এক ধরনের কষ্টকর স্বর শোনা গেল। সহযোদ্ধাদেরকে কাদায় থুঁতনি রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলে ধীরে ধীরে আমি সেই গোংগানী ধরনের আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি হাবিলদার বায়েজিদ এক অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর্টিলারি বা মর্টারের গোলার আঘাতে তার ডান পা কোমরের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখে বিষাদ ক্লিষ্ট একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'পানি'। পানি কোথায় পাবো? কোথাও খাবার পানি দেখলাম না। আশেপাশে কোনো পুকুর বা টিউবওয়েলও নেই। পাশেই ছোট্ট একটি গর্তে ঘন ও ময়লা সামান¨ একটু পানি চোখে পড়ল। দু'হাত দিয়ে এক আঁজলা ঘোলা পানি এনে তার মুখে ঢেলে দিলাম। অমৃত মনে করে তিনি তা পান করলেন এবং তৃপ্তির হাসি হাসলেন। উঠতে গিয়ে ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে গেলেন তিনি এবং যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। মাথাটা টেনে নিলাম কোলে। বললেন, 'মুস্তাফা ভাই, বাঁচবো না। আমি মরে যাচ্ছি। স্বাধীন বাংলা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হলনা।' হাঁপাচ্ছেন উনি। চোখ বন্ধ করে রাখলেন কিছুক্ষণ। খুললেন আবার। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মৃদু এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'শিপু নামে আমার একটি ছেলে আছে। পারলে একটু দেইখেন।' আবার চোখ বুজে ফেলে-লন। আমি তার কপাল এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। হঠাৎ জোরে বলে উঠলেন 'লা ইলাহা ... 'তখনি একটা আর্টিলারি বিকট শব্দে নিকটে কোথাও বিস্ফোরিত হল। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে নিথর হয়ে গেল হাবিলদার বায়েজিদের শরীর। আমি বললাম— 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।' ...

এ লাশ নিয়ে এখন আমি কী করি? মনে পড়ে গেল এয়ার আহাম্মদের লাশের কথা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং বাধ্য হয়েই হাবিলদার বায়েজিদের মাথা অত্যন্ত তমিজের সাথে মাটিতে নামিয়ে রেখে ক্রলিং করে ফিরে এলাম পূর্বের অবস্থানে, এয়ার আহাম্মদের কাছে।

আমার সহযোদ্ধারা ইত্যবসরে খানিকটা বিশ্রাম পেল। ভালোই হল। এ পদ্ধতিতে, ঐ ভয়ানক পরিবেশে, বিপদ সংকুল কর্দমাক্ত পথে, ক্রলিং করে ঐ ভারি লাশ নিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ চলা যে কত সাহসের, কত কষ্টের এবং কত বড় মিশনের ব্যাপার, প্রিয় পাঠক, আপনার কথা বাদ দিন, আমি নিজেই আজ তা কল্পনাও করতে পারি না।

আবার শুরু হল আমাদের ক্লান্তিকর পথ চলা। আশে-পাশে শত্রুর গোলা এসে পড়ছে। মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার, লাখ লাখ বুলেট। এক সময় শত্রুর ব্রাশফায়ারের একঝাঁক গুলি আমার চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। বেঁচে গেলাম। আমাদের শরীর নিঃস্তেজ। শরীর আর চলে না। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বের হওয়ার সময় মনে হচ্ছে যেন নাকের চারপাশের দেয়াল ছুরির কাটার মত ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে থেমে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে আগাচ্ছি। কিন্তু সত্যিই আর পারি না। একপর্যায়ে বিরামহীন গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যে বিপজ্জনক পথে এবং প্যাঁক-কাদার মধ্যেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম, হয়তো-বা জ্ঞান হারালাম। পিঠে রয়েছে হাবিলদারের লাশ।

জানিনা কতোক্ষণ ছিলাম এভাবে। একসময় চেতনা ফিরে এলো। কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়েছিলাম তা আর কোনোদিন জানা যাবে না। শুরু হল আবার আমাদের সেই অস্বাভাবিক কাফেলার পথ চলা। এক সময় আমাদের প্রাণ প্রিয় সি. ও. মেজর জাফর ইমামের বাংকারের সামনে পৌছে গেলাম। জাফর ইমাম বিস্ময় এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'এ্যা গ্রেট জব ডান!' হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের পাশে কিছুক্ষণ অশ্রুসজল নয়নে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। এরপর স্থানীয় কিছু ভলান্টিয়ার ডেকে এনে লাশ ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে বিলোনিয়া-চোত্তাখোলা রাস্তা পর্যন্ত নেয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পাহাড়ী ঐ রাস্তাটি ছিলো ভয়ানক রকমের পিচ্ছিল, আঁকা-বাঁকা এবং উঁচু-নীচু। কোনো যানবাহনই নেই। একেবারেই ফাঁকা। লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যেতে হবে চোত্তাখোলা। এখান থেকে সেই গন্তব্য হবে অন্তত ১০ মাইল। কী করি?

হঠাৎ দেখি বিলোনিয়ার দিক থেকে একটা সামরিক জিপ এগিয়ে আসছে। সবাই মিলে হাত নেড়ে এবং চেঁচামেচি করে জিপটিকে থামানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যর্থ হলাম। একই গতিতে জিপটি চলে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। আমাদের গন্তব্য স্থলও দক্ষিণে চোত্তাখোলার দিকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর জিপটি কেন জানি হঠাৎ থেমে গেল এবং কী মনে করে জানিনা, ব্যাক গিয়ারে পিছনে ফেরত আসা শুরু করল, থামলো আমাদের সামনে এসে। জিপ থেকে লাফিয়ে নামল বি. এস. এফ. এর এক ক্যাপ্টেন। উপরে নিচে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে এবং সহযোদ্ধাদেরকে। আমাদের চোখ তখন টকটকে লাল এবং পুরো শরীর কাদায় প্যাঁকে একাকার। কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা। বললেন, 'আপলোক কৌন হ্যায়? কেয়া মাংতা?' আমি উর্দু-হিন্দি মোটামুটি বুঝি, কিন্তু বলতে পারিনা। হাবিলদার এয়ার আহাম্মদের লাশ দেখিয়ে ইংরেজীতে বললাম, 'আমার সহযোদ্ধা। বিলোনিয়া যুদ্ধের প্রথম শহীদ। তবে এক ক্যাপ্টেন সহ ৬ শত্রু সেনাকে খতম করে তবেই মৃত্যুবরণ করেছে। তার শেষ ইচ্ছা ছিল বাংলার মুক্ত মাটিতে কবর পাওয়ার। যুদ্ধের ময়দান থেকে তার লাশ আমরা তুলে নিয়ে এসেছি। এ লাশ নিয়ে আমরা চোত্তাখোলা যেতে চাই। সমাহিত করতে চাই বাংলার মুক্ত মাটিতে। জিপটি কী দেয়া সম্ভব?' কথাটা বলেই নিজেকে নিতান্তই বোকা এবং অবিবেচক মনে হল। যুদ্ধের সময় ইচ্ছা থাকলেও উনি এভাবে একটা সামরিক যান আমাকে ধার দিতে পারেন না। তার সেই স্বাধীনতাও হয়তো নেই। ক্যাপ্টেন ধর (তার নাম ধর বলেই মনে পড়ে) কিছুই বললেন না। তিনি তার সৈনিকদেরকে সাথে নিয়ে এয়ার আহাম্মদের লাশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে সামরিক কায়দায় এয়ার আহাম্মদকে স্যালুট করলেন। আমাকে বললেন— 'But do you have a free land to burry him?' আমি বললাম `Probably we don't. But please don't worry. If need be, we will fight to free a piece of land to burry him.' আমার আবেগ, অনুভূতি, মনোবল এবং শহীদ সহযোদ্ধার শেষ ইচ্ছা পূরণে সকলের দৃঢ় সংকল্পে ক্যাপ্টেন হতবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ দেখি, চোখ থেকে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে টপ টপ করে। ভাঙ্গা গলায় বললেন— 'You wanted to have the jeep?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম— Yes. দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন উনি— 'You get it!'

মিত্রবাহিনীর এ সৈনিকের অভাবনীয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় একেবারেই লা-জওয়াব এবং আপ্লুত হলাম আবেগে। ড্রাইভারকে ক্যাপ্টেন হিন্দিতে কিছু নির্দেশ দিলেন এবং চোত্তাখোলার নির্দিষ্ট একটি স্থানে গাড়ি নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। এরপর তিনি তার অধীনস্থ সৈনিকদেরকে নিয়ে সেই কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ ধরে দক্ষিণ দিকে চোত্তাখোলার পথে মার্চ করা শুরু করলেন। আর আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশ সহ সেই জিপ নিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধায় আজো স্মরণ করি মিত্র বাহিনীর উদারতা, সহৃদয়তা, সহমর্মিতা আর সেদিনের সেই বদান্যতার কথা।

চোত্তাখোলা একটা ছোট্ট সীমান্ত শহর। চিরকুমার জননেতা এবং ফেনীর এম. পি খাজা আহামদ এখানে একটি 'মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট এন্ড ট্রানজিট ক্যাম্প' স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের বেশ কয়েকটা শরণার্থী শিবিরও এখানে রয়েছে। চোত্তাখোলা থেকে মাইল খানেক পূর্বেই বাংলাদেশের সীমানা এবং আন্তর্জাতিক সীমানা হতে বালুয়া গ্রামের দূরত্ব এক মাইলের চাইতে সামান্য একটু বেশি। এই বালুয়া গ্রামেই এয়ার আহাম্মদের জন্ম এবং এ গ্রামেই আমরা তাকে সমাহিত করতে চাই।

লাশবাহী আমাদের জিপটি শেষ পর্যন্ত চোত্তাখোলায় এসে পৌঁছাল। এখানে অবস্থানরত উত্তর শ্রীপুর গ্রামের কাজী গোলাম মোহাম্মদ ও আজীজ আহমদ সেকু মিয়াসহ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের শত শত লোক জড়ো হল। বালুয়া গ্রামের আওয়ামী লীগের নিবেদিত কর্মী মোহাম্মদ আলী এয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাকেই বালুয়া গ্রামে পাঠালাম এয়ার আহাম্মদের বাবা-মা-চাচা-মামাদের খবর দেয়ার জন্য। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুস চৌধুরীর নেতৃত্বে লাশ নিয়ে আমরা সীমান্তের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। বালুয়া গ্রাম তখনো পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়নি বলে সেখানে কবর দেয়া কঠিন ও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে বিধায় সীমান্তের ৫০০ গজ ভেতরে বাংলাদেশের দক্ষিণ পৈথারা গ্রামে একটি উঁচু স্থানে তাকে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত হল। কিন্তু ধানের মাঠের শেষ প্রান্তে পাকিস্তানিদের বাংকার চোখে পড়ল। কবর দেয়ার সময় পাকিস্তানিদের দ্বারা যদি আমরা আক্রান্ত হই তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। সাকি ও সালেহ আহমদের প্লাটুনের কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা, স্থানীয় কিছু গেরিলা যোদ্ধা এবং আমার চারজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে ছোট্ট একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুললাম। অস্ত্রশস্ত্র সহ তাদেরকে এমনভাবে ডিফেন্সিভ পজিশনে ঢ়ষধপব করলাম যাতে শত্রু-সেনারা আক্রমণ করলেও যুদ্ধ করতে করতে এয়ার আহাম্মদকে আমরা সমাহিত করে ফেলতে পারি।

এর মধ্যেই এয়ার আহাম্মদের মা-বাবা-মামা সহ আত্মীয় স্বজন এসে গেল। সৃষ্টি হল এক বেদনা-বিধুর পরিবেশ। সে দৃশ্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শুরু হল কবর খোঁড়া। ইতিমধ্যে কোত্থেকে জানি সবুজের মধ্যে লাল গোলকের মধ্যখানে মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের আদি পতাকাটি নিয়ে আসলেন ইউনুস চৌধুরী। সেই পতাকা দিয়ে আমরা এয়ার আহাম্মদের লাশ মুড়ে দিলাম। স্থানীয় মসজিদের ইমাম জানাজা পড়ালেন। ইতিমধ্যে কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। এয়ার আহাম্মদের ছোট মামা রুহুল আমিন সহ মোট তিনজন কবরে নেমে এয়ার আহাম্মদের লাশ গ্রহণ করলেন এবং ধীরে ধীরে সে লাশ কবরের মাটিতে শুইয়ে দিলেন। তিনজনের মধ্যে দু'জন কবর ছেড়ে উঠে এলেও রুহুল আমিন মামা কবর ছেড়ে আসতে অস্বীকার করলেন। এয়ার আহাম্মদের লাশ জড়িয়ে ধরে কাত হয়ে উনি কবরে শুয়ে পড়লেন এবং তাকে সহ কবর দেয়ার কাজ শুরু করার জন্য আমাদেরকে বিনীত অনুরোধ করলেন। কবর থেকে উঠে আসার জন্য আমাদের সমস্ত যুক্তি এবং অনুরোধ ব্যর্থ হল। তাকে সহ দ্রুত কবর দিয়ে দেয়ার জন্য করুণ কান্না সহ উনি অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন। জানা গেল যে, এয়ার আহাম্মদ এবং তার ছোট মামা রুহুল আমিন প্রায় সমবয়সী, ছোটবেলাকার খেলার সাথী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনই অবিবাহিত। ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেলাম। এ ধরনের পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক। সময় বয়ে যাচ্ছে। যে কোনো সময় আমরা পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি। ইতোমধ্যেই ভিড়-ভাট্টা দেখে পাকিস্তানিরা দুটো ঝরহমষব ঝযড়ঃ ভরৎব করল। আমার সহযোদ্ধাদেরকে বাধ্য না হলে ভরৎব ড়ঢ়বহ করতে আগেই নিষেধ করেছিলাম। দাফন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে যুদ্ধবিগ্রহ বা কোনো ঝামেলাতে জড়াতে চাইনা আমি।

ছোট মামার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত আমাকে কঠোর হতেই হল। মোহাম্মদ আলী সহ তাগড়া ৪ জন যুবককে একটু দূরে ডেকে নিয়ে ব্রিফিং দিলাম। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা আচম্বিত কবরে নেমে মামা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যুৎগতিতে তাকে চ্যাং দোলা করে উঠিয়ে কবরের বাইরে ঠেলে দিলেন। সাথে সাথে ৭/৮ জন জোয়ান ছেলে তাকে টেনে এনে মাটিতে ঠেঁসে ধরে রাখল। আর এ ফাঁকে আমরা এয়ার আহাম্মদকে শেষ দেখা দেখে, চির বিদায় জানিয়ে কবর দেয়ার কাজ সমাধা করলাম।

দোয়া-দরুদ পড়ে, মুনাজাত করে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধারা মিলে সামরিক কায়দায় এয়ার আহাম্মদকে স্যালুট করে ফিরে এলাম আমরা বিলোনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। টাস্কফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমামের কাছে রিপোর্ট করে ছুটলাম আমি হাবিলদার বায়েজিদ যেখানে শহীদ হয়েছেন সেই অশ্বত্থ গাছের দিকে। গিয়ে দেখি জমাট বাধা থোক থোক রক্ত। কিন্তু হাবিলদার বায়েজিদ নেই। কোথায় গেল আমার নিজের হাতে রেখে যাওয়া এ বীর মুক্তিযোদ্ধার লাশ?

তিন.

# আমাদের ভাগ্যাহত সহযোদ্ধা
# শহীদ মোশাররফ হোসেন হারুন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মোশাররফ হোসেন হারুন। গ্রাম-ধলিয়া, ইউনিয়ন-দরবারপুর, থানা-ফুলগাজী, জিলা-ফেনী। চওড়া বুক, গোলগাল মুখ। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, উজ্জল চোখ। গায়ের রং কালো, কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। শক্তিশালী ও পেশীবহুল দেহ। স্বল্পভাষী, কিন্তু রসিক। চলা-ফেরায় এবং কাজে-কথায় ধীর ও স্থীর। অসীম মনোবল, প্রখর আত্মসম্মানবোধ। নিজের স্বক্ষমতার ব্যাপারে ভীষণ আস্থাশীল। বিড়ি-সিগারেট অপছন্দ। ভালো-ছাত্র, পড়া-শুনার ব্যাপারে সিরিয়াস। সকলের প্রিয়, যাকে বলে লক্ষী ছেলে। বাবার নাম এরশাদ উল্লাহ কেরানী। বৃটিশ আমলের ইংলিশ মিডিয়ামে এ্যন্ট্র্যান্স পাশ। এ্যন্ট্র্যান্স পাশ মানে এখনকার এস.এস.সি. বা 'ও' লেবেল পাশ। সেই ইংরেজ আমলে বাংগালী মুসলমানদের পক্ষে সরকারি অফিসে কেরানী বা পুলিশ বিভাগে দারোগার চাকুরি ছিল অনেক বড় একটি অর্জনের মতো ব্যাপার। তখনকার দিনে ওই গ্রামের একমাত্র শিক্ষিত, সজ্জন ও সরকারি চাকুরিজীবি হিসেবে তাই হারুনের বাবার সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম ছিলো বেশ।

একাত্তর সালে হারুন ফেনী কলেজের বি.এ. শেষ বর্ষের ছাত্র। ছাত্র লীগের নীরব সমর্থক, তবে স্বাধীকার আন্দোলনের সরব কর্মি। বঙ্গবন্ধুর ঘোর ভক্ত।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর প্রথম সুযোগেই আমি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত উদয়পুর শহরের কাছে অবস্থিত পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করি, মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবো-এই আশায়। এর কয়েকদিন পর, ট্রেনিং শুরু হবার প্রাক্কালে একদিন সকাল বেলা আমার প্রিয় বন্ধু শহীদ ও হারুন এসে হাজির ট্রেনিং সেন্টারের গেটে। তাদেরকে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহ-ারা। শহীদ ও হারুনদের বাড়ি পাশাপাশি, ধলীয়া গ্রামে। পাশের গ্রাম দরবারপুরে আমাদের বাড়ি। আমরা তিনজনই বাল্য বন্ধু। হাবিলদার বারী কর্তৃক শারিরিক সক্ষমতার ব্যাপারে ইতিবাচক রিপোর্ট পাওয়ার পর এবং ক্যাম্প কমাডেন্ট ক্যাপ্টেন সুজাত আলী এম.পি. সাহেবের অনুমোদনের পর তাদের দু'জনকেই 'হিরো' কোম্পানিতে অন্তর্ভূক্ত করা হলো। শহীদ পরে 'হিরো' কোম্পানির কমান্ডার হয়েছিলো। আমি ছিলাম 'ফাইটার' কোম্পানির কমান্ডার।

দেড় মাসের সামরিক প্রশিক্ষনের পর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করে গেরিলা যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেয়া হলো। তবে তার আগে প্রায় ১২০০ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য হতে বেছে বেছে চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে একটি নতুন কোম্পানি গঠন করা হয়। আমাকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলটির কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর সাত দিনের নিবিড় ও বিশেষ প্রশিক্ষনের পর ৩১শে জুলাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'Shaktiman' নামক ট্রাকে করে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনিয়া সীমান্তের নিকট রাজনগর নামক স্থানে। নির্দেশনা মোতাবেক আমি আমার সাথীদেরকে নিয়ে সেখানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নিকট রিপোর্ট করি। পরদিন তিনি বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধাদেরকে গেরিলা অপারেশনের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে বাকীদেরকে তার বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করেন। রাজনগর ক্যাম্পেই আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। দু'দিন পর ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের উপর এবং তার বাহিনীর ব্যাপারে একটি চমৎকার ব্রিফিং দিলেন। আমাদের মধ্য হতে হাদি ও নুরুল ইসলাম সহ অনেককেই বিভিন্ন কোম্পানিতে পোষ্টিং দিয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। বাকী এক সেকশন মুক্তিযোদ্ধাকে পাইওনিয়র প্লাটুনে অন্তর্ভূক্ত করে আমাকে তার কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হলো। পাইওনিয়র প্লাটুন হেড কোয়ার্টার কোম্পানির অংশ। পাইওনিয়র প্লাটুন সহ হেড কোয়ার্টার কোম্পানি সরাসরি ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নিয়ন্ত্রনে ছিলো। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের বাহিনী তখন মুহুরী নদীর উত্তর পাড়ে দক্ষিন দিকে মুখ করে এবং বাংকার খুঁড়ে ডিফেন্স লাইন গড়ে তুলেছে। মুহুরী নদীর অপর পাড়ে মজবুত প্রতিরক্ষা লাইনে উত্তর দিকে মুখ করে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখামুখি হয়ে যুদ্ধরত ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দূর্ধর্ষ ১৫ বালুচ রেজিমেন্ট এর দু'টি কোম্পানি।

যুদ্ধের সময় আর্টিলারি এবং মর্টারের গোলার বিস্ফোরণের প্রচন্ডতায় নতুন প্রশিক্ষিত এবং পেশাদার সৈনিকরাও অনেক সময় হতবিহ্বল হয়ে যায়, ভয় পেয়ে যায়, অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে কানের পর্দা ফাটার মতো আওয়াজে। এটাকে বলে ঝযবষষ ঝযড়পশ. এছাড়া মেশিন গান, লাইট মেশিন গান (এল.এম.জি.) সহ অন্যান্য ক্ষুদ্রাস্ত্রের গুলিতেও হতে পারে ঋরৎরহম অভভবপঃ.

এসব ব্যাপারে ধাতস্ত হওয়া এবং অভ্যস্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমার সেকশন সহ পাইওনিয়ার প্লাটুনকে অগ্রবর্তী ডিফেন্স লাইনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটিকে সামরিক ভাষায় বলে Battle Innoculation বা Acclimatization. শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থানে থেকে গোলাগুলির প্রচন্ড আওয়াজে আমরা দ্রুত অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। সেসব অভিজ্ঞতা ছিলো রোমাঞ্চে ভরা।

হারুনের কথায় ফিরে আসি। সে ছিল আমার সেকশনের একজন সক্রিয় বীর যোদ্ধা। তবে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। হারুন আমাদের মতো বেপরোয়া প্রকৃতির ছিলোনা । নিজেকে যথাসম্ভব নিরাপদে রেখে যুদ্ধ করা ছিলো তার টেকনিক। যুদ্ধ করে বেঁচে থেকে যুদ্ধ-জয়ের আকাঙ্খা ছিলো তার প্রবল। সে ছিলো সদা সতর্ক। প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিলো তার হিসাব নিকাশ। প্রতিটি অপারেশনে যাওয়ার সময়ই সে তার 'কক' করা অস্ত্র তাক করে রাখতো। যে কোন পরিস্থিতির জন্য সে প্রস্তুত থাকতো সব সময়। থাকতো সকলের পেছনে অথবা মাঝখানে। চলাচলের সময় সতর্ক পায়ে নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করতো এবং প্রায়শই সবাইকে এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বলতো। রসিকতা করে কেউ হাসাহাসি করলে বা বিরূপ মন্তব্য করলে সে খুব কষ্ট পেতো। শান্তভাবে বলতো— 'নিজে বেঁচে না থাকলে যুদ্ধ করবো কিভাবে? কিভাবেইবা শত্রুদেরকে খতম করবো? যুদ্ধতো খেলাধুলার বিষয় নয়। ভুল বা অসতর্কতার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাওয়ার মধ্যে স্বার্থকতা কম। শত্রুও নিধন করতে হবে, বেঁচেও থাকতে হবে। দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে এবং একই সাথে স্বাধীনতার আনন্দ ও সুফল ভোগ করার ইচ্ছাও থাকতে হবে। এই চিন্তার মধ্যে দোষ বা খারাপটা কোথায়?' বিরক্ত মুখে এসব বলতো হারুন।

৫ নভেম্বর জুনিয়র টাইগার তথা ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর ডেলটা কোম্পানি সহ ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর পুরা বাহিনী রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানিদের বাংকারগুলোর মাঝখানের ফাঁকা স্থান দিয়ে শত্রু এলাকায় ঢুকে পড়ে। প্রচন্ড ঝুঁকিপূর্ন এই অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন ১০ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর প্রতিষ্ঠাতা কম্যান্ডিং অফিসার (সি.ও.) ও টাস্ক ফোর্স কমান্ডার মেজর জাফর ইমাম। এটি ছিলো প্রসিদ্ধ 'বিলোনিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ' তথা Second Battle of Belonia Bulge. ভারি বৃষ্টিপাত এবং দুর্যোগপূর্ন আবহ-াওয়া সহ ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আমরা, পাইওনিয়র প্লাটুনের জনবাজ যোদ্ধারা, আমাদের দ্বিমুখী প্রতিরক্ষা অবস্থানের সম্মুখ অংশে শত শত এন্টি পার্সোনাল ও এন্টি ট্যাংক মাইন বসিয়েছিলাম কঠোর পরিশ্রম ও অন্তহীন ধৈর্যের সাথে। পাঁচ দিন ব্যাপি মরনপণ লড়াইয়ের পর শত্রু পক্ষ ধরাশায়ী হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত ও দৃঢ়চিত্তের ভয়াবহ আক্রমনে শত্রু-সেনাদের অনেকেই নিহত হলো, অনেকেই মারাত্বকভাবে আহত হলো, একটি অংশ ফেনীর দিকে পালিয়ে বাঁচলো এবং একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে বাদবাকি ৭২ জন পাকিস্তানি সৈন্য অস্ত্র সমর্পন করে এবং দু'হাত মাথার উপরে তুলে নতমস্তকে আমাদের নিকট আত্বসমর্পন করলো। ১০ নভেম্বর সকাল বেলা পরশুরাম ও বিলোনিয়ায় অবস্থিত শত্রুদের দূর্ভেদ্য ঘাটিগুলো এবং পুরা এলাকা আমাদের দখলে এলো। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের সি.ও. মেজর জাফর ইমাম বিলোনিয়া সীমান্তের 'বি.ও.পি' তে ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করলেন সবুজের মাঝে লাল গোলকের মধ্যে হলুদ মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের তখনকার জাতীয় পতাকা। মুক্তিযোদ্ধারা জাতীয় সঙ্গীত গাইলো সমবেত কণ্ঠে। এটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সবচেয়ে বড় বিজয়।

ভয়াবহ যুদ্ধে অবিস্মরনীয় বিজয়ের পর এবার পলায়নপর পাকিস্তানি বাহিনীকে ধাওয়া করে, খতম করে অথবা পাকড়াও করে আমাদের ফেনী দখল করা প্রয়োজন। কিন্তু ফেনীর দিকে অগ্রসর হতেই আমাদের পাতা মাইনের বিস্ফোরণে আমাদেরই কয়েকজন সহযোদ্ধা আহত হলো। অভিযান তাই সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হলো। মেজর জাফর ইমামের নির্দেশে আমরা, পাইওনিয়র প্লাটুনের যোদ্ধারা, ১২ ঘন্টার মধ্যেই সেসব মাইন অপসারন করে ফেললাম। অতপর ১০ বেঙ্গলের সৈনিকগণ নিরাপদে এবং স্বাচ্ছন্দেই চিথলিয়া-ফুলগাজী হয়ে ফেনীর দিকে চিরুনী অভিযানের ষ্টাইলে অগ্রসর হতে থাকলো। কিন্তু ফেনী-বিলোনিয়া ট্রাংক রোড ও রেল লাইনের উপর এবং তার দু'পাশে তখনো কিছু মাইন অবশিষ্ট ছিলো বিধায় সি.ও.'র নির্দেশে আমি, শহীদ, মোশাররফ (হারুন), সফিক ও খোকন সেসব মাইন তোলা শুরু করলাম। সবাইকে তাড়া দিলাম দ্রুত কাজ শেষ করতে, যাতে সহসাই আমরা আমাদের অগ্রসরমান মূল বাহিনীর সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারি।

ফেনী-বিলোনিয়া রোডসহ 'নো ম্যান'স ল্যান্ড' এর মাইনগুলোর অপসারণ প্রায় শেষ। রেল লাইনের উপর আর মাত্র কয়েকটি মাইন তোলা বাকি। এক ধরনের রিলাক্সড্ ফিল করলাম। আমি ও শহীদ রেল লাইনের উপর বসলাম একটু বিশ্রাম নেবো বলে। ফস করে শহীদ একটি 'চারমিনার' সিগ্রেট ধরালো। হারুন একা নীরবে শেষ কয়েকটি মাইন উঠাচ্ছে অতি সতর্কতার সাথে। মাইন উঠানো যখন প্রায় শেষ তখন "সহসাই পুরা এলাকা মুক্ত হয়ে যাবে, দেখা হবে মা'র সাথে" এ কথাগুলো বলতে বলতে আমাদের অতি সতর্ক সহযোদ্ধা বন্ধু হারুন আবেগতাড়িত হয়ে অসতর্ক হয়ে গেলো। ফলে 'ক্যামোফ্লেজ' করা একটা এন্টি পার্সোনাল মাইনের উপর তার পা পড়ে যায়। রেল লাইনের মাঝখানে পাতা মাইনটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়, হারুনের ডান পাঁ টি হাঁটুর নীচ পর্যন্ত উড়ে যায়,

কাত হয়ে 'আল্লারে' বলে পড়ে যায় সে। রেল লাইনের উড়ন্ত পাথরের টুকরার আঘাতে শহীদ এবং আমি আহত হই, রক্তাক্ত হই। ধোঁয়া সরে গেলে দেখি খানিক আগে তোলা একটা মাইন হারুনের বাঁ হাতে তখনো ধরা। দ্বিতীয় মাইনটির বিস্ফোরনে তার ডান পাঁ টা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। হাঁটুর নিচে পুড়ে যাওয়া কিছু চামড়া ঝুলে আছে এবং কিছু হাঁড় চোখা অবস্থায় বেরিয়ে আছে। ডান হাতের উপর ভর করে সে কাত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার ডান কনুইয়ের কয়েক ইঞ্চি দূরেই তৃতীয় মাইনটির একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সর্বনাশ! লাফিয়ে উঠে অতি দ্রুত মাইনটি উঠিয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেললাম আমি। শহীদ গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। হারুন বললো, "আমার পাঁয়ে এতো ব্যথা কেন? পাঁয়ের কি খুব ক্ষতি হয়েছে?" শহীদ বললো, "তেমন কিছুই হয়নি। তোর পাঁয়ের নখটা উল্টে গেছে। চিন্তা করিসনা"। বুক চেরা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হলো আমার। এ ধরনের ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্য আমরা সব সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বিজয়ের প্রান্তে এসে এটা কি হলো!

শহীদ তার গায়ের ঘামে ভেজা জামাটি খুলে হারুনের পাঁয়ের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মাংসগুলোকে বাঁধলো। অসহায়ের মতো দু'জন দু'জনের দিকে করুণভাবে তাকালাম। কি করি? ইতিমধ্যে আমাদের সহযোদ্ধা সফিক ও খোকন রেল লাইনের পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে চলে যাওয়া ফেনী-বিলোনিয়া ট্রাংক রোডের 'নো ম্যান'স ল্যান্ড' থেকে দৌড়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। হাহাকার করে উঠলো সফিক। হু হু করে কেঁদে উঠলো খোকন।

## সে.লে. ডাঃ সি.পি. রায়ের খোঁজে

খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে, ভারত সীমান্তের সন্নিকটে, যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছু দূরে, ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি অস্থায়ী ফিল্ড হসপিটাল স্থাপন করেছে। সকলে মিলে হারুনকে ধরাধরি করে সেই হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। হাসপাতাল মানে দু'তিনটি তাবু। তাবুর ভেতরটা মাটি খুঁড়ে বুক পরিমান নীচু করা। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসা, ব্যান্ডেজ এবং প্রয়োজনে ছোট খাটো অপারেশন করা হয়। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেলো। কারণ চিথলিয়া ষ্টেশনের কাছে ভূলবশত 'ফ্রেন্ডলি ফায়ারে' মিত্র বাহিনীর মৃত এবং মারাত্নক-ভাবে আহত বেশ কয়েকজন সৈনিককে ঠিক তখনি সেখানে আনা হলো। ডাক্তার, সিষ্টার ও 'ব্রাদার'গণ মহাব্যস্ত তাদের চিকিৎসার জন্য। মোশাররফ পড়ে আছে মাটিতে। সে.লে. ডাঃ সি.পি. রায় নামক একজন ডাক্তারকে করুনভাবে অনুরোধ করলাম হারুনের দিকে একটু নজর দিতে। কিন্তু মাথায় মারাত্নকভাবে জখম হওয়া মিত্র বাহিনীর এক সৈনিককে নিয়ে উনি ব্যস্ত। একটু দূরে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদছে শহীদ। আমার মনে হলো, হারুন নির্জিব হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারের সাথে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললাম। স্টেনগান 'কক' করে ডাক্তারের বুকের দিকে তাক করে এগিয়ে গেলাম আমি কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ভয় পেয়ে গেলো ডাক্তার। 'জয় বাংলা' বলে দু'হাত মাথার উপরে তুলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো ডাক্তার আমার দিকে। ষ্টেনগান নামিয়ে ইঙ্গিত করলাম হারুনের দিকে। দৌড়ে গিয়ে দু'জন সিষ্টারের সহযোগিতায় হারুনকে ষ্ট্রেচারে উঠিয়ে মুহুর্তের মধ্যেই হারুনসহ তিনি ঢুকে গেলেন তাবুর মধ্যে। মিনিট চল্লিশেক পর ডাক্তার বেরিয়ে এলো। বন্ধুর মতো হাসি দিয়ে আমার সাথে হ্যান্ডসেক করলো। আমি 'সরি' বললাম। "সহযোদ্ধার প্রতি তোমার মমতা ও কর্তব্যের ব্যাপারটাকে আমি সম্মানের চোখে দেখছি। এ ঘটনায় আমি একদম বুঝে গেছি, দেশ তোমাদের স্বাধীন হবেই। ভুল বুঝনা। আমি একটুও মাইন্ড করিনি"-বললো সে হিন্দিতে। আমি আমার আচরণের জন্য খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলাম। আবার বললাম, 'ভেরী সরি'। ডাক্তার মৃদু হেসে জানালো যে, হারুনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং সহসাই উন্নত চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি কোন এক হাসপাতালে পাঠানো হবে। অগত্যা বেদনাহত মন নিয়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে ফিরে গেলাম আমরা এবং ফেনীর কাছে পাঠানগড়ে গিয়ে আমাদের মূল বাহিনীর সাথে মিলিত হলাম। তুমুল যুদ্ধের পর ৬ ডিসেম্বর ফেনী মুক্ত হলো। আত্নসমর্পন, আহত ও নিহতদের পর যারা বেঁচে ছিল ১৫ বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্য সহ হতোদ্যম সেইসব পাকিস্তানি সেনারা ফেনী থেকে পালিয়ে লাকসাম হয়ে কুমিল্লা সেনানিবাসের দিকে চলে গেলো, ২৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সৈন্যরা উর্দ্ধশ্বাসে পালালো কুমিরা হয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের দিকে। পালানোর সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের ফেলে রেখে যায়।

এলাকার বেশির ভাগ সশস্ত্র রাজাকার ফেনীর দক্ষিণে এক বড় দিঘীর পাড়ের আড়ালে একত্রিত হয়েছে। খবর পেয়ে মেজর জাফর ইমাম আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন পাইওনিয়র প্লাটুনের আমার সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে সেখানে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করি। বললেন, "প্রতিরোধ করলে খতম করে দেবে। তবে আত্নসমর্পন করলে জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসবে অক্ষত অবস্থায়।" "ইয়েস স্যার" বলে ছুটলাম আমি 'টার্গেট এলাকায়'। এটা আমাদের জন্য পান্তাভাত-ভাবলাম আমি। তবে মনটা কেবলই কাঁদছে। সতর্ক থাকার ব্যাপারে বলার জন্য আজ আমার পাশে হারুন নেই! জানিনা সে কোথায় আছে, কেমন আছে– ইতিমধ্যে আমরা পৌছে গেলাম রাজাকারদের অবস্থানের কাছে। হালকা গুলি বিনিময়ের পর ২৯ জন রাজাকার আত্নসমর্পন করলো। ৪ জন আমাদের গুলি এবং হ্যান্ড গ্র্যানেডের স্পিন্টারে আহত হলো। একজন এলাকার বিক্ষুব্ধ জনতার বেদম প্রহারে দু'টি দাঁত হারালো। বিকালের দিকে ফেনী পাইলট হাই স্কুলের মাঠে সি.ও. মেজর জাফর ইমামের সামনে আনলে তিনি তাদেরকে ফেনী থানার ও.সি'র হাতে সোফর্দ করলেন।

হারুনের চিন্তায় আমরা অস্থির। রানীর হাটে 'ফেনী পলিটেকনিক্যাল কলেজে' স্থাপিত আমাদের ব্যাটালিয়নের অস্থায়ী হেড কোয়ার্টারে কোন রকমে রাত কাটালাম। সকালে উঠেই ছুটলাম আমরা চিথলিয়ার কাছে, সীমান্তের সন্নিকটে স্থাপিত মিত্র বাহিনীর সেই অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প এর দিকে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, ৪/৫ টি বড় বড় গর্ত ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্পটি ক্লোজ করে চলে গেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোর এর লোকজন। ভারত থেকে শরণার্থীরা ফিরতে শুরু করেছে। কিন্তু কারো কাছ থেকেই কোন তথ্য পাওয়া গেলোনা। ভাঙ্গা মন নিয়ে আবার ফিরে গেলাম আমরা আমাদের ব্যাটালিয়নে। অতঃপর ৯ই ডিসেম্বর নোয়াখালী দখলের পর চট্টগ্রাম অভিমুখে অভিযান। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের পতনের পর আমরা সি.ও.'র কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যার যার বাড়িতে গেলাম প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হতে।

বিজয়ের আনন্দে এবং বিজয়ী বেশে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তনে প্রতিটি গ্রামে, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে তখন আনন্দের বন্যা। কিন্তু হারুনদের বাড়িতে কবরের মতো নিস্তব্দতা। সবাই ফিরেছে কিন্তু হারুন ফিরেনি। 'হারুন সামান্য আহত হয়েছে, সহসাই ফিরে আসবে সে'-আমাদের এসব কথায় হারুনের মা ও বাবা আস্বস্ত হতে চায় না। মা বিলাপ করে কেবলই কাঁদে। বাবা দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ফেল ফেল করে।

একদিন শহীদ বাড়ি থেকে বের হয়ে ভারতের বিলোনিয়া হাসপাতাল হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বিশ্রামগঞ্জে স্থাপিত 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অস্থায়ী হাসপাতালটি ছেড়ে সবাই বাংলাদেশে ফিরে গেছে। স্থানীয় জনগন নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য দিতে পারে না। হারুনকে যে এই হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তারও কোন প্রমান্য তথ্য নেই। 'হারুন কোথায়?'-এই করুন উত্তর আর মেলে না! হারুনের ব্যাপারে তথ্য দিতে পারে একমাত্র সে.লে. ডাক্তার সি.পি. রায়। সি.পি. রায়কে কিভাবে পাওয়া সম্ভব? জানিনা!

কিন্তু স্বাধীনতার ২৭ বছর পর হঠাৎ কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। খবর পেলাম, লে. কর্নেল সি.পি. রায় নামে ইন্ডিয়ান আর্মির এক রিটায়ার্ড ডাক্তার দিল্লির এসকর্ট হসপিটালে কর্মরত আছে। ইনিই সেই সি.পি. রায় কিনা তা বলা মুশকিল। তবুও আশায় বুক বেঁধে ৮ জুলাই ১৯৯৮ সালে কোলকাতা হয়ে দিল্লি চলে গেলাম। সাথে রুনু, আমার জীবন-সাথী। ছটফট করে কোনমতে হোটেলে রাতটা কাটালাম। সকালে নাস্তা খেয়েই ছুটে গেলাম এসকর্ট হসপিটালে লে. কর্নেল ডাঃ সি.পি.রায়ের চেম্বারের সামনে। রোগীদের ভীড়। অ্যাপয়েন্ট ছাড়া দেখা করা সম্ভব নয়। অগত্যা রোগী হিসেবে নাম লিখালাম এবং দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর চেম্বারে ঢুকার সুযোগ পেলাম। দেখেই চিনে ফেললাম। পেয়ে গেছি! পরিচয় দিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলার পর ডাক্তার প্রথমে যেন কিছুই বুঝলেননা। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে। আনমনা। অনেক্ষন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঘুরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে, দু'জনই অশ্রুসজল। বললেন-তুমি আগের মতোই আছো, তবে বেশ কিছু চুল পেঁকে গেছে। আমি বললাম-তুমি হ্যাংলা-পাতলা ছিলে। একটুখানি মুটিয়ে গেছো। হাসলো। বললো-হ্যাঁ। এদিকে আমার মনতো অস্থীর। প্রাথমিক কথাবার্তার পর আমি আবার যখন হারুনের কথা উঠাবো বলে ভাবছি, তখন ডাঃ রায় নিজেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন-"তোমার সেই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু কেমন আছে, যার জন্য তুমি আমাকে প্রায় গুলি-ই করে দিচ্ছিলে?" আমি যখন বললাম যে, স্বাধীনতার ২৭ বছর পরও তার সন্ধান পাইনি এবং তার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্যই আমার দিল্লীতে আসা-তখন ডাঃ রায় খুবই বিচলিত ও ব্যথিত হলেন। বললেন যে, 'প্রাথমিক চিকিৎসার পর সেই রাতে তোমার বন্ধুকে আমরা মেডিক্যাল ক্যাম্পেই রেখেছিলাম। পরদিন দুপুরের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা নির্মিত বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পরবর্তী চিকিৎসার জন্য। তারপরতো আমি আর কিছু জানিনা!' যাক, অন্তত এটুকু নিশ্চিত হওয়া গেলো যে, হারুনকে চিকিৎসার জন্য বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালেই পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু চিকিৎসার পর কেন সে ফিরে এলোনা? কোথায় গেলো হারুন??

ডাঃ সি.পি. রায়ও খুবই বিমর্ষ ও ব্যথিত হলেন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে আশা প্রকাশ করলেন যাতে আমি আমার সহযোদ্ধা বন্ধুর হদিস পাই। দুপুরে লাঞ্চ দিয়ে তিনি আমাদের দু'জনকে আপ্যায়িত করলেন। পরদিন বিনা পয়সায় আমার ফুল চেক-আপ করিয়ে ছাড়লেন। বললেন—"তুমি সুস্থ্য। তবে তুমি বড় বেশি আবেগপ্রবণ। অল্প প্রাপ্তিতেই বেশি খুশী হয়ে যাও। আবার অল্প দুঃখেই বেশি কাতর হয়ে যাও। সম্ভবতঃ এই কারনে তুমি ব্লাড প্রেশারে আক্রান্ত হয়েছো। আজ থেকেই প্রতিদিন সকালে ব্রেকফাষ্টের আগে একটা করে Amlodipine 5 mg ট্যাবলেট খেতে হবে। সুস্থ্য থাকতে হলে তোমাকে নিয়ম করে হাটাহাটিও করতে হবে, 'রেড মীট' কম খেতে হবে এবং সব ধরনের আনন্দ ও বেদনার ঘটনাগুলোকে স্বাভাবিকভাবে আত্মস্থ করতে হবে।" চিকিৎসার জন্য 'ফি' দিতে চাইলে উনি সাফ না করে দিলেন। ... ফিরে এলাম ঢাকায়। খুঁজে বের করতে হবে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের কোন ডাক্তার বা নার্সকে।

## হৃদি হক, মিনু বিল্লাহ, পদ্মা ...

২০১৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে হৃদি হকের একটি টেলিফোন কল পেলাম। হৃদি হক লাকী ইনাম ও ডঃ ইনামুল হকের জৈষ্ঠ কন্যা। 'নাগরিক নাট্য সংস্থা'র সদস্য। মঞ্চ নাটক, টিভি নাটক, টিভি সিরিয়াল, নাট্যকার এবং নাটক পরিচালনায় ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। বললেন-"নানাভাই, মুক্তিযুদ্ধের উপর 'একাত্তরের সেইসব দিনগুলো' নামে ভিন্নধর্মী একটি টি.ভি সিরিয়ালের পরিকল্পনা করেছি। প্রত্যেকটা উঢ়রংড়ফব এ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একেকজন মুক্তিযোদ্ধার স্বাক্ষাতকার নেয়া হবে। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি এবং স্মৃতিচারণের ফলে সিরিয়ালের প্রতিটি পর্ব মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম ছোঁয়ায় বিমুর্ত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে 'মা' থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায় নেয়ার উপর দৃশ্যটির শেষ পর্যায়ে ভিত্তি করে একটি পর্ব রয়েছে। সে পর্বের শেষ প্রান্তে এসে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার 'মা'র কাছ থেকে বিদায় নেয়ার উপর আপনাকে একটু স্মৃতিচারণ করতে হবে। ... 'না' বলা যাবেনা কিন্তু!" আমি তৎক্ষনাত 'হ্যাঁ' বলে দিলাম। তার অনুরোধে অসাধারণ মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া এবং আমি নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে পৌছে গেলাম পুরানা ঢাকার টিকাটুলির বিখ্যাত রোজ গার্ডেনে। ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এই ইমারতের সুবিস্তৃত সবুজ চত্তরে শ্যুটিং এর জন্য চমৎকারভাবে সেট নির্মান করা রয়েছে। মেজর কামরুলের স্বাক্ষাতকার রেকর্ড করা হলো। পড়ন্ত বিকেল। এবার আমার পালা। হৃদির সুনিপুণ পরিচালনায় লাইট, ক্যামেরা, সাউন্ডসহ কলা-কুশলিরা রেডী। 'এ্যাকশন' বলার সাথে সাথেই স্বাক্ষাতকার শুরু। স্বাক্ষাতকার নিচ্ছে শিমুল বিল্লাহ। আমার সমবয়সী। "ঝড় এলো-এলো ঝড়, আম পড়-আম পড়, কাঁচা আম-পাঁকা আম, টক টক মিষ্টি, এই যাহ- এলো বুঝি বৃষ্টি!" গানটি রেডিও পাকিস্তানে গেয়ে সেই ১৯৬৭ সাল থেকেই জনপ্রিয় শিমুল বিল্লাহ। শিমুল প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, একাত্তরের বিখ্যাত গেরিলা যোদ্ধা, ঢাকা উত্তর জোনের গেরিলা কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর স্ত্রী। স্বাক্ষাতকারের এক পর্যায়ে আমি হারুনের আহত ও নিখোঁজ হওয়া এবং তার বাবা-মা'র আহাজারির কথা বলেছিলাম আক্ষেপ করে। সেদিন সেখানে শিমুল বিল্লাহর বোন মিনু বিল্লাহও উপস্থিত ছিলেন।

রেকর্ডিং এর পর চা পানের সময় মিনু বিল্লাহ হারুন সম্মন্ধে আমাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং বললেন যে হারুন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। তার পাঁয়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিলো। সিষ্টার পদ্মা পরম ধৈর্যের সাথে শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত হারুনকে সেবা প্রদান করেছিলো। কোথায় পদ্মা? পদ্মার ঠিকানা বা ফোন নাম্বার মিনু বিল্লাহ দিতে পারলোনা। কিন্তু যে তথ্য তার কাছ থেকে পেলাম তাই আমার কাছে যথেষ্ট। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিনু বিল্লাহ সহ শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পারিবারের অনেক মেয়েই প্রশিক্ষিত নার্স না হয়েও মন-প্রান ঢেলে, দিন-রাত এক করে, একাত্তরে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে আহত ও অসুস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বেচ্ছায় নার্সিং সেবা প্রদান করেছিলো।

ফিরে এলাম রোজ গার্ডেন থেকে। মেজর কামরুল সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ষ্টাডিজ এর চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া তার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় তুচ্ছ। মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত তথ্য ভান্ডার তিনি। মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষক, লেখক ও প্রকাশক। এ পর্যন্ত তার লেখা ও সম্পাদনায় মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক ৩৭টি বই প্রকাশিত হয়েছে। হারুনের ব্যাপারে আমার উৎকণ্ঠা ও কষ্টের বিষয়টি মেজর কামরুল জানতেন। তিনি তাই আমাকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের ডাক্তার মেজর আখতার আহমেদ বীর প্রতীক এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডঃ আখতার পদ্মার ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের আরেক ডাক্তার নাজিম উদ্দিন আহমেদ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। ডাঃ নাজিম থাকেন টঙ্গীতে। তার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে পদ্মার মোবাইল নাম্বার দিলেন। পদ্মা থাকে সাভারে। শেষ পর্যন্ত ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে দেখা হলো কুমিল্লার মেয়ে পদ্মার সাথে। উপস্থিত ছিলো ডাঃ নাজিম, তার স্ত্রী বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের 'স্বেচ্ছা-সেবিকা' নিলীমা ও পদ্মার ব্যাংকার স্বামী বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের 'স্বেচ্ছাসেবক' সাদেকুর রহমান।

## বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে মোশাররফ

এ সুযোগে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের ব্যাপারে একটু বলা যাক। ২ নং সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফ ছিলেন একজন নিরেট দেশ প্রেমিক ও অসাধারন প্রকৃতির মেধাবী অফিসার। তিনি নিজ উদ্যোগে ২ নং সেক্টরে শুধু আহত ও অসুস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। হাসপাতালটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের মতিনগরে, ২ নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারের সন্নিকটে কয়েকটি তাবুতে। কিছুদিন পরে নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালটি স্থানান্তর করে সীমান্ত থেকে আরে-

কটু ভেতরে বিশ্রামগঞ্জ নামক স্থানে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর তা স্থাপন করা হয়। হাসপাতালের জন্য স্থানটি স্বেচ্ছায় দান করলেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী শ্রী হাবুল ব্যানার্জি। টিলাটির চারদিকে ছিল কলা, পেয়ারা, কাঁঠাল ও আনারসের বিশাল বাগান। বাগানের ফল-মূল খাওয়ার অধিকারও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিনি দিলেন। প্রথম থেকেই হাসপাতালটির সাথে যুক্ত ছিলেন ক্যাপ্টেন (ডাঃ) আখতার আহমেদ বীর প্রতিক ও ডাঃ নাজিমউদ্দিন আহমেদ। পরে তাদের সাথে এসে যোগদেন ক্যাপ্টেন (ডাঃ) সেতারা বেগম। ডাঃ সেতারা বেগমের উপর হাসপাতালটির অধিনায়কত্ব বর্তায়। মেডিকেল ছাত্রী ডালিয়া, আসমা, রেশমা, সবিতা, শামসুদ্দিন সহ আরো বেশ কয়েকজন এ হাসপাতালে সেবা প্রদান করেছে প্রথম থেকে। বেগম সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে টুলু ও লুলু সহ মিনু বিল্লাহ, পদ্মা, নিলীমা, মধুমিতা, আলো, বাসনা, কল্পনা সহ বেশ কয়েকজন মেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতে করতে নিঃস্বার্থ ভাবে মহান সেবিকা বনে গেলো। কিছুদিনের মধ্যে লন্ডনে এফআরসিএস ডিগ্রীর পড়া ছেড়ে দিয়ে এবং বিলাতের আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়ে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে এসে যোগ দেন যথাক্রমে ডাঃ আবদুল মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় এঁদের অমূল্য অবদান চিরস্মরনীয়। ডাক্তার সহ ছেলেরা নিজ হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে নিজেরাই তারা ঘরের ভিটা উঁচু করলো। গভীর জঙ্গলে গিয়ে তারা সকলে বাঁশ, বেত ও ছন কেটে এনে হাসপাতালের জন্য বাঁশের ঘর তৈরি করলো স্বহস্তে। নার্সিং ছাড়াও মেয়েরা প্রতিদিন সকালে ঝাড়ু দিয়ে পূরা এলাকা পরিষ্কার করতো স্বহস্তে। আহত ও অসুস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাপড়-চোপড় ও বিছানা চাদর কাঁচা, পাক-সাক করা এবং হাড়ি-কুঁড়ি পরিষ্কার করা-এ সবই তারা করতো নিজ হাতে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য সেক্টর কমান্ডার কর্নেল খালেদ মোশাররফ নিজ তহবিল থেকে যথাসাধ্য অর্থ বরাদ্দ দেন। এ ছাড়াও প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী থেকেও তিনি ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ নেন। ডাঃ মবিন ও ডাঃ জাফরুল্লাহ যুক্তরাজ্যের বাংগালীদের সহযোগিতায় অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম ছাড়াও হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সংগ্রহ করেন। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্রামগঞ্জে ৪০০ বেডের হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয়, চিকিৎসা প্রদান করা হয় হাজার হাজার যুদ্ধাহত ও অসুস্থ্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ এবং প্রধান সেনাপতি এম.এ.জি. ওসমানী হাসপাতালটি দেখতে আসেন এবং এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মুল কথায় ফিরে আসি। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নগর হাসপাতালে বসে স্মৃতিচারণ শুরু হলো। ডাঃ নাজিম ও সাদেক ভাইয়ের মতে নভেম্বরের তেরো বা চৌদ্দ তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের এ্যাম্বুলেন্স হারুনকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। কিন্তু যথাসম্ভব চিকিৎসা প্রদান করা সত্বেও হারুনের পাঁ গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হয়, ধীরে ধীরে পাঁয়ে পঁচন ধরে এবং এক পর্যায়ে তাতে এক ধরনের পোকা জন্মে। পোকার গায়ের রং ছিলো সাদা এবং সাইজ ও সেইফ ছিলো অনেকটা মুড়ির মতো। তবে নরম। পোকার মাথায় দু'টো চোখ, কালো বিন্দুর মতো। ডাক্তারী শাস্ত্রে এ পোকার নাম গধমমড়ঃ. হারুনের গলায় টনসিলও হয়েছিলো। প্রতিদিন টনসিল ও পাঁয়ের পঁচনের অবনতি হচ্ছিল। বলতে বলতে পদ্মার কন্ঠ রোধ হয়ে আসে। টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রু। ডাক্তার নাজিমের মতে ইনফেকশানের কারণে হারুনের ঝবঢ়ঃরপরসরধ হয়েছিলো। এতে রক্তে এক প্রকার প্রায় অনিরাপদযোগ্য ইনফেকশন হয়। পাঁয়ের পঁচা স্থান থেকে বের হতো উৎকট দুর্গন্ধ। ব্যথায় বিকট ও যন্ত্রনাকাতর আওয়াজ করে অসহায়ভাবে কাঁদতো হারুন। দুর্গন্ধে ও চিৎকারে চিকিৎসাধীন আহত ও অসুস্থ্য অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও মানসিকভাবে বিষাদগ্রস্থ হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত হারুনকে তাই হাসপাতালের শেষ প্রান্তে নিভৃত কোনে একটি আলাদা রুমে সরিয়ে দেয়া হলো। হারুন যেন পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ। ধীরে ধীরে হারুন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিলো। প্রকট দুর্গন্ধের কারণে ডাক্তার, নার্স কেউ তার ধারে-কাছে যেতে চাইতোনা। (অথচ আমাদের মধ্যে হারুন ছিলো সবচেয়ে ধার্মিক। এমনকি যুদ্ধের সময়ও সুযোগ পেলেই হারুন নামাজ আদায় করতো এবং সে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো।) হারুনের সুস্থ্য হয়ে উঠার এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে উঠলো। একা, নিঃসঙ্গ, কষ্টকর ও বেদনাময় সে মুহুর্তগুলোতে স্নেহময়ী বোন ও মমতাময়ী মা'য়ের ভূমিকা নিয়ে পরম ধৈর্য্য ও যত্নে হারুনের সেবা-সুশ্রুষা করতো পদ্মা। গা মুছে দিতো। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতো, কপালে আলতো করে রাখতো হাত। স্বহস্তে পঁচে যাওয়া ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতো। ইথার, স্পিরিট এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড নামক তরল দ্রব্য দিয়ে তুলার সাহায্যে ক্ষতস্থান পরিস্কার করার সময় ঔষধের ঝাঁজের কারণে পোকাগুলো মাথা বের করতো। আর সেই সুযোগে পদ্মা Forcep অর্থাৎ চিমটা দিয়ে যত¸লো সম্ভব পোকা টেনে টেনে বের করতো দ্রুত। অসহনীয় যন্ত্রনায় কঁকিয়ে উঠতো হারুন। 'মা মা' বলে ডাকতো। মাঝে মধ্যে¨ †চাখ বন্ধ করে দুর্বল কণ্ঠে 'মুস্তাফা, শহীদ, সফিক' বলে করুণভাবে ডাকাডাকি করতো। এবং এভাবেই অবর্ননীয় দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রনা সইতে সইতে একদিন এক বিষন্ন সন্ধ্যায় পরিবার-পরিজনহীন ও নিঃসঙ্গ হারুন অভিমান ভরা মন নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলো না ফেরার দেশে!*

# খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী এবং আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ইতিহাস

**মাষ্টার কাজী ইকরাম উল্যা (সাবলু)**
প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য

ফেনী জেলার উত্তরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর শতবর্ষ উৎসব উদযাপন উপলক্ষে চর্তুদিকে সাজসাজরব। স্কুলের প্রাক্তন শত হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আনন্দ উল্লাসের কমতি নাই। ইতিমধ্যে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য উদোক্তারা বিভিন্ন কমিটি উপ-কমিটিসহ প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ শত ব্যস্ততার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুন্সীরহাটের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানসহ কমিটি গঠনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি এগিয়ে নিতে অবিরাম কাজ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও মুন্সীরহাটে কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অত্র প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়া হাজার হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ বের করে তাদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার মত দূরসাধ্য কাজটিও করা হয়েছে। সবার লক্ষ্য কোনভাবে যেন নিবন্ধন থেকে বাদ না পড়ে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির একজন ছাত্র-ছাত্রীও। এসকল কার্যক্রমে বিভিন্ন উপ-কমিটির তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের একঝাঁক তরুন কিশোর প্রাক্তন ছাত্ররা। পিছিয়ে নেই প্রাক্তন ছাত্রীরাও। আজকের যুগের প্রযুক্তির আর্শীবাদে তারা ও তাদের সহপাঠী ছাত্রীদের সাথে ব্যাচওয়ারী গ্রুপে যুক্ত হয়ে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা সর্বোপরি আনন্দ ঘন শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানকে কিভাবে আরো সফল, সার্থক, আকর্ষনীয় ও উপভোগ্য করে তোল যায় সে প্রচেষ্টায় তারাও পিছিয়ে ছিল না। জীবন/জীবিকার তাগিদে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে প্রতিনিয়ত এসেছে অসংখ্য মোবাইল কল, জানতে চেয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সর্বশেষ অগ্রগতি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠানসূচিতে আরো কি অন্তর্ভূক্ত করে অনুষ্ঠানকে আরো বেশী আকর্ষনীয় করা যায় এ বিষয়ে নানারকম প্রস্তাব ও অসংখ্য সুপারিশ করেছেন অনেকে। এসব প্রস্তাব ও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করতে হলে বাস্তবে একদিনেতো দূরের কথা ৩/৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচি তৈরী করেও শেষ করা যাবেনা। বাস্তবে এতবড় অনুষ্ঠান করা অনেকটা আমাদেও প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যের বাহিরে। কথায় বলেনা "সাধ আছে, সাধ্য নাই" অনেকটা সেরকম।

তথাপিও অন্যদের এত আন্তরিকতার ছোঁয়ায় লালিত প্রস্তাব ও সুপারিশমালার পরিপূর্ণতা না দিতে পারায় সময়ে সময়ে বুকে যেন স্বপ্ন ভাঙ্গার আঘাতের মতো মনে হয়। তারপরও সবাইকে একটি সুন্দর, আকর্ষনীয়, আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য সফল উৎসব-মূখর অনুষ্ঠানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কর্ম প্রচেষ্টায় কোন প্রকার ঘাটতি থাকবেনা এমন আশ্বাস দিয়ে ফোন রাখতে হয়।

সবার মনে লালিত হচ্ছে উদযাপন অনুষ্ঠানে দেখা হবে দীর্ঘকালের হারানো বন্ধু-বান্ধবের সাথে, সাক্ষাৎ হবে সহ-পাঠিদের সাথে। আলাপ-আলোচনায় স্মৃতিচারণ করবে শৈশবের সেই স্মৃতি মধুর অতীত নিয়ে, ঘুরে-ফিরে দেখবে প্রতিষ্ঠানের অতীতের হাজারো স্মৃতি বিজড়িত আঙ্গিনা। নতুনভাবে আবিষ্কার করবে তাদের একসময়ের স্মৃতি বিজড়িত স্কুলগৃহ, ক্লাশরুম, সাথে সাথে মনের কোণে অগোচরে ভেসে উঠবে অতীত স্মৃতিসমূহ। এসব নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে থাকবে, পাশে থাকা বন্ধু-বান্ধব সহপাঠিদের সহিত। আবেগে আপ্লুত হবে শিশু-কিশোরের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে। সবাই যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই মহেন্দ্র ক্ষনের জন্য।

শত বছরের পূরোনো ঐতিহ্যবাহী আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের সফল ও সার্থক শতবর্ষ উৎযাপন অনুষ্ঠান করা সত্যই একটা দুরূহ কাজ বটে। এর সাথে জড়িয়ে আছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ, যার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃসন্দেহে আলী আজম স্কুল আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এহেন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠালগ্নের শেকড় খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমবিকাশ, প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস, নব প্রজন্মেও নজরে আনতে হবে। তুলে ধরতে হবে প্রতিষ্ঠানটির অতীত ইতিহাস, শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যা স্থান পাবে শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরনিকায়। নব প্রজন্ম জানতে পারবে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটির অতীত ও ক্রমবিকাশ ও মানধারার ইতিহাস।

এহেন চিন্তাভাবনা থেকে আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা ও স্মরনিকা উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষক ও ছাত্র হিসাবে আমাকে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্রমবিকাশমান ধারার গৌরবোজ্জল ১১৬ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে স্মরনিকায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি লেখা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই গোলাম মুস্তাফার অনুরোধ যেটা আমার কাছে অনেকটা আদেশের মতো তা কোনভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই, অনেকদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা করছি কোন সময়কাল থেকে আরম্ভ করে কোন জাগায় শেষ করবো। যদিও আমি প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সদস্য তাতো আমি প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সন্তান। আমার পক্ষেতো বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাতো দূঃসাধ্য বটে। ইতিমধ্যে বারবার লেখার তাগিদ আসতে থাকে স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট থেকে নিজেকে অনেকটা অসহায়বোধ করতে লাগলাম। পরিশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে মনস্থির করলাম একটা ছোট আকারের লেখা দিয়ে আদেশ ও অনুরোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করবো। প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা ও ইতিহাস এসব লেখতে হলেতো লিখনীতে সিদ্ধহস্ত হতে হয়। কিন্তু আমিতো জীবনভর যোগ, বিয়োগ, গুন ও ভাগ করার মানুষ। আবার মনে মনে ভাবি আমিতো শিক্ষক ছিলাম। আমার লেখায় যদি শব্দচয়নসহ ভাষাজ্ঞানের যে কোন ভুলত্রুটি নিঃসন্দেহে বড়ভাইরা তেমনটা মনে না করলেও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্ররা, বিষয়টি কেমনভাবে নেয় তাদের প্রিয় শিক্ষকের লেখাটি পড়ে। এরই মধ্যে অনেক চেষ্টা করেছি অন্যকে দিয়ে এ কাজটা সম্পন্ন করতে। কিন্তু কাহাকেতো রাজি করাতে না পেরে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে লেখার কাজটি আরম্ভ করতে মনস্থির করলাম। কিন্তু আলী আজম স্কুলের প্রতিষ্ঠালগ্নের ইতিহাস লেখতে গেলেতো সে ইতিহাসতো জানা থাকতে হবে। দূর্ভাগ্য বিষয় হচ্ছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমার প্রমাতা মরহুম খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া ডায়েরীটিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ১৯৭১ ইং সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী বিনষ্ট করে ফেলে। একই কারনে প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবো সে সুযোগও নাই। তদুপরী যাঁদের উপর নির্ভর করে কিছু একটা লেখবো, প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর সহযোগী যাঁরা স্কুল প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকভাবে সহযোগীতা করেছিলেন তারা কেউতো জীবিত নাই যে, তাঁদের সহযোগীতায় প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখতে সক্ষম হবো। আমার অবস্থা হচ্ছে কথায় বলেনা ! **"ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার"**।

এতসবের পরেও মনে সাহস ও ভরসা আছে পূর্ণাঙ্গ না হলেও খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর রেখে যাওয়া খন্ডিত বিনষ্ট কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত খানসাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর নিজ হস্তে লিখিত**"আমি যতদুর জানি আমার বয়স আশি বছর"**। তাঁহার নাতনি আমার মাতা মরহুম ছায়মুন নাহার বেগম, আমার নানা মুন্সী আজিজুল হক ওরফে মুন্সীমিয়া ও আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন চৌধুরী এবং তাঁহার সহযোদ্ধা মরহুম আবদুল গণি মাস্টার কাছ থেকে ছোট বেলা থেকে শুনা, জানা-অজানা অনেক তথ্যের উপর ভরসা ও অত্র প্রতিষ্ঠানে আমার সু-দীর্ঘ ২৮ বছর শিক্ষকতা, দরবারপুর ইউনিয়নের দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ নানা সামাজিক কর্মকান্ডে আমার সম্পৃক্ততার কারণে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ক্রমবিকাশমান গৌরবোজ্জল ইতিহাস লিখতে আমাকে অনেকটা সাহায্য করবে বলে আশ্বানিত হই। এসবের উপর ভিত্তি করে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন ইতিহাস লিখতে মনস্থির করি। আমার এ লেখায় তথ্য বিভ্রাট সহ যেকোন ভুল-ত্রুটির জন্য পাঠকসহ প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করি।

তাছাড়া তাঁহার নাতনী আমার মাতা মরহুমা ছায়মুন নাহার বেগম ওরফে লিলি বিয়া ও অত্র প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ দশকের ছাত্র। আমার সম্পর্কিত নানা মরহুম মুন্সী আজিজুল হক ওরফে মুন্সী মিয়া ও খান সাহেবের অন্যতম সহযোদ্ধা মরহুম মাস্টার আবদুল গণি সাহেবের নিকট ছোট বেলা থেকে তাঁদের মুখে শুনা, জানা-অজানা অনেক তথ্য ও তৎকালীন সময়ের ছাত্র বর্তমানে অনেকটা চলাফেরায় অক্ষম ধলিয়া নিবাসী সেক্রেটারী মমতাজ উদ্দিন আহাম্মদ, আমার শ্বশুড় তালেবুল মাওলা চৌধুরী, জগতপুর নিবাসী হাবিলদার সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ও আজু ভূঁইয়াসহ গনি মাস্টার সাহেবের বড় পুত্র ওয়াজী উল্যা ভূঞাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, (সংগৃহিত তথ্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের নির্ভূল তথ্য সংগ্রহ করতে আমাকে অনেকটা সাহায্য করেছে) সাহায্য নিয়েছি মরহুম আব্দুল ওয়াদুদ মজুমদারের সুযোগ্য পুত্র অত্র প্রতিষ্ঠানের ষাট শতকের প্রাক্তন ছাত্র আমার শ্রদ্ধাভাজন বীরমুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা যিনি খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর সমাজকর্ম সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত ছিলেন।

মরহুম হযরত চিনকি মস্তান শাহ সাহেবের সঙ্গে খলিফা মুহাম্মদ মুরাদবক্স সূদুর বাগদাদ শরীফ থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি

মুন্সীরহাটে তাশরিফ আনেন। তার ২ ছেলে মরহুম পীরবক্স মুন্সী ও মরহুম নুর বক্স মুন্সী। পীরবক্স মুন্সী প্রথমে ছাগলনাইয়াতে মুনসেফী আদালত স্থাপন করেন। পীরবক্স মুন্সীর দুই ছেলে মুন্সী মতিয়ার রহমান ওরফে আমিন সাহেব ও মুন্সী ওয়ালী। মুন্সী ওয়ালী প্রথমে মুনসেফ ও পরে জর্জ হন। মুন্সী ওয়ালী প্রায় ৩০০বছর পূর্বে অত্র মুন্সীরহাটে নিজ বাড়ীর সামনে ৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মান করেন। পূর্বে এখানে কাঁচা মসজিদ ঘর ছিল। উক্ত মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ালী জর্জ সাহেব কুমিল্লায় ইন্তেকাল করেন এবং তথায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে মৌলভী আলী আজম চৌধুরী একজন খ্যাতনামা আইনজীবি ছিলেন। আলী আজম চৌধুরীর দুই পুত্রের মধ্যে খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী ১৮৭৪ইং সনে জন্ম গ্রহণ করেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি তৎকালীন তালুকদার হিসেবে বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিশোর বয়স থেকে তিনি নিজেকে সমাজকর্মের সহিত জড়িত রেখে অত্র মুন্সীরহাট এলাকায় বহু সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯০৬ইং সনে অত্র আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও ১৯০৮ইং সনে তিনি মুন্সীরহাটে পোস্ট অফিস এবং যৌথ ব্যাংক স্থাপন করে অত্র এলাকার মানুষের জন্য ঋণ গ্রহন করার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। ১৯২০ইং সনে তাহার পূর্ব পুরুষের নাম অনূসারে মুন্সীরহাট রেলস্টেশনের নামকরণ করেন পীরবক্স হাট। তিনি ১৯৩০ইং সনে মুন্সীরহাট ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি মুন্সী বংশ পরিচয়ে মুন্সীরহাট বাজার ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মুন্সীরহাটে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়সহ বহু জনহিতকর কাজ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল তৎকালীন অবিভক্ত মুন্সীরহাট ও দরবারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী জিলা কাউন্সিলের ১৯২১ইং হইতে ১৯৪১ইং প্রায় ২১বছর সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি অত্র এলাকার জন্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনসহ আজীবন নিজেকে জনসেবায় নিয়োজিত রেখে সাধারণ মানুষের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ৭ জুলাই ১৯৫৯ইং সনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৫বছর। মৃত্যু পূর্বকালীন সময় খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী তাঁর স্নেহভাজন নাতনী ছায়মুন নাহার বেগম ওরফে লিলি বিয়াকে তাহার এস্টেট এর মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট তিনি ও তাঁহার উর্ধ্বতন বংশধরগণের জন্য আমরা সবাই দোয়া ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে অত্র আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালসহ ক্রমবিকাশমান ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস যতদূর আমি জেনেছি তা লেখার প্রচেষ্টা করেছি।

উত্তর শ্রীপুর নিবাসী এমদাদ আলী মাস্টার ১৮৯৮ইং সনে ক্ষুদ্র প্রাইমারী স্কুল পরবর্তীতে মুন্সী আবদুল গণি ও বাবু অভয় চরণ দত্ত (চিত্তরঞ্জন দত্তের পিতা) দ্বারা স্থাপিত অপর একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়। উভয় স্কুল একীভূত করে খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী ১৯০৬ইং সনে প্রথমে মধ্য বাংলা স্কুল ও পরে মধ্য ইংরেজী স্কুল করে তাঁহার পিতার নাম অনুসারে আলী আজম মাইনর স্কুল ও ১৯২৬ইং সনে সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়ে আলী আজম হাই স্কুল নামকরণে পরিচিতি লাভ করে। উক্ত সময় প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন অভয় চরণ দত্ত। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলী আজম স্কুল প্রতিষ্ঠার গোড়াপত্তনে খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর বামহস্ত হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফার পিতা মরহুম আব্দুল ওয়াদুদ মজুমদার যিনি পরবর্তীতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতাসহ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেন। অপর ডানহস্ত হিসেবে মাস্টার আবদুল গনিও পরবর্তীতে দীর্ঘকাল অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। উভয় ব্যক্তি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরীর সহযোদ্ধা হিসাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার কারণে এলাকাবাসীর নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠালগ্নে নুরবক্স মুন্সীর ওয়ারিশ প্রতিষ্ঠাতার পালিত ভাই মুন্সী নাজমুল হক, বজলের রহমান চৌধুরী, অলী আহাম্মদ ভূঞা, আবদুল কাদের চৌধুরী ওরফে পোস্ট মাস্টার, রাশু মিয়া চেয়ারম্যানের পিতা ডাঃ নজির আহাম্মদ, দরবাপুরের আব্দুল হাই মজুমদার প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের প্রতি রহিল বিনম্র শ্রদ্ধা । মহান আল্লাহ পাকের নিকট তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী স্কুল প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে প্রায় ১২০ডিসিম জমি দান করেন। তাঁর দানকৃত ভূমির উপর বর্তমানে রেলস্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে একটি টিনসেড গৃহ নির্মাণ করে আলী আজম মাইনর স্কুলের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯২০ইং সনে ফেনী বিলোনিয়া রেললাইনসহ পীরবক্স রেলস্টেশন নির্মাণকালে স্কুলসহ স্কুলের কতেক ভূমি সরকার একোয়ার করে। উক্ত সময় বিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থান্তারিত করার সময় খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী পুনরায় ৭৮ডিসিমেল ভূমি বিদ্যালয়কে দান করেন। উক্ত মহা দূর্যোগের সময় বর্তমান বিদ্যালয় আঙ্গিনার উত্তর পার্শ্বের মূল ভবনটি নির্মান করা হয়, এ ভবন নির্মানে যাঁদের অবদান অবিস্বরণীয় হয়ে থাকবে তাদের মধ্যে অন্যতম শিলুয়া নিবাসী আলী আকবর চৌধুরীর স্বনামধন্য পুত্র তৎকালীন নোয়াখালী জেলা পরিষদের সদস্য ধনাঢ্য ব্যক্তি মরহুম আব্দুর রউফ চৌধুরী নগদে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা অর্থ সাহায্য ও তৎকালীন বিভাগীয় শিক্ষা পরিদর্শকের অফিসের অফিস সুপারন্টেন্ড অলী আহাম্মদ ভূঞা (সেকু মিয়ার পিতা) গ্র্যান্ড ইন এইডের মাধ্যমে মোটা অংকের অর্থ মঞ্জুরীসহ আব্দুল ওয়াদুদ মজুমদার ও আব্দুল গণি ভূঞা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সর্বসাধারন থেকে তাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে অর্থ সাহায্য ও সরকারী একোয়ারকৃত জমির ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়ে মূলভবনটি নির্মাণ করেন।

নির্মিত ভবনের উপরে বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে একটি দৃষ্টি নন্দন নাম ফলক (Ali Azam H. E. school Est. 1906) নির্মাণ করা হয়। যা দীর্ঘকাল যাবত বিদ্যালয়টির স্মৃতি বহন করে আসছিল। উক্ত সময় বিদ্যালয়ের সহ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন স্বর্গীয় বাবু নকুল মজুমদার ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী। ১৯৪০ইং তৎকালীন সময়ে মরহুম আব্দুল ওয়াদুদ মজুমদার কৃষি ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের পরে অত্র বিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগ চালুসহ তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আমার নানা মরহুম কাজী এজাহারুল হক প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। ৫ই আগস্ট ১৯৪৫ইং সনে প্রতিষ্ঠানটি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। যতদুর জানা যায় প্রতিষ্ঠানটি ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫০ইং সনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ১৯৫১ইং সনে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠানের ১১জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। প্রথম ব্যাচে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মুন্সী আজিজুল হক ওরফে মুন্সী মিয়া, আবদুল বাছেদ মজুমদার ওরফে বাছেদ মিয়া, ছাদেক মজুমদার (বাবুল চেয়াম্যানের পিতা) বশিকপুর নিবাসী ছাদেক সাহেব, আজিজুল হক ওরফে রাশু মিয়া প্রমুখ। উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন জ্ঞানপলিত জ্ঞানতাপস সিরাজুল হক খান, ছেরাজ উদ্দিন (রাশু মিয়া চেয়ারম্যানের শ্বশুর) আব্দুল হাই মজুমদার ও এডভোকেট নুরুল ইসলামসহ বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র। বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র অবসর গ্রহণের পরবর্তীতে খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী বিশেষ অনুরোধে তাঁহার নাতীন জামাই আমার পিতা মরহুম কাজী মোহাম্মদ ইউছুপ তৎকালীন সময় সরকারী উচ্চ পদের (চট্টগ্রামে ফুড কন্ট্রোলার হিসেবে কর্মরত ছিলেন) চাকুরী ইস্তফা দিয়ে ১৯৫২ সনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ইং সনে তাঁরই আমলে বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকের ভবনটি নির্মান করা হয়। উক্ত সময়ে ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন রহিম উল্যা চৌধুরী, তাঁহার দায়িত্বকালীন সময়ে অত্র প্রতিষ্ঠানটি ফেনী জেলায় লেখাপড়ায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁরই সময়কালে ১৯৫৯ইং সনে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন আহাম্মদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সচিবসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তাঁরই ছাত্র গোলাম কিবরিয়া ও আজিজুল হক ভূঞা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বাবু শচীন্দ্র পোদ্দার উপ-সচিবসহ সরকারী-বেসরকারী বহু উচ্চ পদে অনেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৭ইং সনে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৪জন ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ফেনী অঞ্চলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক মুনির উদ্দিন আহাম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান ও বর্তমানে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁহার অনেক ছাত্র সরকারী-সরকারী বেসরকারী, দেশ বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীনসহ ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। তারমধ্যে অন্যতম মরহুম ওয়াজী উল্যা ভূঞা, গোলাম কাদেরসহ প্রমূখ। তৎকালীন সময়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠের গৌরবময় স্বর্ণযুগে যিনি প্রধান শিক্ষকের পাশে থেকে সহ প্রধান শিক্ষক হিসেবে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করেছেন, সাদাসিদে, সহজ-সরল জ্ঞানতাপস ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সবার পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বাবু সোনাতন চক্রবর্তীর নামটি সবার নিকট স্মরনীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবে। সেই বৃদ্ধ বয়সে রৌদ্র,ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ধবধবে সাদাধুতি ও পাঞ্জাবী পরে কাঁদে একটি ব্যাগ ও হাতে লাঠি নিয়ে সূদুর মনিপুর থেকে ৪/৫মাইল পাঁয়ে হেটে প্রতিদিন সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর উপস্থিতি অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করে শ্রদ্ধায় বুক ভরে যেত তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের।

ঐসময় সবার শ্রদ্ধাভাজন অপর শিক্ষক মাওলানা ছায়েদুল হক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের হেড মাওলানা (বড় হুজুর)। উনাকে আমরা শিক্ষক হিসেবে না পেলেও তাঁহার জামাতা আমার পিতার স্নেহভাজন ছাত্র মাওলানা হাবিবুর রহমান ছিলেন সবার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। অত্র বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ইং সনে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পর আমার পিতার অনুরোধে ১৯৬৩ইং সনে তিনি অত্র প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে সুদীর্ঘ প্রায় ৪৫বছর দায়িত্ব পালন করেন। ধর্মীয় শিক্ষা পাঠদান ব্যতীত বিশেষ করে ভূগোল বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মানচিত্র প্রদর্শন করে এমন কৌশলী পাঠদান দিতেন, যাতে মনে হতো পৃথিবীটা যেন হুজুর স্যারের হাতের মুঠোয়। উচ্চস্বরে সাবলীল ভাষায় পাঠদানের সু-মধুর স্মৃতির কথা আজও তাঁর স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতির মনিকোটায় ধারণ করে আছে। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

তৎকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখায় বাবু চিত্র রঞ্জন দত্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন এবং সুদীর্ঘ প্রায় ৪৫বছর দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করে ১৯৭৩ইং সনে অবসর গ্রহণ করেন। লিকলিকে সুন্দর গঠনের সাদাধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত মেজাজী সু-পুরুষটি মানুষটি ছিলেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র। ঘন্টা বাজার পরপরই শ্রেণিকক্ষে তাঁর আগমন বার্তা পিনপতন নীরবতা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। শ্রেণির মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তার সুন্দর ও সাবলীল পাঠদান আজো স্মৃতির মানসপটে ভেসে উঠে। শিশু-কিশোর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শাখায় যেসব শিক্ষকবৃন্দের নাম শ্রদ্ধার সাথে আজো স্মৃতিতে অম্লান, তাঁদের মধ্যে

অন্যতম খালেক স্যার, মৌলভী আবদুল হাই (ছোট হুজুর), মৌলভী আনোয়ার উল্যাহ ভূঞা, স্বর্গীয় শসী চন্দ্র চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক নুর আহাম্মদ, অরবিন্দু বিশ্বাস, হাসিনা আক্তার, ননী গোপাল, মনোয়ারা বেগমসহ প্রমুখ।

১৯৬৬ইং সনে আমার পিতা কাজী মোহাম্মদ ইউছুপের মৃত্যুর পর প্রধান শিক্ষক হিসাবে ১৯৬৭ইং সনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মরহুম আব্দুর রব। অত্র প্রতিষ্ঠানে ১৯৭০ইং সনে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৭১ইং সনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাচীন বিদ্যাপীঠটির অবকাঠামোসহ বিদ্যালয়ের জরুরী দলিল-দস্তাবেজ রেকর্ডপত্র পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির ঐ দুঃসময়ে পিছিয়ে থাকেনি অত্র প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন ছাত্ররা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ্রগহণের মাধ্যমে প্রাক্তন ছাত্ররা রেখে গেছেন নিজেদের ত্যাগ-তিতীক্ষার এক নজিরবিহীন অবদান। মহান মুক্তিযুদ্ধে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শহীদ হয়েছেন অত্র বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র আমার সহপাঠী বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আইয়ুব আলী, শহীদ মোশারফ হোসেন হারুন, বীর প্রতীক এয়ার আহাম্মদ। তাঁদের আত্ম-ত্যাগের প্রতি রহিল বিনম্র শ্রদ্ধা। অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে, যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে। এছাড়াও তাঁদের মধ্যে অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. ডব্লিউ চৌধুরী, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে নৌবাহিনীর নৌ-কমান্ডার হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন তিনিসহ ৮জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ফ্রান্সে পাঠান। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তিনিসহ ৭জন ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য স্বাধীনতাত্তোর গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দুইটি রাষ্ট্রীয় খেতাব বীর বিক্রম ও বীর উত্তমে ভূষিত করেন। স্বাধীনতাত্তোর নৌ-বাহিনী পূনর্গঠনে তাঁহার অপরিসীম অবদানের কথা জাতি চিরকাল স্মরণ করবে। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা, মোস্তফা আজিজ মনছুর মনজু, মরহুম শহীদুল্যাহ, কাজী মজিবুর রহমান মনজু, (বিএল এফ) মরহুম ওয়ালী আহাম্মদ, মরহুম মাস্টার জাফর আহাম্মদ, মরহুম ইউনুছ চৌধুরী, মরহুম কাজী গোলাম মোহাম্মদ, মরহুম ছালে আহাম্মদ সালু, সহপাঠি মরহুম রেজাউল করিম, সফিকুর রহমান কমুয়া, সফিকুর রহমান (জগতপুর), মোহাম্মদ উল্যা, হাবিলদার নুরুল ইসলাম, ফরিদ উদ্দিন বেলাল, এসপি মহি উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম সচিব কাজী ফরিদ আহাম্মদ, সাবেক উপ-সচিব স্বর্গীয় বাবু শচীন্দ্র কুমার পোদ্দার, ওসি আব্দুল মোতালেব, আবুল বশর মেম্বার, এরশাদ মজুমদার, হাবিলদার সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, এবাদ উল্যা ভূঞা, ওয়াজী উল্যা ভূঞা, ওসি ইকবাল, ফখরুল ইসলাম, হাবিব উল্যা বাহার, শেখ কামাল, ফখরুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম ভূঁইয়া মানিকসহ নাম না জানা অত্র প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্র।

মহান মুক্তিযুদ্ধ উত্তর ১৯৭২ইং সনে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকালীন অভ্যন্তরীন গোলযোগ ও ছাত্র অসন্তোষের কারণে তৎকালীন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রমসহ প্রতিষ্ঠানটি সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করে। ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠের ঐ দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠানটি পুনঃচালুসহ সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন তৎকালীন সংসদ সদস্য মরহুম এবিএম মুছা, আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন চৌধুরী, মরহুম এম.এ চৌধুরী, মরহুম মাস্টার আবদুল গণি, মরহুম আবদুল বাছেদ মজুমদার, মরহুম ইউনুছ চৌধুরী প্রমুখ স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নেতৃবৃন্দ। তাঁদের নেতৃত্বে গঠিত হয় এ্যাকশন কমিটি। এ্যাকশন কমিটি তৎকালীন সময়ে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দকে শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুরোধ করিলে তৎকালীন কর্মরত: শিক্ষকবৃন্দ অস্বীকৃতি জানালে (মাওলানা হাবিবুর রহমান ব্যতীত) ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যত লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে সংগ্রামী মানুষ হিসেবে পরিচিত এডভোকেট শহীদুল্যাহ ভূঞাকে নতুনভাবে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করেন। তাঁরই নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদানে তৎকালীন সময়ে স্বেচ্ছায় বিনা বেতনে শিক্ষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তৎকালীন একঝাঁক ডিগ্রীধারী অত্র বিদ্যালয়ের তরুণ প্রাক্তন ছাত্র জনাব তোফায়েল আহাম্মদ, মরহুম শহীদুল্যাহ, মরহুম মোশারফ হোসেন চৌধুরী, আবু তাহের, আবদুল কাদের, স্বর্গীয় বাবু পরিমল চন্দ্র পাল, তাজ মোহাম্মদ ফারুক চৌধুরী, মোছলে উদ্দিন মাস্টার প্রমুখ।
১৯৭৩ইং সনে আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন চৌধুরীকে সভাপতি নির্বাচিত করে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি গঠনের মাধ্যমে ০১/১২/১৯৭৩ইং মরহুম ওবায়দুল হক ভূঞাকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে আসে। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সময়কালে প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির লেখাপড়ায় প্রভূত উন্নতি লাভ করে। তাঁর দায়িত্বকালীন সময়ে এক্সটা ক্যারিকুলামে প্রতিষ্ঠানটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষভাবে স্বাধীনতাত্তোর স্কাউটিং-এ ১৯৭৮ইং সনে সর্বপ্রথম জাতীয় জাম্বুরী ক্যাম্প চালু হলে প্রতিষ্ঠানটি টানা ৮ম জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সে সময় স্কাউট দলের নেতৃত্বে ছিলেন চৌকুস স্কাউট শিক্ষক দিদারুল আলম। ২০১৫ইং অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের স্কাউট শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অসাধারন নেতৃত্ব প্রাক্তন স্কাউটরা এখনো শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সে সময়কার ট্রুফলিডার ছিলেন

জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ ইউছুপ ভূঞা, আরিফুর রহমান মুরাদ, ওবায়দুর রেজা সিজার, মেজর (অব) মর্তুজা রেজা, শেখ আবদুল্যাহ, কাজী শওকত আজিজ, মাসুদ আহাম্মদ শিহাব, মাহামুদুল আলম দিদার, মনছুর আহাম্মদ মামুন, সিফাত হোসেন, সাইফ উদ্দীন মজুমদার প্রমুখ।

১৯৮৪ইং সনে প্রাক্তন ছাত্র মরহুম জামাল উদ্দিন ভূঞা ক্ষুদে বিজ্ঞানী হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক নৃত্য প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ পূর্বক চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রতিযোগীতায় ১৯৯২ইং সনে তসলিমা আহাম্মেদ ১ম স্থান অধিকার করে। ১৯৭৩ইং সনে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে মানবিক বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় প্রাক্তন ছাত্র মহিউদ্দিন চৌধুরী মেধা তালিকায় ১২তম স্থান অধিকার করেন। তিনি ফেনী ও সোনাগাজী সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে অবসর গ্রহন করেন। ১৯৮১ইং সনে অত্র বিদ্যালয়ে কৃষি বিভাগ চালু করা হয় এবং পরবর্তী বছর ১৯৮২ইং সনে উক্ত বিভাগ থেকে প্রাক্তন ছাত্র দাউদুল ইসলাম মেধা তালিকায় ১৯তম স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে দাউদুল ইসলাম কর্ণফুলী ফার্টিলাজার কোম্পানীর প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন। একই ব্যাচের মোহাম্মদ ইসমাঈল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চিকিৎসা কোরে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হিসেবে কর্মরত ও আফসার উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ক্যাপ্টেন হিসেবে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে শিপিং লাইনে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত আছেন। ১৯৮৩ইং সনে অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী জিনাত সুলতানা মানবিক বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। বর্তমানে তিনি লন্ডন প্রবাসী ও শিক্ষকতা পেশায় জড়িত আছেন। ১৯৯১ইং পর্যন্ত মরহুম ওবায়দুল হক ভূঞা সাহেব প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের অনেক প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে দেশ-বিদেশে সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন। তাঁদের মধ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাঈন উদ্দিন কাজল, অতিরিক্ত সচিব আনিছ মাহমুদ, টেলিটকের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী নুরুল মাবুদ চৌধুরী, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ইসমাঈল চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব আবু সাঈদ চৌধুরী ও ১৯৭৮ইং সনে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্র সাইফুর রহমান চৌধুরী ব্যাংকিং পেশা থেকে অবসর নিয়ে বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে কবি ও লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তারই ছোট ভাই সাইদুর রহমান চৌধুরী ১৯৮১ইং সনে এসএসসি পাশ করে বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অধ্যাপকের দায়িত্ব পালনরত আছেন। ১৯৭৭ সনে উত্তীর্ণ আবিদুর রেজা রিজু সোনালী ব্যাংকের জিএম হিসেবে ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৯৭৯ সনে উত্তীর্ণ জসিম উদ্দিন আহমদ বর্তমানে মেঘনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ডিজিএম অর্থ ও ১৯৮৬ সনে উত্তীর্ণ ডা: ফরহাদ আহমদ চৌধুরী দেশের প্রখ্যাত নিউরো সার্জন হিসেবে কর্মরত: আছেন। এছাড়াও, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র নাজমুল আহমদ চৌধুরী বর্তমানে যুগ্ম জজ হিসেবে ও তার স্ত্রী ২০০৫ ব্যাচের ছাত্রী তার রাহুম আহমেদ সিনিয়র সহকারি জজ ও ২০০৭ সনের ছাত্রী দিলারা আকতার এসি (ল্যান্ড) হিসেবে বর্তমানে ফরিদপুরে কর্মরত: আছেন। অত্র স্কুল থেকে উত্তীর্ণ প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে জনাব মাসুদ আহাম্মদ শিহাব পুলিশের উপ-মহা পরিদর্শক, জসীম উদ্দিন আহাম্মদ মেঘনা পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ডি.জি.এম. (অর্থ), ডা. ফরহাদ আহাম্মদ চৌধুরী, এফসিপিএস দেশের প্রখ্যাত নিউরো সার্জন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র নাজমুল আহাম্মদ চৌধুরী বর্তমানে যুগ্ম জজ হিসেবে ও তাহার স্ত্রী সিনিয়র সহকারী জজ (অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রী) ও দিদারুল আবছার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত আছেন।

এছাড়াও দেশের অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররা প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁদের মধ্যে বায়রা, হাফ ও আটাব এর সাবেক সভাপতি, ঢাকাস্থ ফেনী সমিতির বর্তমান সভাপতি অত্র আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভর্ণিং বডির সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শেখ আবদুল্যাহ, ট্যানারী ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন মজুমদার সংগ্রাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আফসার উদ্দিন চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুন-উর-রশিদ, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিদেশে অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ উচ্চ পদে চাকুরীরত আছেন। মরহুম ওবায়দুল হক ভূঁইয়া প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বকালীন ১৯৮২ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমান খেলার মাঠের নব নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। তার দায়িত্বকালীন ঐ সময়ে আমি তখন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে বি.কম পাশ করে চার্টার্ড একাউন্টেন্সী পড়ার জন্য রহমান এন্ড রহমান ফার্মে যোগ দিয়ে ছয় মাস পরে ছুটিতে বাড়ি এসে জানতে পারি আমাদের বিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিঘ্নের কথা জেনে তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটিতে আমার আপন দুইজন আত্মীয় সদস্য মাত্র এক সপ্তাহের জন্য বিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে পাঠ দানে অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে মায়ের প্রবল বিরোধীতার মূখেও জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন করে মরহুম পিতার পদানংক অনুসরণ করে আমাকেও শিক্ষকতা জীবন পেশা ও নেশা হিসেবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষকতা জীবন শুরু করতে হয়।

মরহুম ওবায়দুল হক ভূঞা সাহেবের আমলে দক্ষিণের মূল ভবনটি সংস্কার করে দ্বি-তল ভবনে রূপান্তরিত করা হয়। সুদীর্ঘ ২০বছর দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি ১৯৯১ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তৎকালীন সময়ে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিআই) গুথুমা নিবাসী মরহুম হাবিবুর রহমান চৌধুরীকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করা হয়। সৎ, কর্মঠ, সহজ সরল ও জ্ঞানী মানুষটি দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোর প্রভূত উন্নতিসহ প্রতিষ্ঠানটি মান উন্নত কলেজে রূপান্তরিত করা হয়।

তাঁহারই দায়িত্বকালীন সময়ে ১৯৯২ইং সনে অত্র এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও দানবীর, মরহুম জাকারিয়া ভূঞা পশ্চিম পার্শ্বের ভবনটি ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রায় =৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা দান করেন। উক্ত দানের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি নবনির্মিত সেই ভবনটি "জাকারিয়া ভবন" নামে নামকরণ করেন। উক্ত সময়ে ফুলগাজীতে ফুলগাজী সরকারী কলেজ ও বেসরকারী মহিলা কলেজ, জি.এম.হাটে হাজী মনির আহাম্মদ কলেজ ও আনন্দপুর শাহ আলম চৌধুরী কলেজ থাকলেও মুন্সীরহাটে কোন কলেজ না থাকায় তৎকালীন সময়ে এলাকাবাসী তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মুন্সীরহাটে কলেজ স্থাপনের জন্য জোর দাবী তোলেন। উক্ত সময়ে আমি দরবারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলাম, জনগণের দাবীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মুন্সীরহাটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়ে জগতপুর নিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সমাজসেবক মরহুম মোস্তাফিজুর রহমান ভূঞা সাহেবকে তাঁহার মরহুম মাতা রেজিয়া খাতুনের স্মৃতি রক্ষার্থে মুন্সীরহাটে কলেজ স্থাপনে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করিলে তিনি কলেজ স্থাপনে রাজী হন। ফেনী-বিলোনিয়া সড়কের লাগোয়া পূর্ব দিকে ফতেহপুর গ্রামে তাঁহার নিকটতম আত্মীয় কলেজ স্থাপনে অর্থের বিনিময়ে জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি প্রস্তাবিত রেজিয়া খাতুন কলেজের জন্য নির্ধারিত স্থানে সাইনবোর্ডও ঝুলিয়ে দেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রস্তাবিত কলেজের জন্য নির্ধারিত স্থানের জমির মালিক পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় স্বভাবগত এককথার মানুষটি কলেজ স্থাপনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এলাকার একজন নির্বাচিত দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিষয়টি এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ আমার ছিল না বলে আমি বিশ্বাস করতাম। এলকাবাসীর প্রত্যাশিত কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন হৃদয়ে লালন করলেও কলেজ স্থাপনে বিপুল পরিমান অর্থের যোগানের কথা চিন্তা করে এককভাবে সাহস করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। উক্ত সময়ে সরকার থেকে ঘোষণা আসে এলাকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানকে মান উন্নীত করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তর করা যাবে। তৎকালীন সময়ে আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলাম। ম্যানেজিং কমিটির সভায় আমি বিষয়টি উপস্থাপন করলে ম্যানেজিং কমিটির তৎকালীন সদস্যবৃন্দ কলেজ স্থাপনে আমার সাথে একমত প্রকাশ করলেও বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কলেজ স্থাপনে বিপুল অঙ্কের অর্থের যোগান দেওয়া। কোন কোন সদস্য এমনও মন্তব্য করেন যে, কলেজের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকদের বেতনভাতা ও আনুসাঙ্গিক ব্যয় বহন করতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সংকটে পড়ে এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এহেন আশংকার বিষয়টি আমাকেও ভাবিয়ে তোলে এবং চিন্তা করতে থাকি কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করে এলকায় একটি কলেজ স্থাপন করতে পারি। সে সময় জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার কাছে তাঁদের অন্যতম ২টি দাবীর মধ্যে মুন্সীরহাটে একটি হাসপাতাল স্থাপন ও অপর দাবীটি ছিল দূর-দূরান্তে গরু ছাগল ক্রয়-বিক্রয় করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণে মুন্সীরহাটে একটি পশুর হাট বসানো। আমার সৌভাগ্য যে, তৎকালীন সময়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি দাবীটি তুলে ধরলে তিনি বাংলাদেশে একমাত্র উপজেলা সদরের বাহিরে বিশেষ প্রজ্ঞাপন জারি করে মুন্সীরহাটে ফুলগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করেন। তাঁর এই মহৎ অবদান এলাকাবাসী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। মুন্সীরহাটে পশুর হাট বসানোর বিষয়টি আগে থেকে চিন্তায় থাকলেও স্থানাভাবে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয় নাই। কলেজ পরিচালনার অর্থ যোগানের জন্য স্কুল মাঠে পশু ক্রয়-বিক্রয়ের একটি হাট বসানোর প্রস্তাব দিয়ে হাসিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ কলেজের জন্য ব্যয় করার বিষয় ম্যানেজিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক আলোচনাক্রমে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রতি শুক্রবার পশু হাট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদপ্রেক্ষিতে এলাকার চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ১৯৯৩ইং সনে পশুহাট বসানোর দায়িত্ব পড়ে আমার কাঁধে। এলাকার দায়িত্বশীল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসীর সাহায্য-সহযোগীতা নিয়ে এক বছরের মধ্যে পশু হাটটি এলাকাসহ দূর-দূরান্তের মানুষের জন্য পশু ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ বাজার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এক বছরের মধ্যে পশুর হাটের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৫ইং সনে বিদ্যালয়কে মান উন্নীত কলেজে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উক্ত সময়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা মরহুম হাবিবর রহমান চৌধুরী ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব মোশাররফ হোসেন চৌধুরী-র অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। কলেজে রূপান্তর করতে গিয়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক আলহাজ্ব মোশাররফ হোসেন বিদ্যালয়ের জন্য পৈথারা মৌজায় প্রায় ৪০ডিসিম জমি দান করেন সেসাথে ১০,০০০০/-(দশ হাজার) টাকা মূল্যমানের বই বিদ্যালয়ের পাঠাগারের জন্য হস্তান্তর করেন। ১৯৯৬ইং সনে কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয়কে মান উন্নীত কলেজের অনুমোদন দান করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় কলেজের কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ এমপিও ভূক্ত না হওয়ায়

শিক্ষকরা পূর্ণ বেতন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। ঐসময়ে প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান চৌধুরী নিকটতম আত্মীয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার আলাউদ্দিন নাসিম সাহেবের প্রচেষ্টায় ২০০০ইং সনে প্রতিষ্ঠানের কলেজ শাখার শিক্ষকবৃন্দ এমপিও ভূক্ত হন। ১৯৯৫ইং সন থেকে অত্র কলেজ এলাকার সাধারণ মানুষের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নতুন দ্বার উম্মোচিত করে। মরহুম হাবিবুর রহমান চৌধুরী বয়স সীমার সরকারী বাধ্যবাধকতার কারণে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অবসর নিলে ০৯-১-২০০১ইং জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। তার সময়কালে কলেজ শাখার অবকাঠামোগত প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। তার সময়ে সরকারী অর্থায়নে পূর্ব পশ্চিম দিকের ভবন দুইটির দ্বিতল ভবন নির্মানে তৎকালীন সংসদ সদস্য মেজর (অব:) সাঈদ এস্কান্দার সাহেবের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। গত ১৭-০১-২০২১ইং তারিখে সুদীর্ঘ ২০(বিশ) বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন শেষে জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর গ্রহণের পর জনাব আবু তাহের মজুমদার গত ০১-০৭-২০২১ইং তারিখে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। দয়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে করোনা কালীন দূর্যোগের কারণে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ থাকলেও ২০২১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার পাশের হার ছিল ৯১.২৫ এবং ২০২১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার পাশের হার ছিল ৯৩.০৬। ২০২২ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় ১৫জন ছাত্র/ছাত্রী জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত হয়। উপজেলায় এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক ভালো ফলাফলের জন্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বটে। নব নিযুক্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় প্রতিষ্ঠানটি ছাত্র/ছাত্রীদের লেখা-পড়া ও পরীক্ষার ফলাফলে প্রভূত উন্নতি সাধনে তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পণায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হয়ে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, এসব কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি নিশ্চিত একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে অতীতের মতো সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করবে বলে আমার প্রত্যাশা। বর্তমানে আমার স্নেহভাজন ছাত্র আলহাজ্ব শেখ আবদুল্যাহ প্রতিষ্ঠানটির গভর্ণিং বডির সভাপতি হিসাবে বিগত ৫টার্মে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক উন্নয়নে তাহার নিকট এলাকাবাসীর প্রত্যাশা খানিকটা বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত আলোচনায় তাহার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া বিষয় উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটির খেলার মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে কলেজের জন্য একটি ৪(চার) তলা ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা শিক্ষা বিভাগের সক্রিয় বিবেচনায় আছে বলে তিনি আমাদেরকে জানান এবং আগামী ২/৩মাসের মধ্যে ভবনটির নির্মান কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।



# ‘‘আলো চাই, জ্ঞানের আলো ও মুক্তির আলো’’

**কাজী আহমেদ করিম**
সিনিয়র এডভোকেট
জজ আদালত, ফেনী।
(সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি
জেলা আইনজীবী সমিতি, ফেনী)

সূচনাঃ- অন্ধকার দূরীভূত হউক। আলোতে উদ্ভাসিত হউক। পৃথিবীর মানুষ, জীব-জন্তু তথা সকল সৃষ্ট জীবের জন্য আলো অতীব প্রয়োজন। সূর্য্যের আলো, চন্দ্রের আলো, বিদ্যুতের আলো এবং জ্ঞানের আলো দ্বারা আমরা আলোকিত হতে চাই। অন্ধকার আছে এবং থাকবে, তবুও অন্ধকারকে কেহই পছন্দ করে না। জ্ঞানের আলোর জন্য প্রয়োজন সু-শিক্ষা, উন্নত শিক্ষা, প্রযুক্তির জ্ঞান ও চারিত্রিক সৌন্দর্য। সু-শিক্ষিত লোকেরাই আমাদের শিক্ষক। আমরা বইপত্র, পত্রিকা, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ও চতুরপার্শ্বের পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত শিখছি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই বইপত্র ও আদর্শবান শিক্ষক প্রয়োজন। সু-শিক্ষা মনকে পবিত্র করে। চারিত্রিক সৌন্দর্যের জ্ঞান ও স্বাস্থ্য শিক্ষার আজ বড়ই অভাব। উদহারনের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও স্বাস্থ্য শিক্ষার পাশাপাশি ভাষা, অংক, বিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান শিশুর মুখে কথা বলার সাথে সাথেই শিখিয়ে দিতে হয়। আকারে ইঙ্গিতে, উদাহরন দ্বারা মাতা-পিতা অনুরুপ শিক্ষা কার্যক্রম শিশু কাল থেকে ঘরে শিখিয়ে থাকেন। মানুষ, পশু-পক্ষী ও কীট-প্রতঙ্গ জন্ম থেকে স্বার্থপর হয়ে থাকে। তাদেরকে লোভ সংবরন ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগের বিষয় বাস্তব উদাহরন দ্বারা শিখিয়ে দিতে হয়। প্রাত্যহিক জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সাধারনত: প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করা হয়। আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাগন পর্যাপ্ত ট্রেনিং ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে নিজেদেরকে কি ছাত্র/ছাত্রীদেরকে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলতে পারছেন না ? এটা স্বীকার্য যে, প্রত্যেক ধর্মে বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষায় ন্যায় নীতি আদর্শবান ও চরিত্রবান হতে শিক্ষা দেয়া হয়। সকল ধর্মের শিক্ষার্থী ধর্মীয় শিক্ষা বাল্যকালেই গ্রহণ করি। সাধারণঃ বাল্যকাল থেকে ৯০% মুসলমানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় নিয়মিত সালাত আদায় ও মানবিক শিক্ষার মাধ্যমে মাতা-পিতা ও শিক্ষকদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার শিক্ষাসহ স্বাস্থ্য গঠন, মানসিক উন্নয়ন, বিনয়ী হওয়া, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হয়। মন-মানসিকতা, চরিত্র ও স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে শরীরের সজীবতা ও মনের প্রফুল্লতা থাকেনা। হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা ও মনুষত্বকে ফুটিয়ে তোলাই জ্ঞান বিকাশে সহায়ক। দেহকে সতেজ ও মনকে প্রফুল্ল রাখা না হলে জ্ঞানার্জনে মারাত্মক ভাটা পড়ে। এজন্যই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষার নামে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিধান মারাত্মক অপরাধতুল্য হয়। মেধা, মনন ও জ্ঞানের তীব্র আকাঙ্খায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে আছেন।

**আমার কথাঃ-** আলী আজম হাইস্কুলে আমার ছাত্র জীবন ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়ে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। ছাত্র জীবনের স্মৃতিচারন করতে হলে আমার সহ-পাঠি বন্ধুদের মধ্যে বর্তমানে দক্ষিণ শ্রীপুরে এ্যাডভোকেট মোঃ ইব্রাহিম ভূঞা, মোঃ জাকারিয়া ভূঞা, বশিকপুরের শহীদ আবুল কাশেম, আজিজুল হক, তাজুল ইসলাম, আবদুল হান্নান, জাফর আহাম্মদ ও আমিনুল ইসলাম মিন্টু; দক্ষিণ তারালিয়ার আবদুল মান্নান ভূঞা ও আবদুল কাদের ভূঞা, কমুয়ার তবারক উল্যাহ, দরবারপুরের নেপাল চন্দ্র নাথসহ স্মরনে না আসা আরও অনেকেই ছিল। শিক্ষকদের স্মৃতিচারনে তখনকার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু সনাতন চক্রবর্ত্তী, কাজী মোঃ ইউছুফ এনাদেরকে আদর্শবান, ন্যায়পরায়ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, বিদ্বান, জ্ঞানী প্রশাসক ও আদর্শ শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি। জগতপুরের জনাব আজিজুল হক, দরবারপুরের জনাব গোলাম কিবরিয়া বশিকপুরের জনাব রফিকুল হোসেন পাটওয়ারী ও উত্তর শ্রীপুর চৌধুরী বাড়ীর জনাব মাহবুব রব্বী (তনু চৌধুরী), ধলিয়া চৌধুরী বাড়ীর জামাতা জনাব আবু তাহের, শরীফ পুরের মৌলভী ছৈয়দ ছায়েদুল হক। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক হিসেবে খাঁন সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরীর সম্পর্কে ভায়রা ভাই ফেনীর পশ্চিম সিলোনিয়া (গোবিন্দপুর) কাজী বাড়ীর হাল ফতেহপুরের আমার মাতামহ কাজী সেরাজ উদ্দিন আহাম্মদ (কাজী মাষ্টার) ও দক্ষিণ শ্রীপুরের জনাব আবদুল গনি (গনি মাষ্টার) সহ জ্ঞান বিতরনে বর্তমানে স্মরনে না আসা খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে আরও কতেক শিক্ষকদেরকে পেয়ে আমরা তখনকার ছাত্ররা ধন্য হয়েছিলাম। তখনকার শিক্ষকরা ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, অংক, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোক বর্তিকা হাতে আমাদের ছাত্রদেরকে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন সার্বভৌম জাতি গঠনের লক্ষ্যে আদর্শ নাগরিক হতে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আমি ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার

আলী আজ্জম উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৬৩ খ্রিঃ এর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের ১ম ব্যাচে এস.এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ফেনী সরকারী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পূর্বেই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফাইনাল পরীক্ষা শেষে উক্ত বিদ্যালয়ে মাত্র ৭৫.০০ টাকা মাসিক বেতনে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। তখন আমার পিতা কাজী ওয়াহিদুর রহমান উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। তখনকার সময়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে আমার পিতা শিক্ষক প্রতিনিধি স্বরূপে পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তখন আলী আজ্জম উচ্চ বিদ্যালয়ে দরবারপুরের বিশিষ্ট সমাজ হিতোষী ইঞ্জিনিয়ার আজিজুর রহমান, জনাব আবদুল বাসেত মজুমদার, বশিকপুরের জনাব রহিম উল্যাহ চৌধুরী, মুন্সীরহাটের জনাব হোসেন হায়দার চৌধুরী, দক্ষিণ তারালিয়ার মোশারফ হোসেন চৌধুরী ও জনাব দাউদ চৌধুরী, উত্তর আনন্দপুরের জনাব জহুর আলম চৌধুরী এবং নোয়াপুরের শেখ নুর উল্যা চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির দ্বারা পরিচালিত ছিল। তখন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন জনাব শেখ নুরউল্যা চৌধুরী এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন সোনাগাজীর জনাব আবদুর রব। শেখ নুর উল্যাহ চৌধুরী ম্যানেজিং কমিটিকে উপেক্ষা করে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বিতর্কিত বিদ্যালয়ের স্বার্থ বিরোধী একপেশে কতেক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির অপরাপর সদস্যগন ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিগন যথাক্রমে আজিজ আহাম্মদ ভূঞা (সেকু মিয়া) ও আজিজুল হক (মুন্সি মিয়া) সহ ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগন সংক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র/শিক্ষক ও এলাকার জনগনের তুমুল আন্দোলন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে দরবারপুর ইউ.পি চেয়ারম্যান জনাব আজিজুল হক (রাশু মিয়া) আন্দোলনে ছাত্র-শিক্ষকের দাবীকে সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাত্র-শিক্ষকগন জাতি গঠনের আন্দোলনের সাথে বিদ্যালয়ের আন্দোলনকারীদের দাবীকেও সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তখন আন্দোলনের এতই তীব্রতা ছিল যে, ক্রীড়া শিক্ষক কাজী গোলাম মোহাম্মদসহ আজিজুল হক (রাশু মিয়া), আজিজ আহাম্মদ ভূঞা (সেকু মিয়া) এবং আজিজুল হক (মুন্সি মিয়া) আইয়ুব বিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনের পুরো ভাগে থেকে আন্দোলনের বিরোধীতাকারী তখনকার মুন্সিরহাট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ নুরউল্যাহ চৌধুরী আন্দোলনকারী দাবীকে অগ্রাহ্য করে চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ না করায় কাজী গোলাম মোহাম্মদ ও রাশু মিয়ার নেতৃত্বে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা তাহার বাড়ী ভষ্মীভুত করে। তখনকার ছাত্র নেতা বর্তমানে 'প্রান্তিক ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরিজম'-এর চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা রোটারিয়ান গোলাম মুস্তাফা এবং কতেক শিক্ষকসহ আমাকে, প্রধান শিক্ষক আবদুর রবকে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী মোঃ ইউনুছ চৌধুরী, কাজী গোলাম মোহাম্মদ, সেকু মিয়া, মুন্সি মিয়াসহ মোট ৮১ জনকে আসামী করে পাকিস্তান রাষ্ট্র বিরোধী মামলা করা হয়। আমাদেরকে পাকিস্তান সরকার গ্রেফতার করে জেল হাজতে রাখা হয়। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর অবশেষে আমরা বেকসুর খালাস পাই। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর দেশ স্বাধীন হয় এবং আমরা আইনী প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান বিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের কেহই তখন জেল-জুলুম ও নির্যাতনের ভয়ে পিছিয়ে যাইনি। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের কেহ সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং কেহ Motivation এর লক্ষ্যে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হই। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অনেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরন করেন। কিন্তু ইতিহাস আজও স্বাধীকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের স্মরন করে। পুরোপুরি অর্থনৈতিক মুক্তির অপেক্ষায় আমরা জ্ঞানের আলো বিতরনের সাথে সাথে দেশের আপামর জনগনকে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বরূপে অর্থনৈতিক মুক্তির আলোর মধ্যে আলোকিত অবস্থায় দেখতে প্রত্যাশা করি।

*(**লেখক:** সাবেক (ইউ.পি.পি) ফেনী মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি, ভুতপূর্ব ছাত্র ও শিক্ষক আলী আজ্জম উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক পরশুরাম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক চাড়িপুর কোব্বাদ আহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়, মহিপাল ফেনী- প্রতিষ্ঠাতা- করইয়া কাজী ওয়াহিদুর রহমান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা: করইয়া কাজী মোমেনা খাতুন এতিম খানা; করইয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা; পরশুরাম গন পাঠাগার; পরশুরাম শিল্পকলা পরিষদ ও একাডেমী।)*

# ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

## মুন্সীরহাট বাজার আউটলেট শাখা

মেইন রোড ফুলগাজী, ফেনী। মোবাঃ ০১৯৭১-৬৩৮৬৮৬

## চাঁদগাজী বাজার আউটলেট শাখা

মেইন রোড ছাগলনাইয়া, ফেনী। মোবাঃ ০১৮১০-৩২২২৪০

## মির্জা বাজার আউটলেট শাখা

মেইন রোড ছাগলনাইয়া, ফেনী। মোবাইলঃ ০১৮১৯-১০৮২৯২



# মামুন ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর

## লেডিস এন্ড জেন্স কালেকশান

প্রোপাইটরঃ আলা উদ্দিন (আলম) মোবাঃ ০১৮৬০৪৫৫৩৩৩

## জনতা বণ্যাক ও ইসলামী ব্যাংক এর সামনে

পুরাতন মুন্সীরহাট মেই রোড, ফুলগাজী, ফেনী।

# দেশ ডেইরী ফার্ম

১ম শাখা একাডেমী, ২য় শাখা ট্রাংক রোড, ফেনী।

মোবাঃ ০১৮২৪-১৬৪০২০, ০১৮১৮৮৬৭৯২৩

# আমার স্কুল জীবনের স্মৃতিময়তা (১৯৫৮-১৯৬৮)

**-বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মুস্তাফা**

১৯৫৮ সালে সেই শিশু বয়সে আমি ভর্তি হলাম আলী আজম ফ্রী প্রাইমারি স্কুলে। আর দশ বছর পর ১৯৬৮ সালে এস.এস.সি পাশের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটলো আমার স্কুল জীবনের। মাঝখানের দশটি বছরের শিশু ও কিশোর বয়সের স্মৃতিময়তা এই পৌঢ় বয়সে এসেও আমার স্মৃতিতে লেপ্টে রয়েছে জীবনের অবিচ্ছেদ অনুষঙ্গ হিসেবে।

প্রাইমারি স্কুলের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক শ্রী চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, শিক্ষক জনাব মোজাম্মেল হক (মজু মিঞা), সুনীল স্যার ও মৌলভী আবদুল হাইকে আজো ভুলিনি। চিত্ত স্যার ছিলেন সৌম্য-দর্শন ফর্সা, ছ'ফুটের মতো লম্বা এবং খুবই ব্যক্তিত্বশালী একজন প্রকৃত আদর্শ শিক্ষক। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিবছর আয়োজিত হতো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পুরো খেলার মাঠকে রঙ্গীন সাজে সাজানো হতো। বছরের এ দিনটা আমাদের কাছে সবসময় বড়ই উৎসব মূখর ও আনন্দঘন হতো এবং আমরা তা উপভোগ করতাম পরিপূর্ণভাবে। স্পোর্টস এর ইভেন্টগুলোতে সবচেয়ে বেশী প্রাইজ পেতো ধোপা বাড়ীর নান্টু, জাফর, মঞ্জু, বাশার-এরা। দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প সহ বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধূলা ছাড়াও "যেমন খুশী তেমন সাজো" সহ থাকতো জারী ও সারী গান। জগতপুরের এরশাদ, বশর, এবাদ উল্লাহ সহ অন্যান্য ছাত্ররা গোল হয়ে মাঠের এক কোনে বসতো। তাদের ছন্দময় হাত তালির সাথে মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথায় গামছা বেঁধে বশর নেচে নেচে গাইতোঃ

মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান যায়
হাজার টেঁয়ার বাগান খাইলোহাঁসসিয়ার ছাগলে
মরি হায়রে হায়!

১৯৬৩ সালে প্রাইমারি সেকসান থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ করে হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর নিজেকে একটু বড় বড় মনে হলো। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় আহমদ আজম খান সাহেবের নাতনী- জামাই শ্রদ্ধেয় ইউসুফ স্যার। খান সাহেবের অনুরোধে উচ্চ পদের সরকারি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত স্বল্প বেতনেতিনি আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হালকা-পাতলা গড়নের টুকটুকে ফর্সা ইউসুফ স্যার ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও ব্যক্তিত্বশালী একজন সুপুরুষ। তখন স্কুলের সহকারি প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী সনাতন চক্রবর্তী। শিক্ষকমন্ডলীর মধ্যে যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁরা হলেন শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, জনাব আবদুল গনী ভূঞা প্রমুখ। আমার আব্বা জনাব আবদুল ওয়াদুদ মাষ্টার সারাজীবন শিক্ষকতা করে ইন্তেকাল করেছিলেন আরো আগে।

আমাদের স্কুলে সবসময় বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে বাৎসরিক মিলাদ হতো। মিলাদ শেষে অবিভাবক সহ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঘন দুধ দিয়ে তেরী মজাদার ফিরনি দিয়ে আপ্যায়িত করা হতো। সুন্দর কাজ করা সিরামিকের প্লেটগুলো আসতো জনাব আলী হায়দার চৌধুরীর পুত্র জনাব হোসেন হায়দার চৌধুরীর বিশাল সিন্দুক থেকে। একটা দৃশ্য আজো আমার মনে পড়ে। ফিরনির ডেকচি থাকতো উত্তর দিকের আদি ভবনটিতে। কিন্তু ফিরনি পরিবেশিত হতো দক্ষিণ দিকের ভবনে। দুই ভবনের মাঝখানে লাইন ধরে স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো ক্লাশ টেন এর ছাত্ররা। তাদের হাত বদল হতে হতে তর তর করে ফিরনি ভর্তি প্লেট চলে যেতো উত্তর ভবন থেকে দক্ষিণ দিকের ভবনে। স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্ররা এবং চলমান প্লেটের সেই দৃশ্য আজো আমাকে আনন্দ দেয়।

সেসময় স্কুলে মুসলমান ছাত্রদেরকে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে পড়াতেন আমাদের শিক্ষক মাওলানা হাবীবুর রহমানের শ্বশুর মাওলানা ছায়েদুল হক (বড় হুজুর)। তিনি বড় ভালো মানুষ ছিলেন। হিন্দু ছাত্রদেরকে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু ধর্ম বিষয়ে পাঠদান করতেন পন্ডিত ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো অনেক উঁচু। পূরা স্কুল-এলাকা কাঁপিয়ে দিয়ে উনি পড়াতেন "অঙ্গারনং শতধৌতং নমচ্ছুতে" ধরনের বাক্য। গনী স্যার পড়াতেন বাংলা। পড়াশুনা ঠিকমতো না পারলে উনি বকা দিতেন। বকা দেয়ার দু'একটি নমুনাঃ বেটা গরু! ছাগল কোথাকার! বান্দর! গাধা! ইত্যাদি। বেত দিয়ে উনি যখন বিভিন্ন কারনে ছাত্রদেরকে পেটাতেন, ব্যথা কম লাগতো। কারণ পিটুনি যতটুকু দিতেন লাফাতেন তার চাইতে বেশী। সে সময় স্কুলের কেরানী ছিলেন জনাব কাজী মনীর উদ্দিন স্যার এবং দফতরী ছিলো আবদুল মালেক।

ইউসুফ স্যারের মৃত্যুর পর নতুন প্রধান শিক্ষক হিসেবে এলেন জনাব আবদুর রব। উনি খুব স্মার্ট ছিলেন। গ্রামীন এ স্কুলে উনি স্যুট-টাই ও ঝাকঝকে স্যু পরে ক্লাশ নিতেন। ওনার সময় স্কুলের পশ্চিম দিকের ভবনটি নির্মিত হয় এবং পশ্চিম-উত্তর কোনায় এবং দক্ষিণ দিকে কলাপসিবল গেট লাগিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনকে সুরক্ষিত করা হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বাধা অগ্রাহ্য করে পূর্ব দিকের পুকুর ভরাট করে স্কুল প্রাঙ্গন সম্প্রসারিত করা হয়। হাতে লেখা মাসিক দেয়াল পত্রিকা বের করা হয়। তাঁতে ছাত্র-শিক্ষকদের লেখা গল্প-কবিতা-ছড়া স্থান পেতো। সকাল বেলা এসেম্বলী প্রথা চালু করা হয়। ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে প্রতিটা ক্লাশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ টিচার ও ক্লাশ-ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে লাইন ধরে সুশৃংখল ভাবে এসে ফ্ল্যাগ-ষ্ট্যান্ড এর সামনে দাঁড়াতো। বিজাতীয় ভাষায় সমস্বরে আমরা গাইতাম পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতঃ

পাক সার জমিন সাদ বাদ
কিশোয়ারে হাসিন সাদ বাদ
তু' নিশানে আজমে আলী সান
আরজে পাকিস্তান
মারকাজে ইয়াকীন সাদ বাদ!

মাসে দু'বার বিতর্ক সভা হতো। বিষয়গুলো ছিলো এ ধরনেরঃ"বিজ্ঞান আশির্বাদ না অভিশাপ", "নারী শিক্ষার সুফল ও কুফল" ইত্যাদি। সাধারণত এসব বিষয়ের পক্ষে থাকতেন অংকের শিক্ষক শ্রী প্রভাকর ভট্টাচার্য্য এবং বিপক্ষে থাকতেন জনাব মোস্তফা মনসুর চৌধুরী স্যার। ছাত্র-ছাত্রীরা পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য দেয়ার পর যুক্তি-তর্ক দিয়ে সমাপনী বক্তব্য দিতেন উপরোক্ত দুই শিক্ষক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন প্রধান শিক্ষক। সবশেষে হাত তুলে পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দিতো উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা। যুক্তি সহকারে সুন্দর বক্তব্য দেয়ার পরেও আবেগের আধিক্য ও ভোটারদের অপরিপক্কতার কারণে হেরে যেতেন প্রভাকর স্যার। রায় হতো 'বিজ্ঞান অভিশাপ', 'নারী শিক্ষা কুফল' নিয়ে আসে। আমি মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতাম, কারণ আমি সবসময় প্রভাকর স্যারের পক্ষে থাকতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, বিজ্ঞান আমাদের জন্য আর্শিবাদ এবং নারী শিক্ষার সুফল অনেক বেশী। সে সময় প্রতি বছর শীতের সময় বাৎসরিক নাটক হতো। ক্লাশ শেষে কয়েক সপ্তাহ ধরে রিহার্সেল হতো। তাতে শিক্ষক সহ আমরা অনেকেই অভিনয় করতাম। ভালো লাগতো। তবে বার্ষিক নাটকের স্বর্ণযুগ ছিলো ১৯৫৪-১৯৬৪ সাল। সে সময় নাট্যকার বিমল মিত্রের লেখা নাটকে অনবদ্য অভিনয় করতেন মুনসীরহাট বাজারের উত্তর দিকের মানু ভাই, পশ্চিম দিকের মিন্টু ভূঁইয়া, ফতেপুরের কালু বাবু, দরবারপুরের কামাল মজুমদার, ধলীয়ার তালেব ভাই, দক্ষিণ আনন্দপুরের 'হাইস্‌তে-কান্দে কাদের ভাই' প্রমূখ।

১৯৬৭ সালে হঠাৎ আমার মনে হলো, ফুলগাজী স্কুলে স্কাউট আছে, কিন্তু আমাদের স্কুলেতো নেই! একদিন সাহস করে প্রধান শিক্ষকের রুমে গিয়ে তোঁতলাতে তোঁতলাতে কম্পিত গলায় বিষয়টি স্যারকে বললাম। প্রথমে উনি রাজী না হলেও শেষ পর্যন্ত নিমরাজী হলেন। অন্য শিক্ষকদের সাথেও দেখা করে তাঁদের সাহায্য চাইলাম। তাঁরাও হেড মাষ্টার মহোদয়কে সুপারিশ করলেন। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটির সভা ডেকে বিষয়টি অনুমোদন নিয়ে মোঃ মোস্তফা নামে একজন স্কাউট শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলো। আমাকে ট্রুপ লিডার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হলো এবং প্রায় ৪০ জন ইচ্ছুক ছাত্রকে স্কাউট হিসেবে বাছাই করা হলো। স্কুল থেকে অতি সামান্য অর্থ প্রদান করা হলো। আমি আমাদের এক খন্ড জমি বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করলাম। শেষ পর্যন্ত মুনসীর হাটের সুলতান দর্জি সাহেব খাকী কাপড় দিয়ে আমাদেরকে স্কাউটের ড্রেস বানিয়ে দিলেন। মাস দু'য়েক স্কাউটিং এর উপর পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণের পর আমরা রঙ্গীন কাপড় দিয়ে মোড়ানো টিনের বাক্স হাতে নিয়ে লাকশাম ও চট্টগ্রামের বিপনি বিতান সহ আসা-যাওয়ার সময় ট্রেনে "আর্নিং উইক" করলাম। ফিরে এসে সব টিনের বাক্স প্রধান শিক্ষকের নিকট জমা করলাম। সকলের সামনে টিনের বাক্সগুলো উনি খুললেন। কয়েন ও নোট সহ বেশ বড় অংকের টাকা পাওয়া গেলো। সে টাকা হাতে দিয়ে স্কাউট টিচারকে ঢাকায় পাঠানো হলো। ৩/৪ দিন পর স্কুলে ড্রাম, বিউগল সহ স্কাউটের যাবতীয় সরঞ্জাম এসে গেলো। স্কুল ছুটির পরে এরপর নব উদ্যমে আমরা স্কাউট সম্পর্কে পড়াশুনা, কুচকাওয়াজ ও ইন্সট্রুমেন্ট চালানো শুরু করলাম, স্কুল ও বাজারে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন করলাম এবং সকলের উচ্চসিত প্রশংসা ও স্নেহাশীষে সিক্ত হলাম। ১৯৬৭-৬৮ সালে ধারণকৃত এসব কর্মকান্ডের কিছু ছবি এ লেখার সাথে ছাপানো হলো যেখানে স্কুলের উত্তর দিকের প্রথম ও প্রাচীন ভবনটি দেখা যাবে, যা একটি ঐতিহাসিক ছবি বলে বিবেচিত হতে পারে।



আলী আজম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আবদুর রব কর্তৃক স্কাউটদের কার্যক্রম পরিদর্শন। ছড়ি হাতে স্কাউট ট্রুপ লীডার গোলাম মুস্তাফা। ০৮-১১-১৯৬৭



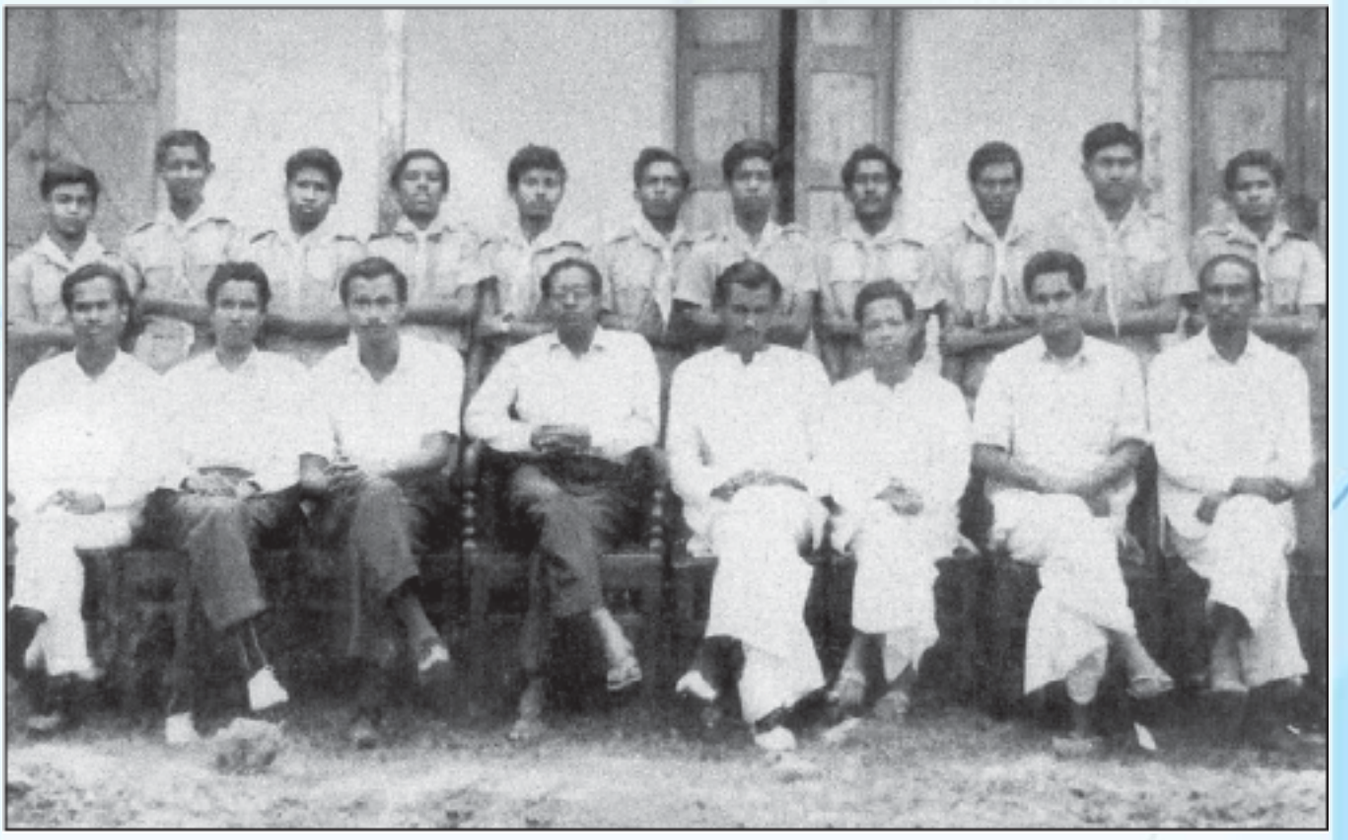
১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ৬ দফা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নারায়ণগঞ্জে মনু মিয়া শহীদ হন। প্রতিবাদে ফেনীর মুন্সীরহাটে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন তরুন ছাত্র নেতা গোলাম মুস্তাফা। ০৮-০৬-১৯৬৬



আলী আজম হাই স্কুলের স্কাউট ট্রুপ লীডার গোলাম মুস্তাফার নেতৃত্বে স্কাউটদের পরিচ্ছন্নতা অভিযান। ০৭-১১-১৯৬৭



আর্নিং উইক এ রওনা হওয়ার প্রাক্কালে স্কাউটদেরকে ব্রিফিং দিচ্ছেন ট্রুপ লীডার গোলাম মুস্তাফা।০৯-১১-১৯৬৭



**আলী আজম হাই স্কুলের শিক্ষকদের সাথে ট্রুপ লিডার গোলাম মুস্তাফা সহ স্কাউটগণ। ০৯-১১-১৯৬৭**

প্রসঙ্গক্রমে আবার আব্বার কথা বলতে হয়। আমার আব্বা আবদুল ওয়াদুদ মাষ্টার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ. এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিসটিঙ্কশন সহ বি.এ. পাশ করার পর খান সাহেবের অনুরোধে সরকারি চাকুরি না নিয়ে আলী আজম ফ্রী প্রাইমারী স্কুলকে জুনিয়র হাই স্কুলে (৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) রুপান্তরের কর্মকান্ডে যোগ দেন। প্রয়োজনীয় জমি খান সাহেব দান করেন। কিছু নগদ অর্থও তিনি দান করেন। জনসাধারনের কাছ থেকে ধান ও অর্থ সংগ্রহ করে স্কুলের উন্নয়নের সাথে এলাকার সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনার কথা খান সাহেবকে জানালে খান সাহেব প্রফুল্ল চিত্তে তাতে সম্মতি প্রদান করেন। সে বছর অগ্রহায়ণ মাসে উত্তর শ্রীপুরের গনী মাষ্টার ও বশীকপুর চৌধুরী বাড়ীর জনাব রহীম উল্লাহ চৌধুরী সাহেবকে সাথে নিয়ে আব্বা পাঁয়ে হেঁটে গ্রামের পর গ্রাম যান এবং স্কুলের জন্য দান হিসেবে বিপুল পরিমান ধান সংগ্রহ করেন। পূরা এলাকায় হুলুস্থুল পড়ে যায়। উৎসাহের আতিশয্যে অনেকে নিজ উদ্যোগে স্কুল চত্বরে সংরক্ষিত রুমে ধান পৌঁছে দেন। তখন আমাদের এলাকার মানুষ চাকুরী ও ব্যবসা উপলক্ষ্যে বার্মা, তথা রেঙ্গুন যেতো। আব্বা সহ তাঁরা তিনজন সুদূর বার্মা গিয়ে প্রবাসীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেন। এভাবে ধান বিক্রির টাকা, জনগণ ও প্রবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহিত অনুদান ও খান সাহেবের অর্থে স্কুল চত্বরের উত্তর দিকে স্কুলের প্রথম পাকা ভবনটি নির্মিত হয়। ইতিমধ্যে সরকারি চাকুরীর চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে আব্বা শিক্ষক হিসেবে স্কুলের চাকুরীতে যোগদান করেন।

১৯৪৩ সালে পূরা বাংলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্য সংকট ভয়াবহ রূপ ধারন করে। শহর-বন্দর-নগর-গ্রামে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। তখন সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হতো। শষ্য উৎপাদন নির্ভর করতো প্রকৃতির উপর। প্রতি একরে বা কানীতে শষ্য উৎপাদনের হার ছিলো খুবই কম। আব্বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়টি খান সাহেবকে জানান। খান সাহেবের পরামর্শে স্কুল থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে আব্বা কোলকাতা চলে যান এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করেন। মুনসীর হাটে ফিরে এসে খান সাহেবের সহযোগিতায় আব্বা স্কুলের মাঠের একাংশে ও স্কুল চত্বরে দু'টি মডেল কৃষি ফার্ম স্থাপন করেন। কোলকাতা থেকে

আনা উন্নত মানের বীজ দিয়ে স্কুল চত্বরের ক্ষেতটিতে তিনি উন্নত মানের আলু, টমেটো, বেগুন, মূলা, মরিচ, ফুলকপি ও বাধাকপি চাষ করেন। স্কুলের মাঠের খামারটিতে এমনভাবে সারিবদ্ধভাবে ধান, পাট, গম ও ভূট্টার চাষ করেন যাতে সূর্য্যের আলোও বাতাস প্রতিটি চারার গায়ে লাগে। ব্যবহার করেন স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত অর্গানিক সার। উভয় খামারেই সবুজ, সহেজ ও সবল হয়ে গাছগুলো বেড়ে উঠে, ফলন হয় অভাবিত রকমের বেশী। চারিদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার চাষি ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে চাষিরা এসে, দেখেও বুঝে উৎসাহিত হয় এবং নিজ নিজ জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেন। এতে তারা বিপুল ও অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করে লাভবান হন। উল্লেখ্য যে, মডেল খামারের উৎপাদিত ফসল সবটাই উন্নত জাতের বীজ হিসেবে আব্বা বিনা মুল্যে আগ্রহী কৃষকদের হাতে তুলে দেন।

প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ করতে চাই যে, প্রাইমারি থেকে আমাদের প্রাণের এই বিদ্যালয়টি জুনিয়র হয়ে পরবর্তীতে হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং আমার আব্বা আজীবন সূনাম ও তৃপ্তির সাথে শিক্ষকতা করে লিভার সিরোসীসে আক্রান্ত হয়ে ৬ মে, ১৯৫৫ সালে পরলোকগমন করেন। আব্বার অসুস্থতার সময় আমার বড় ভাই গোলাম কিবরিয়াও মাস তিনেক আব্বার বদলা শিক্ষক হিসেবে এ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ভাইয়া তখন আব্বার মতোই কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি নিজেও অত্র স্কুলের ছাত্র ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পরে সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

শতবর্ষ উদযাপনের আজকের এই মহতী দিনে তাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি আমাদের এলাকার ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ খান সাহেব আহাম্মদ আজম মহোদয় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে যাঁদের অবদানে অত্র এলাকা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে, উন্নত হয়েছে জীবন যাত্রা। আরো স্মরণ করছি আমার আব্বা আবদুল ওয়াদুদ মাষ্টার, গনী মাষ্টার ও রহীম উল্লাহ চৌধুরী সাহেব সহ সেইসব নিবেদিত প্রান গ্রণীজন সহ সাধারণ জনগণকে যাঁরা এককভাবে এবং সম্মিলিতভাবে খান সাহেবের পাশে থেকে আলী আজম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছিলেন। আল্লাহপাক/বিধাতা তাঁদের সকলকে যেন বেহেস্ত/স্বর্গ নসীব করেন এ প্রার্থনাই আজ করছি কায়োমনবাক্যে।





**Sakhawat Hossain Chowdhury (Nipun)**
MBS (Accounting)
Managing Director

144, Alpana Plaza, 51 New Elephant Road, Dhaka-1205
Mob: +88 01711-027582, +88 01917-755622
E-mail: sakhawat.nipun.chy@gmail.com, www.facebook.com/tabassumfashionbd

# আমার আপন কথা

**সাইফুদ্দিন শাহীন**
প্রাক্তন ছাত্র

উনিশ শ উন আশির রৌদ্রকরজ্জ্বোল এক সকালে আমার বিদ্যুৎসাহী বাবার হাত ধরে ভয় ও আনন্দের এক মিশ্র অনুভূতিকে সাথে নিয়ে আমি মুন্সীর হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম। রেল স্টেশন পার হয়ে বাবার কনিষ্ট আঙ্গুল ধরে যতই স্কুলের কাছাকাছি যাচ্ছিলাম ততই আমার শিশু মনে স্বপ্ন, কল্পনা আবেগ আর মুগ্ধতা ভর করছিল। জীবনে প্রথম স্কুলে যাবার অনুভূতি মনে হয় সকলেরই প্রায় একই রকম। আমার অনুভূতিও হয়তো তাই আমাদের স্কুলের সামনেই বিশাল মাঠ, আর স্কুলের ভিতরে আরেকটি ছোট মাঠ, বলা যায় মাঠের পর মাঠ। উত্তর পূর্ব কোনে মুচিদের বাড়ী,পূর্বে রেল স্টেশন, পশ্চিমে মাদ্রাসা, দক্ষিণে মুন্সীর হাট কমুয়া রাস্তা, রাস্তার ওপাশে সবুজ ধানের মাঠ। স্কুলে ভর্তি হয়েই আমার প্রথম চোখ পড়ে মুচিদের ঘন ঝোপ জঙ্গল, বেতবন আর কয়েকটি তাল ও খেজুর গাছের দিকে। এই গাছে আর জঙ্গলে বকের বাসা। জঙ্গলের পূর্বে রেল লাইন, দক্ষিণে রেলওয়ের জলাশয়। এই জলাশয় থেকে মাছ ক্ষেতেই মূলত এখানে বকের আনা গোনা। আমার খুব ইচ্ছে হত যদি যেতে পারতাম মুচিদের বাড়ি। আমার আশা পূর্ন হয়ে গেল। একদিন আমি আবিস্কার করলাম আমার সহপাঠি বন্ধু বিমল কে। বিমল এই মুচি বাড়ীরই ছেলে। বিমলের সাথে আমি ভাব জমালাম। আর একদিন বায়না ধরলাম আমি বললাম তোমাদের বাড়ি যাবো। বিমল আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। আমি সেই তাল খেজুরের বাগানের ভিতর ঘুরে বেড়ালাম। মাসিমা আমাকে নাড়ু, খই, মুড়ি খেতে দিলেন। সেই স্মৃতি এখনো আমার কাছে জীবন্ত। সেই মুচি বাড়ীর জঙ্গল, স্কুলের মাঠ, মাঠের মধ্যে বয়ে যাওয়া বসন্তের হওয়ায় আমার প্রকৃতি পাঠ শুরু হয় বিশ্বজিৎ সার, নারায়ন স্যার, জাফর স্যার, বেলা ম্যাডাম, জলিল স্যার আমার জীবনের এই আদর্শ মানুষগুলোর ডাস্টার আর বেত হাতে ক্লাসে আসার স্মৃতি, আমার আজও মনে পড়ে। শ্রেণি কক্ষের বেঞ্চে, গাদাগাদি করে বসা, অনেক বেঞ্চে ঘুনে ধরে যাওয়া, ফুটো হয়ে যাওয়া সেই বেঞ্চে বসে আমাদের স্কুলের সোনালী সময় বয়ে যেত। এখনো মনে পড়ে, স্কুলের পাশের বাড়ির সেই বৃদ্ধ আঁচার বিক্রেতা চাচাকে, যার এক চোখ অন্ধ ছিল। একটা বড় বলের মধ্যে তিনি বিক্রি করতেন আচার, জলপাই ডালিম, তেতুল, বড়ই কত ধরনের আঁচাড় ছিল যা ছিল হলুদ রং দেয়া সেই আচাড় গুলো আজও জ্বিভে লেগে আছে। এখন মনে হয় সেগুলো তেমন স্বাস্থ্য সম্মত ছিলো না। কিন্তু তখন কি যে, অমৃতের মত লাগতো। আচার বিক্রেতা সেই চাচা এখন আর হয়তো বেচে নেই। কিন্তু তার আচার আমার স্মৃতির নোঙ্গরে পালতুলে উড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই পাঁচটি বছর আনন্দেই না কেটেছে তখন। আমার মনোজগতে তখনই জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে ঠুকে পড়েছিল- রবীন্দ্রনাথ, রণ সংগীতের মাধ্যমে নজরুল, আর 'রাম গরুয়ের ছানা/ হাসতে তাদের মানা/হাসির কথা শুনলে বলে/ হাসবো না না''- এই ছড়া পড়ে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সুকুমার রায়। আমৃত্যু তাদের সেই সাহিত্য রস মাথায় এবং বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি। স্কুলের পশ্চিম দিকে এবং মাদ্রাসার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তা। ভাঙ্গা জানালার বাঁকা রডের ফাঁক দিয়ে আমরা মাঝে মাঝে সেই রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যেতাম স্কুল থেকে, মুন্সীর হাট বাজারে। বাজারে এসে শুনতাম আলামত কবিরাজের যৌবন শক্তি ফলের টনিক এর ক্যানভাস। হামমোনিয়াম, ঢোল মন্দিরা বেজে উঠত। রুনু সরকার গাইতেন। আমি রূপ নগরের রাজকন্যা/ রূপের যাদু এনেছি/ ইরান তুরান পাড় হইয়া/ মুন্সীর হাটে এসেছি।'' লোকজন জমে গেলে ভিড় ঠেলে বৃত্তের মতো জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেতেন আলামত কবিরাজ। তখন গাইতো/ বন্ধু আইলানারে বন্ধু খাইলানারে, তিন লতার গুল্লিরে, দিয়াছে ন্যাংটা পাগলায়। পরদিন যখন স্কুলে যেতাম স্কুল পালিয়ে যাওয়ার জন্য কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা বেতের বারি খেতে হতো। তবুও আলামত কবিরাজের সেই গান-গুলোর লোভ সামলাতে পারতামনা। ১৯৮৪ সালে আমি আলী আজ্জম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে খুব একটা ভয় কাজ করেনি। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল একই ক্যাম্পাসে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়াকালীন সময় আমি একই ক্যাম্পাসে পড়েছি। মাধ্যমিকে স্যারেরা তাই সবাই আমার পরিচিত ছিল। আমাদের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল হক স্যার, সহকারী প্রধান শিক্ষক ইউছুপ স্যার, আর একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক নারায়ন স্যার, আমাদের স্কাউটস্ এবং বাংলা বিষয়ের শিক্ষক দিদার স্যার, ইংরেজী শিক্ষক হেদায়েত স্যার, খায়ের স্যার, অংকের শিক্ষক আবদুর রউফ স্যার, জসিম স্যার, আউয়াল স্যার, সত্তার স্যার, ছিদ্দিক স্যার, হুজুর স্যার, তাহের স্যার সহ অন্যান্য স্যারের সান্নিধ্য পেতে থাকলাম এবং তাদের কাছ থেকে জানলাম জীবন ও জগতের বিশালত্ব। একটি প্রাগ্রসর আধুনিক জীবনের যে, আকাঙ্খা সেটি আমাদের গ্রামীণ জনজীবনে জন মানসে বিস্তার ঘটেছিল তার হাওয়া আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এসে লেগেছিল। উনিশ শ পঁচাশি কি ছিয়াশি সালের দিকে তৎকালীন মন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল জাফর ইমাম বিক্রমের মাধ্যমে আমাদের এলাকার বিদ্যুৎ চলে আসে। সেই সাথে জনজীবনে একটা ব্যাপক পরির্তন হয়। ঘরে ঘরে টেলিভিশন এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা বাড়তে থাকে। আমাদের স্কুলেও আসে একটি পরিবর্তন। শিক্ষার্থীদের মনজগতেও আস্তে আস্তে আধুনিকতা বিকশিত হতে থাকে। আমাদের শিক্ষকদের মাধ্যমে এ বিকাশমান আধুনকিতার আবশ্যকতা সম্পর্কে জানতে পারি। ক্লাস সিঙে ভর্তি হয়েই দিদার স্যারের মাধ্যমে স্কাউট টিমে আমার স্থান হয়। স্কাউটিং আমার জীবনের এক মায়াবী আকর্ষণ। জলের ছোঁয়া পেলে যেমন গাছের

পাতা সজিব হয়ে উঠে, স্কাউটিং তেমনি আমাকে সজিব করে তুলেছিল। আত্ম নির্ভরতা, নিয়মানুবর্তিতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, প্রার্থনা, মানব সেবা আর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা আমি স্কাউটিং থেকে শিখেছিলাম। কালিয়াকৈর মৌচাকে, প্রথম জাম্বুরিতে যাওয়ার স্মৃতি তাবু পরিদর্শন, প্রার্থনা, সংগীত, তাবু জলশা, পাতিল মাজা আর রান্না করার মত বিষয়গুলো জীবন অভিজ্ঞতার জারকরসে সিঞ্চিত হয়ে আমার আমি কে ব্যাপ্ত করে তোলে। উপজেলা জেলায় বিভাগে অনেক জায়গায় তাবু ঘাটিয়ে স্কাউটার হিসাবে গঠিত জীবন যাপনে নিজেকে আত্মস্থ করেছি। স্কাউট লিডার হিসাবে লিডারশীপের কিছু যোগ্যতা হয়তো তখন অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমার ছাত্র রাজনীতিতে তা অনেক কাজে লেগেছিল এবং আমার মধ্যে সংস্কৃতি চর্চার পোকা বাসা বেধে আছে তার ভিত্তিও বোধহয় এখানে। তাবু জলশায় নাটক, ডিসপ্লে, গান, প্রার্থনা সংগীত এইসব আমার জীবনে সংস্কৃতি চর্চার শেকড় গেঁথে দিয়েছিল। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিশালত্বে নিজেকে ভাসিয়েছি এখনও হয়তো ভাসমান আছি। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ কত কিছুই লিখি। কিন্তু আমার লেখার হাতে খড়ি হয়েছিল 'দ্রোহের অন্তরে বহ্নি" নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের মাধ্যমে। যেখানে আমার প্রকাশিত হয়েছিল নষ্ট সমাজের তুষ্ট মানুষ নামক একটি প্রবন্ধ। ছাত্র জীবনে লেখা শুরু। শিক্ষকতা জীবনে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতার বই ''শেকড় সন্ধির পানে'' এরপর প্রকাশিত হয় আমার গল্প গ্রন্থ ''যুদ্ধ দিনের বেহুলা'' তারপর একে একে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ 'আঙ্গুল ছুঁয়েছে আকাশ'' ও জল রঙের প্রেম, লিখে যাচ্ছি নিজের জন্য তবুও যদি আমার লেখক সত্তার ভিতর থেকে যদি আলো বেরিয়ে যায় তা হয়তো পাঠক সমাজকে কিছুটা আলোকিত করতে পারে। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় থেকে কত কবি সাহিত্যিক না জন্মেছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে অসামান্য অবদান। বীর মুক্তিযোদ্ধা লেখক রোটারিয়ান গোলাম মোস্তফা সম্পাদনা করেছেন ''ফেনী বিলোনিয়া রনাঙ্গনের একপ্রান্তর, যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি, আমি রোটারীর কথা বলিতে ব্যাকুল। সাবেক অতিরিক্ত সচিব মঈনুদ্দিন কাজল এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। মুক্তিযোদ্ধা এই কথা সাহিত্যিক এর সাহিত্য গড়ে উঠেছে মূলতঃ ফেনী বিলোনিয়া রনাঙ্গনের যুদ্ধ দিয়ে। তিনি প্রকাশ করেছেন গল্পগ্রন্থ- হৃদয়ের সুর, চারদিকে রাজাকার, ঘরের ভিতর শাপ, তোমার মাঝে আলো দেখেছি, রূপবতী, চন্দ্রালোকিত রাত, বৈশাখী মেয়ে সহ অসংখ্য গল্প গ্রন্থ ও উপন্যাস। জিন্না চৌধুরী এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি মূলত কবি ও ছড়াকার। চট্টগ্রাম সাহিত্য একাডেমীর প্রাক্তন মহাসচিব। বাংলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তার গল্পগ্রন্থ হরিন চোখের প্রজাপতি, বুকের ভিতর পূর্নিমা চাঁদ, মধ্য রাতের স্বপ্ন ভঙ্গ প্রভৃতি। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সাইফুর রহমান চৌধুরী একজন ব্যাংকার ও লেখক। তিনি গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক লেখক। যাদের সম্পর্কে হয়তো আমার জানা নেই। এই বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে সাহিত্যের উন্মাদনা নিয়ে অনেক ছাত্রই সারাজীবন মগ্ন থেকেছেন সাহিত্য চর্চায়।

আমার বোধের মধ্যে আলী আজম স্কুল জেগে থাকে গ্রীক পৌরানিকের সেই আগুনের দেবতা প্রমিথিউসের মত এই বিদ্যালয় আমার আলোক বর্তিকা। আমি একে ধারন করি বুকের মধ্যে। হয়তো আমৃত্যু তাই করে যাবো।

লেখক কবি, কথা সাহিত্যিক ও বাচিক শিল্পী


**শিক্ষায় সম্মান - অশিক্ষায় অপমান, সুশিক্ষার জন্য বৃদ্ধি পাক শিক্ষার মান।**

**এই প্রত্যাশায়.....**

## আলী আজম স্কুল-এর শতবর্ষ উদযাপনে শুভেচ্ছা-



Md. Forid Uddin

**Select Auto**

Automobiles importer & sales centre

Director

**Nowshin Nowrin Enterprise**

Proprietor

KA-96, Kuril Biswa Road, Progati Sarani, Aatara, Dhaka-1229

Tel: +88 02 8416294-5, Mob: +88 01676-028515, 01819-292953

Email: selectauto2016@yahoo.com

# আলী আজম স্কুল এ্যান্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন গঠনের পেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

**- লায়ন মুহাম্মদ ইউসুফ ভূঁইয়া**

১৯০৬ ইং সনে বিশিষ্ট দানবীর, শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবক খান সাহেব আহম্মদ আজম চৌধুরী এলাকাবাসীর সহযোগিতায় উত্তর শ্রীপুর গ্রামে তার পিতা মরহুম আলী আজম চৌধুরীর নামে প্রথমে আলী আজম মধ্য বাংলা স্কুল ও পরবর্তিতে আলী আজম মধ্য ইংরেজী স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ইং সালে আলী আজম হাই স্কুল হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরকারী ভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টিকে মান উন্নয়ন করে উচ্চ মাধ্যমিক (মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) শ্রেণী চালু করে এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০০০ইং সনে কলেজ শাখা এমপিও ভুক্ত হয়।

জন্ম লগ্ন থেকে এই বিদ্যালয়টি শিক্ষার গুনগতমানের ক্ষেত্রে গৌরবের শীর্ষে অবস্থান করে, যা অদ্যাবধি সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শত বছরের ব্যবধানে এই স্কুলে পাঠ করেছেন দেশের অনেক জ্ঞানী ও গুনীজন। বিদ্যালয়ের অগনিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট ফোরাম বা প্লাটফর্ম না থাকার কারনে আনুষ্ঠানিকভাবে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী একত্রিত হওয়ার কিংবা বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহনের সুযোগ হয়ে ওঠে না। একজনের জন্য যা কঠিন দশ জনের জন্য তা সহজ।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও গভর্নিং বডির সভাপতি সফল ব্যবসায়ী অত্র স্কুলের ১৯৮৬ সনের এস.এস.সি ব্যাচ এর ছাত্র জনাব শেখ আবদুল্লাহ, ব্যাংকার জনাব মাহাতাব উদ্দিন রইছ সুমন, ব্যবসায়ী লায়ন হারুন-উর-রশিদ পিএম জে এফ ও ব্যবসায়ী রোটারিয়ান রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী এই বিষয়ে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাথমিকভাবে আলাপ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে সকলের একান্ত ইচ্ছায় ও উৎসাহে গত ১১/১২/২০২০ইং তারিখ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় ৭৮, নয়া পল্টনস্থ সনজরী টাওয়ার-এ আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের অফিসে আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভার আয়োজন করা হয় । এ সভায় আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি এলামনাই এসোসিয়েশন (Ali Azam School and College Alumni Association ) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সভায় বিদ্যালয়ের এস.এস.সি ১৯৮২ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র লায়ন মুহাম্মাদ ইউসুফ ভূঁইয়া উক্ত এসোসিয়েশনের একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দিলে, এস.এস.সি ১৯৮৩ ব্যাচের ছাত্র জনাব আরিফুর রহমান মুরাদ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করলিে সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সর্ব সম্মতিক্রমে জনাব আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ কে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো গঠন করা হয়। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন স্বাপেক্ষে কার্য নির্বাহী পরিষদ সদস্য পদ ও সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগও রাখা হয়। উক্ত সভায় আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ ''আলী আজম স্কুল''এর শতবর্ষ উদযাপন করার প্রস্তাব দিলে সর্ব সম্মতিক্রমে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মাধ্যমে তা প্রস্তাব আকারে গৃহীত হয়।

**লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য :**

'এক উদ্দেশ্য, এক মিশন, এক স্বপ্ন, এক সাথে'-এ স্লোগান ধারন করে এলামনাই এসোসিয়েশনের পথ চলা শুরু।

"আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ" অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সহায়তামূলক এবং সমাজ কল্যাণমূলক সাংস্কৃতিক সংগঠন।

**(ক)** আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সমন্বয় ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা এবং প্রয়োজনে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহন করা।

(খ) অ্যালামনাইদের জন্য সমাবেশ, পূনর্মিলনী, শতবর্ষ উদ্‌যাপন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, ইফতার পার্টি, এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস, বিভিন্ন জাতীয় দিবস, আমোদ ভ্রমন ও শিক্ষা ভ্রমন ইত্যাদির আয়োজন করা।

(গ) অ্যালামনাইদের মানসিক এবং শারীরিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কনফারেন্স- সংস্কৃতি- ক্রীড়া - গবেষনা - আপ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) 'আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-এর শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির নিমিত্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করা।

(ঙ) অত্র বিদ্যালয়ের এবং মুন্সীরহাট এলাকার গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা এবং এই বিষয়ে পৃথক একটি কল্যান তহবিল গঠন করা। এছাড়া, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষাসহ ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা।

(চ) এসোসিয়েশনের আওতায় একটি পৃথক উপ-বৃত্তি তহবিল গঠনের মাধ্যমে মেধাবী অথচ অপেক্ষাকৃত কম স্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করা।

(ছ) এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

(জ) অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এলাকার প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা।

(ঝ) অত্র এলাকার স্বীকৃত গুনীজনদেরকে সন্মাননা জ্ঞাপন করা।

(ঞ) নিয়মিত বুলেটিন, সাময়িকী, পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

এই এলামনাই এসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই প্রত্যাশা রইলো।


Laptop, Computer, Tv, Monitor
& All Mi Product Available Here





Sahadat Hossain Chowdhury
Managing Partner
Mob: +88 01929-005 979, 01816-247 378m E-mail: novointl@gmail.com

NT Novo Technology

Shop # 801,level-8 ,ECS Computer City Center 69 -71, New Elephent Road, Dhaka-1205,

# একজন সচেতন অভিভাবক

- বি. এম. মসি উদ্দিন রইছ এম.আই.পি.এম.
প্রাক্তন ছাত্র

আমি এমন পিতাকে দেখেছি, যিনি তার জীবনে দারীদ্রতা ও অসচেতনতার অভাবে আক্ষরিক জ্ঞান আহরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, পেশায় একজন দিন মজুর, আর্থিকভাবে একেবারেই অসচ্ছল। কিন্তু, সন্তানকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। আবার, এমন মাকেও দেখেছি, যিনি নারী হয়েও সন্তানের পিতার অবর্তমানে দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভূমিকা সাহসীকতার সাথে পালন করছেন। তাই, সন্তানকে বিদ্যাপীঠে পাঠানোর পর থেকে প্রতি মাসে দুই-একবার তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে ভুল করেন না। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, সন্তানকে বিদ্যাপীঠে ভর্তি করানোর পর অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং দায়িত্ব আগের চাইতে অনেক বেড়ে যায়। প্রায়ই তিনি তার ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে সুযোগ পেলেই ছুটে যান তার সন্তানের বিদ্যাপীঠে। শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জেনে নেন, তার ছেলে বা মেয়ের পড়াশুনার অগ্রগতি, তার আচার-আচরণ, কোথায় তার ঘাটতী। স্কুলের শিক্ষকরাও বেশ আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীটির উপর বিশেষ নজর রাখেন, কারণ শিক্ষকরা এ ধরণের অভিভাবকের দায়িত্ব সচেতনতা দেখে নিজেরাই বেশ অভিভূত। তাই বাবা-মায়ের মতন শিক্ষকরাও স্বপ্ন দেখেন এই ছাত্রকে নিয়ে। একসময় সে একজন সফল মানুষ হবে। শুধু তার নিজেকে নয়, পরিবারকে নয় সেসাথে আলোকিত করবে তার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বকে।

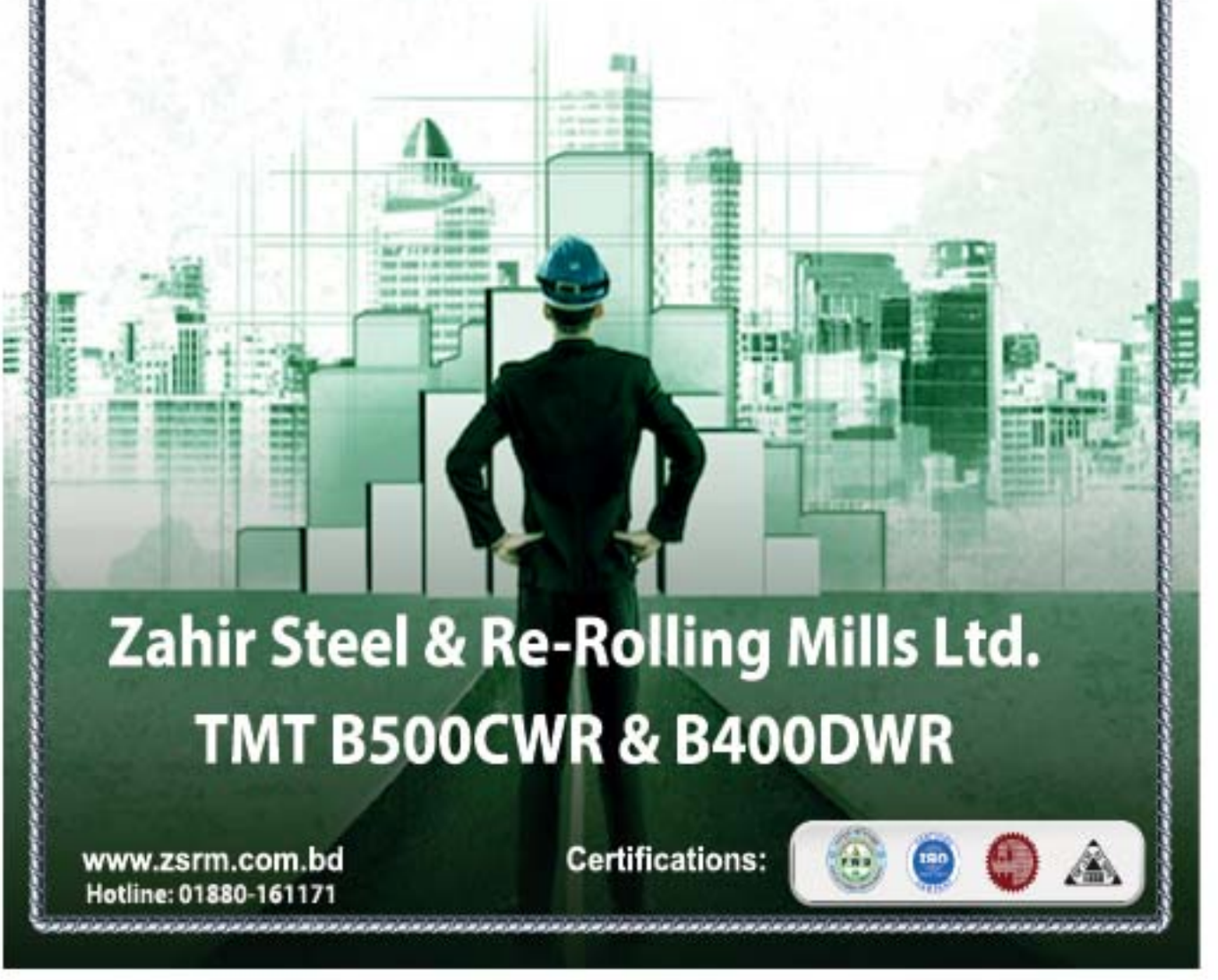
শুধুমাত্র সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠদানকে যথেষ্ট মনে না করে প্রতিটি পিতা-মাতার উচিত তার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ তার সন্তানের মেধা বিকাশের জন্য খরচ করা। আপনার সাধ্যমতন প্রতিদিন তার খাদ্য তালিকায় পুষ্টিযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করা। ছোটকালে আপনার সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে অধিকতর যত্নবান হউন। সন্তানের ছোট ছোট চাহিদাগুলোকে সাধ্যের ভেতরে হলে চেষ্টা করবেন পূরণ করতে। যে চাহিদাটি তার জন্য বিলাসীতা বা অপ্রয়োজনীয় তাকে সেটা না দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করুন। মাঝেমধ্যে তাকে অভাবটাও বোঝার সুযোগ দিন। আবার এটাও খেয়াল রাখতে হবে, আপনার সন্তানের বেশ-ভূষণে এতোটা অভাব প্রতিফলিত যেনো না হয়, যাতে তাকে সহপাঠিদের কাছে মন ছোট করে থাকতে না হয়। সন্তানকে প্রয়োজনে শাসন করবেন, তবে কখনও আপনার পরিবারের বাহিরের কারও সামনে নয়। মনে রাখবেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। সন্তান ফলাফল যেরকমই করুক, যদি তা আপনার আশানুরূপ না হয় তাকে খুব বেশী বকাঝকা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, অনেক সময় কিছু ছেলে-মেয়ে থাকে বেশ আবেগপ্রবণ, অভিমাণী। ফলে কখনও কখনও অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনাও ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে রাখবেন, শিশুকাল থেকে আপনার সন্তানকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ঘরে এবং বাহিরে আপনার ছেলে-মেয়ের সাথে সবসময় বন্ধুর মতন আচরণ করুন। সন্তানকে একটা মজার বই উপহার দিন, শিক্ষনীয় একটা গল্প বলুন। ছোটকাল থেকে আপনার সন্তান কার সাথে মিশে, কোথায় যায় এবং কী করে সবসময় খেয়াল রাখুন। সময় মতন ঘরে না ফিরা, ঘরের রুম বন্ধ করে একাকী থাকা, গভীর রাত পর্যন্ত কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহার করা এই বিষয়গুলো আলাপচারিতার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করুন। যেকোন বিষয়ে আপনার সন্তানকে সবসময় পজেটিভ চিন্তা করার অভ্যেস তৈরি করে দিন, নেগেটিভ নয়। মাঝে-মধ্যে সংসারের টুকি-টাকি কাজ তাকে দিয়ে করান, এতে আপনার কিছু ক্ষতিসাধন হতে পারে, হোক। কিন্তু, এতে করে আপনার সন্তান বুঝবে, আপনি না থাকলে এসব তাকেই করতে হবে, কারণ আপনার অবর্তমানে এসবের সে-ই মালিক। নিজের সন্তানের মাঝে মিতব্যয়ী হওয়ার, সঞ্চয়ী হওয়ার, দান করার, চলার পথে মানুষসহ যেকোন প্রাণীর উপকার করার অভ্যাসকে ধীরে ধীরে সু-দৃঢ় করতে আপনার ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডে তাকে জড়িত থাকার উৎসাহ দিন। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার জন্য মাসিক সঞ্চয় করুন অথবা নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ করুন। আপনার ঘরের আশেপাশে যদি অনাবাদী জমি থাকে সেখানে মূল্যবান কাঠের চারাগাছ লাগিয়ে দিন। আপনার সন্তানও যেমনি বড় হচ্ছে, তেমনি আপনার সন্তানের লাগানো মূল্যবান কাঠের চারাগাছটি নিয়মিত পরিচর্যায় ১০/১৫ বছর পর একসময় ভালো মূল্যে বিক্রী করে সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অনেক সময় অনেক সন্তান আছে যারা পড়াশুনার সাধারণ লাইনে ভালো করেনা কিন্তু অত্যধিক আগ্রহ থাকার কারনে কারি-গরী লাইনে সফল হয়। আর সেটা বুঝতে হলে অভিভাবক হিসেবে আপনি আপনার সন্তানের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

ZSRM

Born to Bond

100%
Core Steel

# PREFER
## STRONG STEEL
## for your Construction.



## Zahir Steel & Re-Rolling Mills Ltd.

## TMT B500CWR & B400DWR

www.zsrm.com.bd
Hotline: 01880-161171

Certifications:

# আমার স্মৃতিতে আলী আজম স্কুল : সত্তর দশক

–সাইফুর রহমান চৌধুরী
প্রাক্তন ছাত্র

১৯৬৯ সালে আমি ফেনী সেন্ট্রাল প্রাইমারী স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পাঠরত ছিলাম। কিন্তু ১৯৭০ এ নির্বাচনী ডামাডোলের সময় আম্মা আমাদেরকে নিয়ে ফেনী শহরের উকিল পাড়ার বাসা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে, মানে মুন্সিরহাটে চলে আসলেন। আব্বা তখন চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে চাকুরীরত। মুন্সিরহাট আসার পর আলী আজম প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হলাম। তখন আলী আজম হাই স্কুল ও প্রাইমারী স্কুল একই আঙ্গিনার ভেতরে ছিল। বর্তমান আলী আজম হাই স্কুলের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ভবনেই আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়। চিত্তরঞ্জন স্যারের কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাদের প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রাইমারী স্কুলে খালেক স্যার ও শশী স্যারের কথাও মনে পড়ছে। একদিন আমরা ছাত্ররা সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলাম শপথ অনুষ্ঠান ও জাতীয় সঙ্গীত গাইবার জন্যে।

জাতীয় সঙ্গীতের দু'টো লাইন মনে আছে–
"পাক সার জমীন শাদবাদ
হুশিয়ারে জমীন শাদবাদ।"

এই পর্যন্তই। আর তেমন কোনো স্মৃতি হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পারিনি। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে স্কুল জীবনে আপাতত ছেদ পড়লো।

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে আলী আজম স্কুলে আমার আর ফেরা হলো না। ১৯৭২ সালে চলে গেলাম কিশোরগঞ্জের নিকলীতে বড় বোনের কাছে। সেখানে মজলিশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে লেখাপড়া শুরু করলাম। কিন্তু বেশী দিন নিকলীতে থাকা হয়নি। ছয়মাস পর গ্রামে ফিরে এসে আবার আলী আজম স্কুলের ছাত্র হলাম। আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে মাধ্যমিক পাশ করার মাধ্যমে আলী আজম স্কুলের সাথে সরাসরি সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলেও আত্মিক সম্পর্ক রয়ে গেল আজীবনের জন্য।

গত শতাব্দীর প্রায় পুরো সত্তর দশকটাই আমার আলী আজম স্কুলে কেটেছে। তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সাহায্য সংস্থা থেকে বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী আসতো দেশে। যেমন সে সময় সাহায্য সামগ্রী হিসেবে কম্বলের কথা সকলেরই জানা আছে। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে সে সময় কম্বলের কথা উঠে এসেছিল নেতিবাচকভাবে। সে সময় স্কুলগুলোতেও বিভিন্ন সাহায্য সামগ্রী চলে আসতো। যেমন- গুড়ো দুধ প্রাপ্তির কথা আমার এখনো মনে আছে। টিন ভর্তি করে গুড়ো দুধ বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। শার্ট পিস পেয়েছিলাম তখন সাদার মধ্যে লাল ফোটা ফোটা প্রিন্টের।

তখন আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওবায়দুল হক স্যার। খুব মোটাসোটা মানুষ। ফেনী থেকে ট্রেনে চেপে মুন্সীরহাট আসতেন। হাতে একটি ব্যাগ থাকতো স্যারের। একজন পিওন ষ্টেশানে গিয়ে স্যারের ব্যাগটি তার হাতে নিয়ে হেড স্যারকে এগিয়ে নিয়ে আসতেন স্কুলে। তখন দক্ষিণ দিকের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ভবনটির একদম পূর্ব পার্শ্বের কক্ষটিই ছিল প্রধান শিক্ষকের অফিস রুম। এই ভবনটি তখন দ্বিতল ছিল না। স্কুলে প্রবেশের গেইট ছিল ভবনটির ঠিক মাঝামাঝিতে। এখন সেই গেটটি আর নেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

তখনকার স্কুল শিক্ষক স্যারদের কথা মনে পড়ছে। যেমন তোফায়েল স্যার, পরিমল স্যার, তাহের স্যার, ফারুক ও মিলন স্যার (দু'জনই আমার কাজিন), দিদার স্যার, নিরঞ্জন স্যার, আবদুল কাদির স্যার এবং হাবীবুর রহমান হুজুরের কথা খুব খুব মনে পড়ছে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার সহপাঠী যারা ছিলেন তাদের সবার কথা এখন আর মনে নেই। তবে অনেকেই মনের মনি কোঠায় এখনো আছেন এবং কয়েকজনের সাথে দীর্ঘ ৪৪ বছর পরও এখনো যোগাযোগ আছে সরাসরি, ফোনে অথবা ফেইস বুকে। এদের মধ্যে যাদের নাম বলবো তাদের মধ্যে শাহজাহান (পি.এস,-ডঃ কামাল হোসেন), গৌরী শংকর নাথ (আলী আজম স্কুলের ইংরেজী শিক্ষক), লতিফ (বিবাহ নিবন্ধনের কাজি), আবদুর রহমান (দীর্ঘ দিন সৌদী প্রবাসী ছিলেন), ইকবাল (সামরিক বাহিনীর চাকুরী থেকে অবসরপ্রাপ্ত), দিনেশ (চাকুরীজীবি, চট্টগ্রাম), নজরুল (দীর্ঘদিন পাকিস্তান প্রবাসী ছিলেন, ভাগিনা), আজাদ (মরহুম, ঢাকায় ব্যবসারত ছিলেন, ভাতিজা), মোশারফ (একসময় এম,পি, মকবুল হোসেনের পত্রিকা আল-আমিন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন),

মরহুম আবু আহমেদ, মরহুম রহিমুল্লাহ, ওবায়দুর রেজা কাইজার (কানাডা প্রবাসী), আবু সাঈদ, লোকমান, ইলিয়াছ চৌধুরী (ব্যবসায়ী, ঢাকা), আনোয়ার উল্লাহ (ব্যবসায়ী, ঢাকা), রোজী (কাজিন, ঢাকা) প্রমুখ। সতীর্থ বন্ধুরা আরো কে কোথায় আছে, কোন দেশে আছে, কত বড় মাপের মানুষ হয়েছে তা বেমালুম জানি না।

স্কুল মাঠে কখনো কখনো ফুটবল আবার কখনো কখনো ভলিবল খেলতাম। আন্তঃ স্কুল ফুটবল খেলা যখন হতো তখন আমরা বন্ধুরা সদলবলে ফুলগাজী স্কুল মাঠে চলে যেতাম খেলা দেখতে। একবার মাঠে কি যেন ফসলের চাষ হয়েছিল। ভুট্টা বা সূর্যমুখী হবে হয়তো। স্পষ্ট মনে নেই। তখন সারা মাঠ ক্ষেত খামারে পরিনত হয়েছিল। খেলার মাঠকে কেন ফসলী মাঠে পরিণত করা হয়েছিল তা জানা নেই। বিজয় দিবসের দিন ড্রাম পিটিয়ে এবং বিউগল বাজিয়ে খুব উৎসব মুখর পরিবেশে সুশৃংখল র‍্যালির আয়োজন করা হতো মাঠে।

প্রতিবছর কোরবানীর ঈদের আগে একদিন এই স্কুল মাঠে উদ উপলক্ষে বিশাল গরু ছাগলের হাট বসে যেত। সেই হাটে আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এবং মিলন স্যারে উৎসাহে ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে নিতাম। এজন্যে দিন শেষে কিছু সম্মানী পেতাম। এখনতো প্রতি শুক্রবারেই এই মাঠে গরু ছাগলের হাট বসে।

সেই কালে আমাদের স্কুলের মাসিক বেতন ১০/- (দশ) টাকা ধার্য ছিল। কিন্তু আমি ও আমার ভাইজান দু'জনে মিলে ১০/- টাকা দিলেই হয়ে যেত। একজনের বেতন মওকুফ করে দেয়া হতো।

ক্লাশ নাইন টেনে উঠার পরে আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি (বিশেষ করে দিদার স্যারের মাধ্যমে) নিয়ে মাঝে মাঝে সাহিত্য বিষয়ক একটি দেয়াল পত্রিকা বের করতাম এবং তা স্কুলের গেইটের গলিপথে ঝুলিয়ে রাখতাম। এর আগে কেউ স্কুলে দেয়াল পত্রিকা বের করেছে বলে আমার জানা নেই।

মনে পড়ে একবার স্কুলের ভেতরের মাঠে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করা হয়েছিল। তখন নাটকে অংশ গ্রহণ করার জন্য কোনো মেয়েকে রাজি করানো যেত না। নারী চরিত্রে শাড়ি পরিয়ে কোনো এক ছেলেকে স্টেজে উঠানো হয়েছিল। উন্নত বক্ষ নারীর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তার বক্ষ জুড়ে দু'টো নারিকেল মালা বেঁধে দিয়ে তার উপরে ব্লাউজ পরিয়ে দেয়া হয়েছিল। মেয়ে রূপী ছেলেটি ষ্টেজে দাপুটে অভিনয় করার সময় হঠাৎ তার বক্ষদেশ থেকে নারিকেল মালা স্খলিত হয়ে মঞ্চে পড়ে গিয়েছিল। তখন দর্শক সারিতে সে কি হাস্যরোল। এই মজার স্মৃতি এখনো মনে আছে।

আমাদের সাথে খুব বেশি মেয়ে সতীর্থ ছিল না। অল্প কয়েকজন। সেদিন ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হয়ে যেত, দু'একজন ছাত্রের বসার জায়গার সংকট দেখা দিত সেদিন ক্লাস টিচার আমাকে আমার সিট থেকে উঠয়ে মেয়েদের পাশে জায়গা খালি থাকলে বসিয়ে দিত। আমাকে কেন মেয়েদের পাশে বসাতো জানি না। তবে আমার এক সহপাঠী বন্ধু বলতো–তুই কন্যা রাশির জাতক। একদিন মেয়েদের সিটে তাদের পাশে বসার পর আমার কেমন মাথা ঘুরে উঠলো। মেয়েদের পাউডার-প্রসাধনের ভুর ভুরা গন্ধে কিনা জানিনা মাথাটা ঘুরতে ঘুরতে বমি বমি ভাবও চলে এলো। বেশী সময় না, একটু পরেই পেটের সব ভাত দূর্বিনীত বমির সাথে উগড়ে এসে তিনটি মেয়ের বই খাতার উপর এসে পড়লো। এরপর আমাকে ধরাধরি করে ক্লাস রুম থেকে বের করে এনে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমি এত লাজুক ছিলাম যে কখনো সহপাঠী মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথাও বলতে পারতাম না। এজন্যে মেয়ে বন্ধুদেরকে কখনো বলতে পারি নাই যে- সরি, বমি করে তোমাদের বই খাতা নষ্ট করার জন্য মর্মপীড়া অনুভব করছি। জানি না সেদেন তারা আমাকে বদদোয়া দিয়েছিল কিনা।

সেকালে স্কুল ড্রেস বলে কোনো কিছু ছিল না। লুঙ্গি পরেই স্কুলে আসতাম এবং খালি পায়ে। স্কুল ছুটির পর স্কুল মাঠে ভলিবল খেলতাম তাও লুঙ্গি পরেই। আমি ছোটখাট অবয়বের। তাই নেটের কাছাকাছি আমি ভলিবল খেলতে পারতাম না। সামনে থাকলে খুব ছুটাছুটি করতে হয় এবং প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার জন্য খুব জোরে বল চাপ দিয়ে দিতে হয়। আমার দশাসই শরীর নেই দেখে আমি সামনের দিকে না খেলে বল সার্ভ করার দায়িত্বে থাকতাম। একদিন আমাদের প্রতিপক্ষ জোরে বল আমাদের দিকে চাপ দিয়ে দিল। আমাদের খেলোয়াড়েরা সেই বল ফিরিয়ে দিতে না পারায় তা গড়াতে গড়াতে মাঠের সীমানা পেরিয়ে পাশে ধান ক্ষেতে গিয়ে পড়লো। আমাদের পক্ষের একজন লুঙ্গি পরা খেলোয়াড় ধানক্ষেত থেকে বলটি আনার জন্য সেখানে দৌড়ে গেল। ধানক্ষেত থেকে সে বলটি কুড়িয়ে নিয়ে মাঠে ফিরে আসার সময় তার লুঙ্গিটি ধানক্ষেতে খুলে পড়ে গেল। লুঙ্গি খুলে যাওয়ার ব্যাপারটি অই খেলোয়াড় বুঝতে পারে নাই। কারণ সে খেলার উত্তেজনার মধ্যে ছিল। বল নিয়ে সে যখন মাঠে ফিরে এলো তখন দর্শক খেলোয়াড় সকলের সে কি হাস্যরোল। কারণ এই রকম দিগম্বর খেলোয়াড় পৃথিবীর কোথাও কেউ দেখেনি। এই সব টুকরো স্মৃতি এখনো মনের মনি কোঠায় মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ঠোঁটে স্মিত হাসি জাগায়।

আমাদের সেই কালে কোনো স্কুল ব্যাগ ছিল না। ৭/৮ টা বই বগল দাবা করে বাড়ী থেকে স্কুলাভিমুখে রওয়ানা হতাম। তখন গ্রামের

রাস্তাঘাট পাকা হয়নি। আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় জুতা- সেন্ডেল পরতাম না। পা থাকতো খালি। খালি পায়ে রাস্তায় খোঁচা দিয়ে ধুলো উড়াতে উড়াতে স্কুলে আসতাম। চিকচিকে কাঁচের মত মসৃন সাদা ধুলো উড়াতে খুব মজা লাগতো। ধুলো উড়াতে গিয়ে কখনো কখনো বগল থেকে রাস্তায় কোনো বই পড়ে গিয়ে হারিয়ে যেত। টেরই পেতাম না। টের পেতাম তখন, যখন আম্মার বকুনি শুরু হয়ে যেত। আমাদের কালে বল পয়েন্ট ছিল না, নিব ওয়ালা কলম ব্যবহার করতাম। কলমের পেটে কালি ঢুকিয়ে নিতে হতো। পেলিকেন নামে বোললজাত কালি পাওয়া যেত, সেটা ব্যবহার করতাম। উইনসন ও ইয়ুথ নামে কলম পাওয়া যেত সেগুলো ব্যবহার করতাম। যেহেতু আমাদের কোনো স্কুল ব্যাগ ছিল  না সেজন্য কালি ভর্তি কলম আমরা শার্টের পকেটে নিয়ে স্কুলের পথে যাত্রা শুরু করতাম। কালির কলমের একটা দোষ ছিল এই যে সেগুলো মাঝে মাঝে ঘেমে, চুঁইয়ে কালি বের হয়ে শার্টের পকেট কালো রংয়ের করে ফেলতো। বিশেষ করে সাদা শার্ট হলেতো আর কোনো কথাই নেই।

স্কুলের মধ্যহ্ন বিরতিতে স্কুল থেকে বের হয়ে ঘুরাঘুরি করার সূযোগ ছিল। আমরা বাইরে এসে পঁচিশ পয়সায় ক্ষিরা খেতাম। কখনো কখনো আইস ক্রীম। মাঝে মাঝে বাজারে গিয়ে কাঠির আগায় আঁটানো গোলাকার গোলাপী রংয়ের লেবেনচুস খেয়ে দু'টো ঠোঁট ও জিহ্বা টুকটুকে লাল করে ফেলতাম। মাঝে মাঝে বাজারের মসজিদে নামাজ পড়ার জন্যও যেতাম।

১৯৭৭ সালে মুন্সীরহাট বাজারে জনতা ও সোনালী ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন হলো। সোনালী ব্যাংক উদ্বোধনের দিন আমি দুপুরে স্কুলের মধ্যহ্ন বিরতিতে বন্ধুদের কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি ব্যাংকে চলে গেলাম। সঙ্গে ১০ (দশ) টাকা আছে। ব্যাংকের একজন অফিসার আমাকে দেখে বললেন- কেন এসেছ? আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ে। দুরু দুরু বুকে আস্তে করে বললাম- একাউন্ট খুলবো। শুনে তিনি একটা ফরম ও কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন- ফরমটি পড়ে পড়ে নিজেই পুরন করে ফেল। ব্যাংকিং এখনই শিখে ফেল। এমনওতো হতে পারে ভবিষ্যতে তুমি হয়তো একজন ব্যাংকারও হতে পারো। তার কথা সব সময় আমার মানসপটে ভেসে উঠতো। কারণ তার এই কথাটি বলার মাত্র সাত বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে আমি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে কাজে যোগদান করে দীর্ঘ প্রায় আট ত্রিম বছর একই ব্যাংকে চাকুরী জীবন চালিয়ে গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে অবসরে গেলাম।

কিছুক্ষণ আগে ঐ যে বললাম আলী আজম স্কুলে ছাত্র থাকা কালে আমি মাঝে মাঝে দেয়াল পত্রিকা বের করে স্কুল গেটের ভিতরে টাঙ্গিয়ে রাখতাম সেই স্মৃতি ও সাহিত্যরুচি পরে আমাকে ফেনী কলেজে পড়ার সময় মুন্সিরহাট থেকে 'কনক' ও 'সাহিত্যকুঞ্জ' নামে দু'টো অনিয়মিত সাহিত্য ম্যাগাজিন বের করতে উদ্বদ্ধ করেছিল। এই দু'টি পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি হিসেবে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কাজি ইকরামুল্লাহ সাবলু ভাই। সালটা ১৯৮২/৮৩ হবে।

আরো পরে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার পর কবিতা লিখা ও সাহিত্যচর্চাকে আমি গভীর অভিনিবেশের কর্মযজ্ঞ হিসেবে গ্রহণ করে লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকি। ফলে ঢাকা ও কলিকাতার বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমার বেশ কিছু বই বের হয়। এর মধ্যে কাব্যগ্রন্থ- 'অনন্তের রেল গাড়ি', 'মাধুর্য তোমার মৌলি' উপন্যাস- 'মিষ্টি জোছনার বৃষ্টিতে ভিজে', 'দূর পাহাড়ের কান্না' গল্পগ্রন্থ- 'নিশি হলো ভোর' শিশুতোষ ছড়ার বই- 'লিউ মনির বোল ফুটেছে আধো' সহ বেশ অনেক গুলো বই বের হয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থ কর্তৃক অনেকগুলো সম্বর্ধনা ও সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হই।

আমার বোনেরা, বড়ভাই প্রকৌশলী আমিনুর রহমান চৌধুরী এবং ছোট ভাই সমুদ্র বিজ্ঞানী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাঈদুর রহমান চৌধুরীও এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। শুধু তাই না আমার পিতারা তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেঠা গত শতাব্দীর বিশের দশকে, আব্বা ত্রিশের দশকে এবং চাচাজান চল্লিশের দশকে আমাদের অতি প্রিয় আলী আজম স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেঠা তফজলের রহমান চৌধুরী এবং আব্বা আবিদুর রহমান চৌধুরী দু'জনেই পরে ফেনী কলেজ ও কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে লেখা-পড়া করে যথাক্রমে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে গ্রেজুয়েশন সম্পন্ন করেন এবং দু'জনেই কলিকাতাতে জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল খেলোয়াড়ে পরিনত হয়ে মূলত আলী আজম স্কুলকেই গৌরবান্বিত করেন। জ্যেঠা ও আব্বা দু'জনেই মোহামেডানের খেলোয়াড় হিসেবে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু জ্যেঠা মোহামেডানের খেলোয়াড় হিসেবে যোগদান করলেও আব্বা পরে এ্যারিয়েন্স দলের জাতীয় খেলোয়াড় হিসেবে বরিত হন (ফুটবলের যাদুকর খ্যাত সামাদও এক সময় এই দলেরই খেলোয়াড় ছিলেন)। জ্যেঠা, চাচা, আব্বা কেউ আজ আর জীবিত নেই। আলি আজম স্কুলের শুরুর দিকের ছাত্র ছিলেন এমন বহু এলাকাবাসী, সম্মানিত ব্যক্তিরা বহু আগেই গতায়ু হয়েছেন। এক সময় আমরাও অন্তরালে চলে যাবো। কিন্তু আরো বহুদিন আলী আজম স্কুল থাকবে, হয়তো কেয়ামত পর্যন্ত। জয়তু আলী আজম স্কুল। জয় হোক, দীর্ঘজীবি হোক প্রিয় আলী আজম স্কুল।

ALL KIND OF
HEAVY DUTY EQUIPMENTS

Amir Construction & Co.Ltd.

RENTAL & SUPPLIER



BRANDS
LIEBHERR, TADANO, SUMITOMO,
KATO, HITACHI, XCMG,
JCB, SINOTRUCK,
SCHWING STETTER
INDOPOWER

EQUIPMENTS

500,280 TON (CRAWLER CRANE), 300, 225, 185, 160, 150, 100, 80 TON (ALL TERRAIN CRANE), 70, 55, 50, 45, 35, 25 TON (ROUGH TERRAIN CRANE), OVERHEAD CRANE, 65,43 METER (CONCRETE PUMP), EXCAVATOR, MIXER TRUCK, ROAD ROLLER, MOTOR GRADER, BULLDOZER, 10XL LOWBED TRAILER, 3XL FLAT BED TRAILER, BREAKER HAMMER, PVD MACHINE, LSB SHEET PILE, GENERATOR.

a concern of AMIR GROUP

01700-600400, 01313-401822 www.amirgroup.com.bd info@amirgroup.com.bd

Head Office: Nasir Uddin Tower (L-8,9), 104/1, Kakrail, Ramna, Dhaka-1000.
Service Point/Yard: Zirabo (Battola), Ashulia, Savar, Dhaka-1341.

# ভেজাল পণ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি

**প্রকৌশলী এনামুল হক পাটোয়ারী**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আল-রাজী ইসলামিয়া হাসপাতাল (প্রাঃ) লিঃ

আমাদের দেশে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রয়াস পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল খুললে দেখা যায় ভেজাল পণ্যের রমরমা ব্যবসার খবর। ভেজাল নেই কিসে? শুকনো খাবার, ফল-ফলাদি, মাছ, সবজি, ফাস্ট-ফুড, মিষ্টি দ্রব্য, কোল্ডড্রিংস, গুড়া-মসলা, শুটকি, তরল দুধ, ফুটপাতে ব্যবহৃত ঔষধ এমনকি মাদক দ্রব্য সহ প্রায় সব খাবারেই ভেজাল পাওয়া যাচ্ছে। আর এসব করছে অতি মুনাফা লোভী এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী।

ময়লা, দূর্গন্ধ ও নোংরা পরিবেশে ঘামে চুপসানো অবস্থায় বেকারী শ্রমিকরা খালি পায়ে আটা-ময়দা দলাই মথাই করে তৈরী করে বেকারীর লোভনীয় খাদ্য। আর এসব খাদ্য তৈরী হচ্ছে ভেজাল আটা ময়দা, ডালডা, তেল, পঁচা ডিমসহ নিম্ন মানের উপাদান দিয়ে। কেক ও ব্রেড তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে সোডা ও বেকিং পাউডার, বিষাক্ত সাইক্লোমেট দিয়ে তৈরী হচ্ছে টোস্ট বিস্কুট। আর এসব খাদ্য দ্রব্য সতেজ রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্যালো, ফ্যাটি এসিড ও ইমিউসাইল্টিং, টেক্সটাইল রং। চানাচুর ভাজতে তেলের পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে মবিল আর মুড়িকে বড় ও সাদা করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ইউরিয়া সার।

ফল-ফলাদিতে কেমিক্যাল ব্যবহার করার কারনে ফলগুলো রীতিমত বিষে পরিণত হয়। অপরিপক্ক ফল পাকাতে ব্যবহার করা হয় ইথাইলিং বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড এবং ঐ ফলকে উজ্জল বর্ণে রূপান্তর এর জন্য ক্ষার জাতীয় টেক্সটাইল রং ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে ফল-মূল দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হচ্ছে ফরমালিন। আর এই অতি পরিচিত ফরমালিন ব্যবহৃত হচ্ছে মাছ ও সবজিকে সতেজ রাখার জন্য। আর মাছ থেকে যে শুটকি তৈরী করা হয় সে শুটকিতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার।

বিস্কুট, আইসক্রীম, কোল্ডড্রিংস, জুস, সেমাই এবং মিষ্টিতে ব্যবহৃত হচ্ছে টেক্সটাইল-লেদারের রং। আইসক্রীম, মিষ্টিসহ অনেক পণ্যেই চিনির পরিবর্তে ব্যবহার হচ্ছে সোডিয়াম সাইক্লাইমেট বা স্যাকারিন। ভেজাল মসলা উৎপাদন কারীরা মেশাচ্ছেন গুড়া মরিচের সঙ্গে ইটের গুড়া, হলুদের সাথে মটর ডাল। আর ধনিয়ার সঙ্গে মেশানো হচ্ছে স-মিলের কাঠের গুড়া। আর এ মসলার রং আকর্ষনীয় করতে বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল রং মেশানো হচ্ছে।

ইদানিং নকল তরল দুধের কথাও শোনা যাচ্ছে। এই দুধ তৈরীতে গাভী বা গবাদি-পশুর খামারের প্রয়োজন হয় না। ছানার ফেলনা পানির সঙ্গে কেমিক্যাল ও চিনি মিশিয়ে এই দুধ তৈরী করা হচ্ছে। আর এ দুধের সঙ্গে কাটিং ওয়েল ও এসেন্স মিশিয়ে দুধের সুবাসও দেয়া হচ্ছে। এমনকি জীবন ধারনের জন্য জরুরী পানি ও নিরাপদ নয়। যত্রতত্র নকল কারখানা বানিয়ে ওয়াসার পানি বিশুদ্ধকরণ ছাড়া বোতলজাত করেই বিশুদ্ধ মিনারেল পানি হিসাবে বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

ভেজাল শুধু খাদ্য পণ্যেই নয় এই বিষ ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী ওষধ এর মধ্যেও খোদ রাজধানীতেই ফুটপাত, বাজার, ট্রেন, স্টেশন, বাস ও লঞ্চ টার্মিনালসহ বিভিন্ন স্থানে এই সকল ঔষধ জীবন রক্ষাকারী মহৌষধ হিসাবে বেচা-কেনা চলছে। এই সকল মহৌষধ ব্যবহারে রোগীর রোগ নিরাময়তো দূরের কথা বরং এই সকল ঔষধ ব্যবহারে পরবর্তীতে ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাড়ায়।

শুনে অবাক লাগার কথা ভেজাল হচ্ছে মাদক দ্রব্যেও। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল আর রেকটিফাইড স্পিরিট দিয়েই তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন মাদক। বাংলা মদের সাথে ফরেন লিকার মিশিয়ে মাদক বিক্রেতারা বিলেতি মদ হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। দেশী-বিদেশী মদের বোতলে লেভেলে ঘোষিত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় অ্যালকোহল ও রেকটিফাইড স্পিরিট ব্যবহার করে এ্যানার্জি ড্রিংস হিসাবে বিক্রি করে মাদক সেবীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর তৈরী এই ভেজাল সামগ্রী খাওয়ার কারনে মানব দেহে বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের খাবারে অরুচি, এলার্জি, এ্যাজমা, চর্ম রোগ, উচ্চ রক্ত চাপ, স্ট্রোক, হার্ট এ্যাটাক, বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম দানসহ নানা রকম শারীরিক জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। স্পিরিট ও মদ্য পানে লোকের মৃত্যুসহ গাছের ফলে বিষাক্ত কেমিক্যাল মেশানো লিচু খেয়ে শিশু মৃত্যুর খবরও শোনা যায়।

তাই আমাদের উচিত খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের উৎপাদিত ভেজাল পণ্যসমূহ বর্জন এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে এসকল পণ্য ব্যবহার না করার বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সময়ে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা করার সময়ে অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাসহ সরকারকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

# স্মৃতির মনি কোঠায়

**প্রফেসর মুহাম্মদ মহী উদ্দিন চৌধুরী**
অধ্যক্ষ (পি.আর.এল)
সোনাগাজী সরকারী কলেজ, ফেনী
প্রাক্তন ছাত্র- ১৯৭৯ ব্যাচ

আলী আজম হাই স্কুল ও কলেজ নামে স্বনাম ধন্য প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষ পুর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান আমরা করতে যাচ্ছি। সেটি বর্তমান অবস্থানে এরূপ ছিল না। এটি বর্তমান অবস্থানে আসার একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্র হতে পেরে সর্বদা গৌরব বোধ করি। এ প্রতিষ্ঠান আমাকে দিয়েছে অনেক। যার ফলশ্রুতিতে আজ আমি সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছি। এ স্কুল থেকে আমি এস.এস.সি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক শাখায় দ্বাদশ স্থান লাভ করি। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবদান ও সৃষ্টির কথা আমি আজীবন হৃদয়ে লালন করব।

আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের প্রাইমারী ভবন একসময় মূল ভবনের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। এজন্য এটিকে এ্যাটাচড প্রাইমারী স্কুল বলা হতো । অনেক পরে হাই স্কুলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় এটিকে খেলার মাঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে স্থানান্তর করা হয়। আমাদের সময় এই প্রাথমিক সেকশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত বাবু চিত্তরঞ্জন দত্ত। স্যারের মুখে এই স্কুলের যে কাহিনী শুনেছি। তা আমার লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১৯০৬ সালে যে স্কুলটি যাত্রা শুরু করেছিল তা আলোচনা করতে হলে দুটি মাইনর স্কুলের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতে হয়। একটির অবস্থান ছিল বর্তমান জামে মসজিদ পুকুরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে বর্তমান পোষ্ট অফিসের পূর্ব দিকে।

এই স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতার একজন ছিলেন পীরবক্স মুন্সী এবং অপরজন তাঁর ভাই নূরবক্স মুন্সী। যে মাইনর স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন তার অস্তিত্ব ছিল বর্তমান দরবারপুর ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব দিকে। ফতেপুর মাইনর স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন আমার মরহুম জেঠা এমদাদ আলী পন্ডিত। আর নূরবক্স মুন্সীর প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বাবু চিত্তরঞ্জন দত্তের বাবা স্বর্গীয় অভয়াচরণ দত্ত। উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে একেকটি মাইনর স্কুলের দায়িত্বে শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকতেন এক একজন নামকরা পন্ডিত, যাদের আদর্শের কথা মানুষ আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করে।

কথিত আছে যে, এই দুটো মাইনর এডুকেশন (এম.ই) স্কুল সরকারী অনুদান পেতো না। তখন একদিন স্কুল ছুটি পরিদর্শনে আসেন নোয়াখালী জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট এবং তৎকালীন স্কুল ইন্সপেক্টর বি.এ. আবদুল আজিজ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নোয়াখালী জেলার প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়ায় তাঁর নামের পূর্বেই বি.এ কথাটি লিখা হতো। তাঁর বাড়ী ছিল গুথুমা চৌধুরী বাড়ী, যে বাড়ীর কৃতি সন্তানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হাবিব উল্যাহ বাহার চৌধুরী ও বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ এই দুই সহোদর ভাইবোন, ইকবাল বাহার চৌধুরী, আর. আই. চৌধুরী প্রমূখ। হাবিব উল্যাহ বাহার চৌধুরী তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন একজন প্রখ্যাত লেখিকা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের দু'টি হল তার নামে নামকরণ করা হয়। ইকবাল বাহার চৌধুরী ভয়েস অব আমেরিকার (VOA) বাংলা বিভাগের প্রধানের পদ অলংকৃত করেছিলেন। আর.আই. চৌধুরী স্যার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। বলছিলাম বি.এ. আবদুল আজিজ সাহেবের স্কুল পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

তিনি এসে দুই ভাইকে বিভেদ ভুলে গিয়ে স্কুল দুটি একত্রী করণের প্রস্তাব দেন এবং সরকারী অনুদান ও পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত খোলার অনুমতির আশ্বাস দেন। তখন সিদ্ধান্ত হয় স্কুল দু'টির কোনটিই পূর্বের অবস্থানে থাকবে না। তৃতীয় একটি স্থান নির্ধারিত হলো বর্তমান মুন্সীরহাট রেলওয়ে ষ্টেশন যেখানে আছে ঠিক সেখানে। মাটির ঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হলো।

ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ফেনী বিলোনিয়া রেল লাইন স্থাপন করার জন্য যখন ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করে তখন এই স্কুলটির ঠিক মাঝখান বরাবর রেল লাইনের নকশা অনুমোদিত হওয়ায় ১৯২৮ সালে যখন রেল লাইনের কাজ শুরু করা হয় তখন বিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করা হয়। তখন ছিল এটি জুনিয়র হাই স্কুল। পরবর্তীতে এটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। প্রথম

ব্যাচের এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী ছিলেন স্বর্গীয় বাবু চিত্তরঞ্জন দত্ত। আমার দেখা সবচাইতে সেরা প্রাইমারী প্রধান শিক্ষক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি একদিন মুন্সীরহাট বাজারে মমতাজ মিয়ার দোকানে বসে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। জানি না এই কথা গুলো উনি আর কাউকে বলে গেছেন কিনা। উপরোক্ত কথাগুলো আমার নিজের কথা নয়, এগুলো স্যারের নিজ মুখের কথা। তাই এখানে যদি তথ্যের কোন ভুল ত্রুটি থাকে তা একান্ত আমার মনে না থাকার কারণে হয়তোবা ঘটে থাকতে পারে।

মরহুম আহমদে আজম চৌধুরী (খান সাহেব)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় আজকে এই বিশাল শিক্ষা কমপ্লেক্স দাঁড়িয়ে আছে। এখানে আছে সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা যা এরতেদায়ী থেকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আলাদা হয়ে গেছে। স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করা হয়েছে ৯৬ সালের শেষ দিকে। তবে মুন্সীরহাটে একটি গার্লস হাই স্কুল থাকলে ষোল কলা পূর্ণ হতো। অবশ্য স্কুল মাঠের পশ্চিমে উদ্যোগ নিলে তা হয়তো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

আমি যখন পঞ্চম শ্রেনীতে পড়ি তখন কুতুবপুর প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ফেনী-১ আসনের প্রথম সাংসদ জনাব এ.বি.এম মুসা। তাই বছরের শেষ দিকে ওনাদের কাঁচারী ঘর এবং কুতুবপুরে ৫ম শ্রেনীর শেষ দিনগুলি নিজ গ্রামেই কাটালাম। পরে আলী আজমে গিয়ে ষষ্ঠ শ্রেনীতে ভর্তি হই। প্রাইমারী স্কুলের খালেক স্যার, বিশ্বনাথ স্যার, আবদুল হাই স্যার প্রমূখের কথা বিশেষভাবে আজও মনে পড়ে। কুতুবপুর এসে পেলাম জাফর স্যার, ইয়াসিন স্যার, মোস্তফা স্যার, আহাম্মদ উল্যাহ স্যার এনাদেরকে।

আলী আজম হাই স্কুলে আমার শিক্ষকদের মধ্যে সম্ভবত দিদার স্যার যিনি কিছুদিন আগে অবসরে গিয়েছেন। আমরা ছাত্র থাকা অবস্থায় পরিমল স্যার মারা যান। আমি যখন ফুলগাজী কলেজে অধ্যাপনা করি তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ওবায়দুল হক ভূঁঞা স্যার ইন্তেকাল করেন। মনে পড়ে আমাকে নিয়ে তিনি কুমিল্লা ক্যান্টেনমেন্ট কলেজে (ইস্পাহানী কলেজ) ভর্তি করতে গিয়েছিলেন। যথারীতি আমি সেখানে ভর্তিও হই। কিন্তু পরবর্তীতে আমি সেখান থেকে চলে এসে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। ইংরেজী পড়ার উৎসাহ আমি শ্রদ্ধেয় তোফায়েল স্যার এবং ফারুক স্যারের নিকট থেকেই পেয়েছি তাই আজ এই বিদ্যা পিঠের শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে অতিতের স্মৃতি রোমন্থনের লোভ সংবরণ করতে পারিনি। আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন তাদের সবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, সেসাথে বিদ্যাপিঠটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।



# ছাত্রজীবন

মো: শাহাদাত হোসেন চৌধুরী (মাসুদ)
প্রাক্তন ছাত্র

ছাত্রজীবন মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। ছাত্রজীবনের মূল লক্ষ হলো পড়াশোনা। কিন্তু, পড়াশুনার সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, অভিভাবক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আনুগত্য -এগুলিও আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত মহা পুরুষ নিজেদের মহৎ কর্মের ফলে আমাদের কাছে প্রাত:স্মরণীয় হয়ে আছেন তারা প্রত্যেকেই শিক্ষার সংগে শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও নিয়মানবর্তিতা ইত্যাদিকে সদগুণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বালকালে শিক্ষার্থীদের মন থাকে অপরিণত, তাই তাদের সে সময় বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চাপে পড়ে বহু শিক্ষার্থীর জীবর কু-সংসর্গে নষ্ট হয়ে যায়। তাই শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের চলার পথে এমন মানুষের সংগে সংস্রব গড়ে তোলা উচিত, যাতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পথের দিকে পরিচালিত না হয়। এ ব্যাপারে মা-বাবা ও শিক্ষকদের পরামর্শ অতি অবশ্যই মেনে চলা উচিত। ছাত্রজীবন যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে না উঠে তাহলে ভবিষ্যতে জীবন কখনোই সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না।



## Batch 1949



Md. Sadeq
01714098788

## Batch 1955



Momtaj Uddin Ahmed
01811843235

## Batch 1956



A B M Mahbubul

## Batch 1957



Saleh Ahmed Bhoiyan
01814376355

## Batch 1958



Mohammad Baki Billah Bhuiyan
01819945718

## Batch 1964



A F M Azizul Haque
01711979357



A N M Gulam Sarwar
01730300056

## Batch 1967



Mostafa Aziz Mansoor Ranjoo
1711277615



Abul Khair
01866624781



Md Habib Ullah Chowdhury
01819627928

## Batch 1968



Ghulam Mustafa
01819242526

## Batch 1969



Jamal Uddin Mojumder Tipu
01756333852



Shaik Mohiuddin Chowdhury
01711162588

## Batch 1970



Md.Amir Hossain Chowdhury
01712551627



Shafiqur Rahman
01811251363

## Batch 1971



Dr Md Gulam Mortuza
01724277948

## Batch 1972



Ekram Ullah
01981002996



Abdul Motaleb
01829913791



Abul Alam
01817208728



Gais Uddin
01716630081



Kazi Gias Uddin
01718462351



Md Ebadullah Bhuiyan
01819876619



Md Shaful Alam
01711861645



Nrependra Narayan Chakraborty
01727880993



Shamsuddin Mosumder
01710800350



Sukumar Chakraborty
01678813469

## Batch 1973



Md. Isdhan Chowdhury
01711273000



Md. Abu Bakar Siddique Bhuiyan
01711125657



Kazi Mahmud Ahmed
01711702027



Abu Taher
01882249718



Shahnaz Akter

## Batch 1974



Aminur Rahman Chowdhury
01611646330

## Batch 1975



Abul Khair Bhuiyan
01850919988

## Batch 1977



Professor Mofij Ahamed
01712144437



Shajeda Akter



Moksuder Rahman
01711199865



Mohd. Robiul Hoque Bhuiyan



Md. Sherajudullah
01853375034



Abu Taher
01819349840



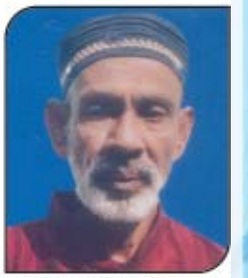
Iqbal Hossain Bhuiyan
01716636000



Md Rafique Ullah Chowdhury
01726183215



Mohammad Hasan
01682407245



Mohiuddin Khosru
01829241990



Pratap Chandra Paul
01711231475

## Batch 1978


Md. Delwar Hossain Bhuiyan
01521795318


Abdul Latif
01833007337


Md Jashim Uddin Chowdhury


Mohammad Lokman Hossain
01831429693


Nazrul Islam Bhuiyan
01715055708


Raton Mony Paul
01916067400


Saifur Rahman Chowdhury
01711732602

## Batch 1979


Mohammad Mohiuddin (Mamun)
414892992


Kazi Tohidur Rahman


Laila Arjuman Begum


Rafique Uddin Ahmed
01727198646


Abdul Halim
01739330644


Professor Mohd. Mohiuddin Chowdhury
01819146516


Abul Kalam Patowary
01819137183


Aminul Hoque Bhuiyan
01716614555


Dulal Chandra Chakraborty
01720261372


Jashim Uddin Ahmed
01712178035


Maynul Hoque Chowdhury
0173140966


Saiyadul Abrar Majumder
01814807001

# Batch 1980


Mohammed Shaha Alam
01942614704


Mrs. Saifun Nesa


Mizanul Kabir
+1213 616 8653


Anis Mahmud
01552356126


Md. Nurul Karim Bhuiyan
01716337798


Abdul Motin Bhuiyan
01715980381


Abdus Salam Chowdhur (Badal)
01782507206


Abu Sayed
01847404871


Alim Ullah Bhuiyan Alam
01716660235


Jashim Uddin Bhuiyan
01819622549


Jodhu Lal Nath
01713630321


Kazi Abdul Wadud


Md Delowar Hossain Bhuiyan
01719009100


Mir Kasem Tipu
01831576245


Mohammad Jahangir
01718682549


Nurul Azim
01882923130


Prodip Kumar Paul
01712525155


Rajendra Prosad Chokraborty
01810325236


Rangan Chandra Paul
01810325230


Samar Kanti Paul
01711474537


Shaik Nizamuddin Chowdhury
01715062785


Shamsul Alam
01869464200


Sudhanshu Kumar Paul
01843411792

# Batch 1981



Ataur Rahman Chowdhury
01534644703



Mostafizur Rahman Chowdhury
01842201417



Mostafizur Rahman chy
01714367589



Md Harun Chowdhury
01819884212



Abdul Matin Bhuiyan
01720512442



Jahangir Chowdhury



Arifur Rahman
01707414335



Bigrader Ismail Chowdhury
01769014612



Glam Sarwar Chowdhury
01819145653



Md Ashague Bhuyan
01843411215



Mohammad Jashim Hossain



Mohammad Ullah Bhuiyan
01811264666



Nur Mohammad
01814418633



Zinnah Chowdhory
01711722211

## Batch 1982


Mohammed Yousuf Bhuiya
01714138334


Anamul Kabir
01819617926


MD. Zakir Hossain
01842354566


Kazi Mohiuddin
01712135153


Masuda Akter Chowdhury


Jobeda Tunnur Chowdhury


Kazi Mizanur Rahman
01816342419


Mohammad Daud
01819172967


Afsar Hossin Chy
0181964242461


Mejbah Uddin Ahmed Bhuiyan
01784550933

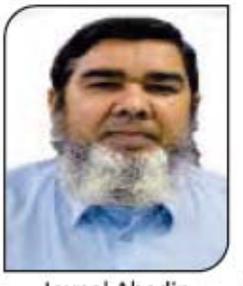

Muzibul Hoque
01674622846


Nizam Uddin Mojumder
01711160711

## Batch 1983


Arifur Rahman Murad
01711541043


Nurul Mabud Chowdhury


Joynal Abedin
01811458511


Dr. Kazi Jashim Uddin (M.Com) DHMS TDT (Home)
01891982360


আমির উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী


Manik Chakraborty
01646421631


Saif Uddin Ahmed Chowdhury
01630900621


Jahir Uddin Ahmad
01818709840


Md Shahadat Hossain Bhuiyan
01819649677

# Batch 1984


Bikash Chandra Das
01818238051


Monirul Islam Chowdhury (Liton)
01818905214


Abdul Mannan Chowdhury
01711246937


Md. Monower Hossain
01711533718


Md. Rahim Ullah
01711389705


Pritylata Chakrabortiy


Kafil Uddin Bahar
01711344813


Advocated Jasim Uddin CHY
01711486608


Alauddin Patwary
01770112443


Envineer Neyamat Ullal
01846034284


Jibion Chandra Paul
01718781224


Mohammad Iqbal
019860691568


Mohammed Murshed Mayumadnr
0171104187


Morsheda Artar


Nurul Amin Bhuiyan
01615333839


Porimol Chandra Pall
01884757400


Sankar Prasad Biswas
01819899901


Uttam Kumar Nath
01991949807

## Batch 1985


Ummay Salma Ferdous Sharmin


Mozammel Hoque Bhuiyan
01818155311


Anamul Hoque Patwary (Sabuj)
01676199546


Mrs Sultana Rajia


Zebun Nessa


Shahanaz Begum (Nasrin)


Umme Habiba Masrun


Dilruba Aktar Ripa


Delwar Hoshain
01829440200


Mohammad Nurun Nabi
01711262947


Ohidur Rahman
01874215969

## Batch 1986


Shaikh Abdullah
01711549143


Mahatab Uddin Rais (Sumon)
01819169870


Md. Haroon-Ur-Rashid
01703184141


Rafiqul Islam Patwary
01975047125


Saiful Alam Bhuiyan
01856781884


Golam Sarwar Bhuiyan
1711820535


Abdul Halim Bhuiyan
01890305249


Rokeya Begum


Md. Jalal Uddin patwary
1817822457


Md. Wazi ullah
97338929766

## Batch 1986


Mohammed Ali Hossain Pinto
01969633036


Nurullah Mazumder
01938858259


Md Saha Alam
01835489021


Kazi Borhan Uddin Mohon
01712199959


Aminur Rahaman
01552409396


Aktaruzzaman Azim
01711238195


Anwarul Azim Mojumder
01811958871

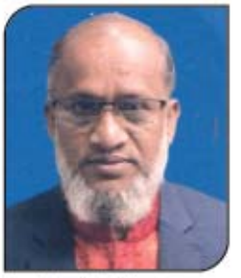

Kazi Saifun Nahar


Masud Ahmed Chowdhury
01407473599


Md Azmir Hossain
01711305662


Md Nurul Karim Bhuiyan
01819724575


Mohammad Soleman Bhuiyan (Amran)
01717025152


Obaidul Hoque
01672535968


Obaidul Hoque
01672535968

## Batch 1987


Arifur Rashid
01711234461


Mohammed Atiqul Bari Chowdhury (Mansoor)
01711137600


Tamal Kumar Mazumder
01924403010


Feroza Akter


Humayun Kabir Mazumder
01707005038


Abdul Alim
01837620890


Abdul Adud
01711333457


Mominul Kabir


Abdul Motaleb Bhuiyan
01771311303


Bahar Uddin
01819485857

## Batch 1987


Bimal Chakraborty
01906285127


Jaker Ahmed Chowdhury
01711198265


Kazi Md Delwar Hossain
01819605379


Md Abu Taher (Alamgir)
01817041615


Md. Elias
01926596831


Nasir Uddin Ahmed
01888281028


Nurul Huda
01825003319

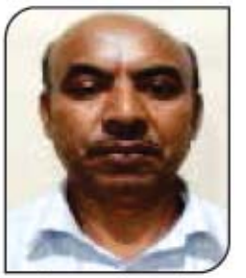

Soyama Sultana Sharmin


Shah Nawas Mozumder (Milon)
01840836794

## Batch 1988


Md Mahfuzer Rahman Chowdhory
01914528315


Md Mosharaf Husain Tipu Mazumder
01968015145


Anwar Hossain
01816517740


Anowar Hossain Bhuiyan
01711734617


Anwar Hossain Bhuiyan
01836072998


Bahar Uddin
01816517740


Jahangir Alam Majumder
01936004589


Jaharlal Shil
01716228545


Jashim Uddin Bhuiyan
01701747193


Joynal Abdin Chowdhury
01715123304


Md Arif Uddin Chowdhury
01715567621


Md Gias Uddin (Salim)
01817268859


Farida Akter (Rita)


Monowara Begum


Md Rafiqul Islam Chowdhury
01929195502

## Batch 1988


Mohammad Aman Ullah
01716861712


Mohammad Mijanur Rahman
01813989053


Mohammed Alauddin Chowdhury
01729070005


Nabiul Hoque Chowdhury
01818668241


Tapan Chakraborty
01868253737


Nurun Nahar


Poritosh Chakraborty
01610600825


Protap Chandra Paul
01850745701


Salim Uddin
01816125537


Sowqat Akbar Chowdhury
01829366253


Syed Zakir Hossain
01816821948


Nilufa Akter


Tapan Chandra Shil
01306259855

## Batch 1989


Mohammad Salim Ullah
01711196243


Mohammad Jalal Uddin
01819067741


Khorshed Alam Mithul
01714098788


Ziaul Hoque Bhuiyan
01711069488


Mohammad Anisur Rahman Chowdhury
01511541043


Abdur Rauf
01862532472


Mossamat Hasina Khatun


Ummay Tanjidul Ferdous Lubna


Dr. Forhad Hossain chy
01711949570


Enamul Haque Mozumder
01882925282

# Batch 1989



Iqbal Hossain Chowdhury
01831828525



Ismail Hossain Patwery
01812870585



Kazi Shamadat Hossain
01755781312



Md Abul Kashem Patwory
01815605293



Md Ayub Chowdhury
01757071176



Md Azizul A. Didar
01911765690



Md Jahidul Islam chy
01679118831



Md Mizanur Rahaman Bhuiyan
01973142039



Md Moniruzzaman Mozumder
01644873460



Md Nur Nobi
01810305036



Md Nurul Akter
01918702011



Md Saeed Hossen Jahangir
01890904852



Moazzem Hossain Chowdhury
01820538335



Nurul Afsar
01815149882



Nurul Amin
01716356889



Nurul Haque
01889178049



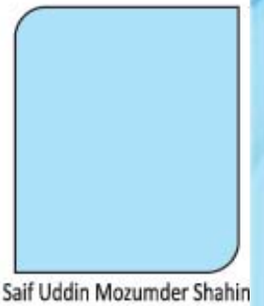
Obaidul Haque
01814662006



Omar Faruq
01839716017



Ratan Chokro Barty
01720045760



Saif Uddin Mozumder Shahin
01726881793



Salah Uddin Ahmmed
01866620205



Shaid Ullah
01829996988



Shamal Chanda Nath
01876470006



Surja Ehakra Broty
01947500315



Taslim Uddin
01859031642

## Batch 1989



Zahirul Quaium Chowdhury
01853604961

## Batch 1990



Miraj Akter



Jesmin Ara Chowdhury



Abdul Momin Bhuyan
01819960321



Abul Kalam
01820858680



Abul Kalam Patowary
01716345540



Akramul Hoque Patwary
01712601674



Ali Ibne Ashraf
01742230864



Arman Hossain Chowdhury
01711311079



Ashaduzzaman Chowdhury
01817412757



Azad Hossain Chowdhury
01681903982



Badal Chandra Deve Nath
01819834888



Basu Chandra Nath
01711199244



Ekramul Islam
01814503500



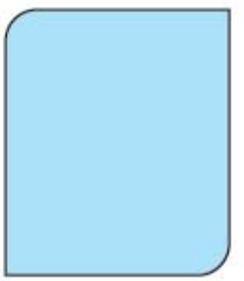
Farida Yeasmin



Fazul Hoque Chowdhury
01715375607



Humayun Kobir Bhuiyan
01874646185



Jahangir Alom
0130167167



Jahangir Hossain Chowdhury
01815405747



Jakiya Sultana



Kaniz Fatema



Kazi Nasir Uddin
01817244745



Khaled Reza Buiyan
01762636664



Krishna Kumer Das
01731404753

## Batch 1990



Mahbubul Hoque Chowdhury
01867519007



Mahedi Hasan
01838661566



Md Abu Musa
01814104938



Md Ainur Rashid Dipu
01819273427



Md Akramul Hoque
01829957589



Md Majibur Rahman Chowdhury
01712890174



Md Zaher Uddin Baber Chowdury
01824944504



Mizanur Rahman
01713628068



Mohammad Dawud Chowdhury
01715041888



Mohammad Hanif Bhuiyan
01867563912



Mohammad Lokman Ali
01815479615



Mohammad Salim
01880915704



Mohammed Arif
01879367630



Mohammed Nurul Huda
01554317717



Monash Kanty Chakraborty
01931942814



Topon Kumar Nath
01813376333



Zakir Hossain Chowdhury
01712550701

# Batch 1991


Masud Ahmed
01711236836


Hasan Uz Zaman
01730012547


B. M. Moshi Uddin Rais (Mukta)
01849444449


Zillul Hoque Chowdhury
01857460606


Kazi Mohammad Nurnobi (Chuttu)
01850001212


Abdul Mannan
01815400495


Abdullah Al Mahmood (Milon)
41792215283


Abu Sayed
01716431489


Abul Hashem Khan
01619639068


Anwarul Azim
01709662884


Debabrata Chowdury
01711231091


Fakhruddin Ahmed (Rana)
01819673870


Faridul Hoque Bhuiyan
01712022949


Faruq Ahmed
01819068364


Ferdous Ara Begum


Hanif Ahmed (Babu)
01686708170


Haradhon Paul
01719881149


Jamal Uddin
01824639068


Josna Akter


Kawsar Khandakar
01836823326


Kazi Anwarul Hossain
01835006628


Kazi Fatama (Mukul)


Md. Shafiuddin Bhuiyan
01756584741


Kazi Shohrab Jamil (Rony)
015714259245


Mahabubur Rahman
01616740858

# Batch 1991


Mazharul Hoque
01703865960


Md. Abu Sayeed
01830573820


Md. Afser Uddin Bhuya
01872060194


Md. Akhteruzzaman Chowdhury
01678042830


Md. Borhan
01817384509


Md. Mohi Uddin
01727758688


Md Mominul Haque
01812727374


Md. Nasir Uddin
01818679791


Md Nurul Alam Bhuiyan
01876952826


Md Parvez Hossain Bhuiyan
0393396890234


Md Shahid Ullah Bhuiyan
01831775366


Moazzem Hossain
01882932192


Mohammad Yousuf
01711016714


Mosharuf Hossain
01726579012


Mostafa Golam Faruk
01819393113


Naznin Akter


Nurul Amin
00393382193728


Nurul Amin Bhuiyaw (Helal)
01678690642


Palash Chandra Paul
01711715264


Rafi Uddin Ahmed Chowdhury
015716067603


Rafi Uddin Ahmed Chowdhury
015716067603


Saif Ullah Chowdhury (Liton)
01819639068


Sirajul Hoque
01864560776


Sultana Jahan (Sumi)


Tanzina Zinnah Hira

## Batch 1991



Md. Mostafizur Rahman Chowdhury
01872536645

Mariam Akter (Sarna)



Mhd. manzurul alam
01842893708



Md. Mozammal Hoque (SOHEL)
01712055229



Anisur Rahman Bhuiyan (Anis)
01922800912



Nelima Akter Nilu



M.A.Jahid Chowdhury
01818284415



Farzana Nobi Mukta



Mohammad Abul Khair
01715050662



মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন
01856133325

## Batch 1992



Md. Shadat Hossain chowdhury (MASUD)
01816247378



Jamal U M Chowdhury (Xamal)
01711379607



Motiul Islam
01725678463



Md. Shahadat Hossain Bhuiyan
01716755531



Mohammed Salauddin (Tuhin)
01879128357



Mohd Iqbal Hossain
01822969318



Abul Forhaed
01715255396



Jainaul Abedin bhuiyan
01831925538



Nusrat Jahan



Md. Forid Uddin
01676028515



Razia Sultana Ruma



Zafar Ahamed
01312412454



Abdul Kayum



Abdul Quayum Mozumder (Helal)
01819366615



Farid Uddin
01838560995

## Batch 1992



Md Jalil
01911579390



Md Mannan Reza Bhuiyan
01313588494



Shahid Ullah
01715125711



Taslima Ahme

## Batch 1993



Md. Mozammal Hosasin Bhuiyan
01932706500



Kafil Uddin Patwary
01729274250



Mahbubul Hoque
01817536604



Md Shahedul Alam Swapan
01977774525



Kazi Mohammad Iqbal
01854361572



Abdul Halim Chowdhury
01629886134



Abu Yousuf Md Jahangir
01311001971



Abul Mansoor Mohammad Fakrhuddin
01712727703



Anisur Rahman
01953332224



Jahanara Begum



Jaynal Abdin
01813878252



Kamruzzaman
01818548040



Md Belal Hossain
01732562642



Md Hasanuzzaman Bhuiyan
01711039075



Md Yasin Bhuyan
01845405871



Mohammad Mohiuddin Bhuiyan
01864287416



Mohammed Shahidul Alam Showpon
01847505871



Mozibul Haq
01673689646



Musla Uddin Bhuiyan
01878816581



Mosta
Batch: 100

# Batch 1994


Zahurul Amin Bhuiyan Nayan
01819608060


Nizam Uddin Patwary(Bahar)
01712040083


Shahab Uddinn Bhuiyan
01819629167


Zahirul Islam chowdhury, RUBEL
01829957582


Md Shakhawot Hossain
01752773252


Rajib Paul
01811293217


Md Kafil Uddin
01817595903


Nurul Afshsr Bhuyan
01711473690


ARJINA AKTER


Md Azizul Hoque .sohel
1974126168


Abu Ahmmed Majumder
01938883280


Habibur Rahman
01716141995


Nasir Uddin Mahmood.samir
01834578578


Md Rabul Hoque.masud
01844579896


Ali Ashraf
01835280184


Abul Kalam Chowdhury
01971036751


Sajia Akter


Tahmina Akter


Sabina Yasmin


Dil Afroza Begum


TOFAYEL AHMMED
01819546393


Santi Proshad Paul
01712673032


Mohamed Anisul Hoque
01816428032


Md Amran Khan
01715722619


Gonesh Chandra Paul(Sujon)
01841334353

## Batch 1994


Azharul Islam Phatwary
01926367747


Zahirul Islam Phatwary
01890900244


Faruk Ahammed
01713619279

## Batch 1995


Md. Taher Uddin Mostafa Chowdhury
01827218440


Mazeda Mohi


Md. Irfanuzzaman Chowdhury
01730082195


Abdul Ohab Babul
01845904585


Anisuzzaman Bhuiyan
01816515690


Azizul Hoque Majumder
01819620720


Chandan Deb Nath
01715863801


Ibrahim Khalil
01712350823


Kamal Uddin
01727469398


Kazi Moinul Islam
01715878761


Kopil Uddin Chowdhury
01819074893


Md Ahsan Ullah Bhuiyan
01814155864


Md Enan Ullah Miazi
01827316840


Md Mahfuzur Rahman Shifon
01716082942


Md Mohi Uddin
01712735433


Md Shafayat Hossain Bhuiyan
01812284687


Md Washi Uddin
01857256022


Mohammad Didarul Alam
01678188788


Mohd Abul Hasan
01819828753


Nurul Alam Chowdhury
01771017706

## Batch 1995



Osman Goni
01851465575



Shafiqul Uddin
01868958698



Shaheda Akter



Shubrata Kumar Shil
01922495374



Tapan Kumar Shil
01614881306



Vason Chandra Deb Nath
01815405744

## Batch 1996



Amena Khatoon (Lucky)



Asma Akter



Akbar Hossain Bhuiyan
01815669667



Md. Abu Shadat (Shohagh)
01860822226



Ayesha Akter Majumder



Golam Sorowar
01890153090



Md Abul Bashar
01941414448



Md Nurar Nove Mozumder
01819647219



Mrs Rasheda Akther



Nurul Alam
018199875193



Shimul Chandra Debnath
01755541279

## Batch 1997


Kamrul Islam Patwary
01819181689


Mojammal haque majumder
01716429577


Kazi Mohammad Abu Sufian
01672794960


Kamrul islam Chowdhury
01892707400


Abdul Mamun Bhuiyan
01829543048


Abu Hanif Chowdhury
01838333912


Md Sumon
01885358881


Mohammad Akram Uddin
01911024952


Mohammad Saydul Hoque Bhuiyan


Mohammed Hossain
01840151141


Nurul Afcer
01874451482


Saiful Islam Chowdhury
01834106250


Salina Akter


Sayed Kamrul Alam
01815594091


Taslima Aktar

## Batch 1998


Akter Jahan


Mezbah Uddin Ahmed
01819883659


Monir Ahmed Mojumder
01819727737

## Batch 1999


Abdulla Al Jahir Chowdhury
01719986655


Mohammed Anwar Hossain
01721370747


Monjur Morshed
01716713681


Kazi Golam sarwar
01690116947


Shahidul Islam Chowdhury
01711583879


Mohammed Jahangir
01819369708


Abdul Motin
01910889109


Afaz Uddin Bhuiyan
01879027777


Md Abdullah
01817059024


Md Mosharaf Hossain (Babu)
01829996661


Tahmina Delgir Rakhe

## Batch 2000


Abdul Monaem Mozumder
0191426498


Abdul Alim (Shablu)
01877166022


Abdul Habib
01817679961


Chandan Chok Roborty
01717262244


Farhana Akter


Farhana Z Rahman


Kamrun Nahar


Kamrun Nahar


Kawsar Amin Mazumder
01812669762


Kazi Abu Mohammed Noman
01671695021

## Batch 2000



Kazi Saidul Hasan
01819542803



Mahbubul Hossain Chowdhury (Rayhan)
01719475340



Md Aminul Hoque Bhuiyan (Shohel)
01815130124



Md Saiful Islam
01811917926



Md Ziaur Rahman Bbhuiyan
01856027654



Md Ziaur Rahman Bbhuiyan
01856027654



Mohammad Anwar Hossain
01676047793



Mohammad Hanif Mia
01878181442



Monawar Hossain (Rubel)
01608110762



Monsur Ahmed Chowdury
01719413077



Poly Chowdhury



Rason Chandra Debonath
01716488886



Umme Habiba (Happy)



Sayed Nazim Uddin
01836207816



Ziaul Hoque Chowdhury
01825216190

## Batch 2001



Arifur Rahaman Bhuiyan (Arif)
01716063367



Sazia Afreen Tonima



Jaheda Akter Boby



Sabina Yesmin Sarna



Sujan Chakraborty
01830895522



Sakhawat Hossain Chowdhury
01819694759



Tanvir Hossain
01815656333



Najmul Hossain Chowdhury
01717935407



Abdul kyum Mojumder
01814417105



Rupam Das
01819958098

## Batch 2001



Mosharof Hosen
01818644686

## Batch 2002



Abdul Alim
01814962026



Md Nezam Uddin
01716314200



Md Saifullah Bhuiyan
01843903124



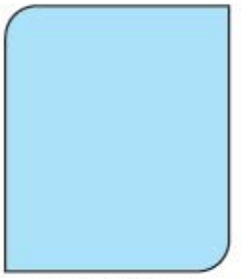
Omar Faruk
01817012228



Runa Akther



Saif Uddin
01630943337



Md Sohel Rana

## Batch 2003



Md Abul Kalam
01839718395



Md. Nasir Uddin
01871806315



Dilara Sultana



Jafar Ahammad
01811245888



Khalada Akter



Mrs. Farjana Nasrin



Md Arman Uddin Chowdhury
01628303080



Momena Akther

## Batch 2004



Azizul Hoque
01816844440



Md Mohi Uddin Sujon
01647538832

## Batch 2005



Tharrahum Ahmed (Tultul)



Mohiuddin Atik
01917347065



Md Zilani Hossain Chowdhury



Md Lokman Bhuiyan
01817673121



Md Saha Raj Hossain Bhuiyan
01812872305

## Batch 2006



Abdul Hadi Majumder
01840152510



Mahmuda Akter



Md. Showkat Aziz Bhuiyan
01815456098



Md. Moshiur Rahman
01720442205



Md Shariful Islam
01914707443



Iftear Uddin Bhuiyan
01824523633



Md Abu Yousuf
01576598968



Ahasan Ullah
01739464753



Mohammed Hamid Ullah
01812866619



Nurul Amin
01825164888



Opo Kumar Das
01812599708



Shahidul Islam Patwary
01811390721

## Batch 2007



Emon Bonik
01732669669



Atiqur Rahman
01817095405



Kazi Abdul Haque
01822169734



Md Alauddin
01756183767



Md Helal Uddin
01827502582



Nurul Kabir
01843411667



Saddam Hossain (Sajeeb)
01813209686



Shadat Hasan
01683527010

## Batch 2008



Kazi Abdullah Al Mamun
01682619357



Amran Hossain
01843411537



Rani Bilkis Bizli



Tanu Sarkar
01822911018

## Batch 2009



Md Anowar
01768562581



Md Saddam Hossain
01837619353

## Batch 2010



Anamul Hoque Chowdhury Raju
01733706680



Farid Ahamed
01839399859



Hosne Mobarak Roki
01816718142



Md Abdullah Al Masum
01831828485



Md Kawsar Hossain
01690184037



Md Repon
01827233680



Md Riyad Mojumder
01811210947



Nurul Amin
01626943215



Nurul Amin Bhuiyan
01825223945



Reyaz Uddin Raju
01675875928



Roni Chandra Sharma
01814319835



Safor Uddin
01517826524



Sahab Uddin
01839776152



Tanvir Ahmed Chowdhury Ovi
01677599120



Shahidur Rahman Arif
01753570860



Shaidul Hoque Polash
01815455986



Sanzida Akter



Uthpal Chandra Deb Math
01994411838

## Batch 2011



Habibur Rahaman
01889354640



Shanjida Akter Ritu



Jahirul Islam Patwary
01840447633

## Batch 2012



Ismail Hossain
01620619592



Istiak Uddin Bhuiyan
0185145632



Kazi Nurul Irfan
01307324278



Md Diderul Alam Bhuiyan
01851166148



Md Jahangir Alam
01834579009



Md Nasir Uddin
01789233667



Mohamed Bin Marup
01521743441

## Batch 2013



Morzina Akter

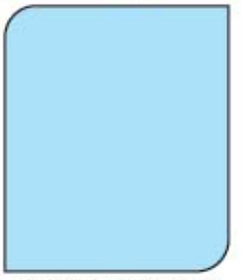
## Batch 2014



Kamal Hossain Joni
01830942241



Abdul Kyium
01864087327



Abdullah Al Noman
01933505468



Afroz Ahammed
01829356052



Ashraful Alam (Porag)
01832464110



Didarul Islam
01855445887



Faisal Ahammed Priysh
01834214450



Farhana Zaman Chowdhury



Mahedi Hassan
01401670012



Md Iqbal Hossain
01846077080

## Batch 2014



Md Yasin Chowdhury
01834367901



Mostafizur Rahman
01846071805



Sabbir Bhuiyan
01700579160



Tofique Uddin
01856745920



Sani Un Nabi
01869931716



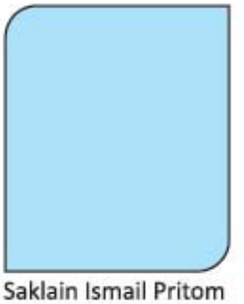
Shabuz Uddin
01857253140



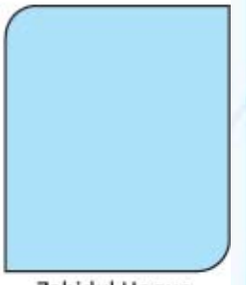
Tanveer Hossain
02631920191



Tahmina Akter



Saklain Ismail Pritom
01621412529



Zahidul Hoque
01518301722

## Batch 2015



Saidul Islam Sonnet
01862055394



Abu Sayam Mojumder Ashik
01646656528



Barna Rani Shil



Enayet Hossain
01833007339



Farzana Akter



Habibur Rahman Topu
01793438233



Md Hasan Bhuiyan
01874939086



Md Ridoy Mojumder
01832780086



Rabeya Khanom



Shuvo Dev Nath



Zahidur Rahman Nishan
01736979466

## Batch 2016



Md.shakaouth Hossain Bhuiyan(Jabed)
01304542073



Arman Hossain
01888280862



Md Jahidul Islam
01859709373



Mohammad Abutahee
01857947474

## Batch 2017



Fahim uddin bhuiyan Rishad
01864245166



Md shahin
01972678831



Abdur Rahman
01777064110



Abid Al Shara
01615013632



Imtiyaz Uddin Bhuiyan
01616499326



Jalal Hossain
01837038567



Md Kamruz Zaman Chowdhury
01862532430



Najnin Sultana Nupur



Saiful Islam
01758885987



Sayada Taslima

## Batch 2018



Ashikur Rahaman
01871808131



Haidar Patowary
01867564642



Kamrul Hasan
01861202924



Kamruzzaman Shawon
01882132127



Md Fazla Rabbi
01881772781



Mir Hossain Roni
01879538039



Mossammat Ekra



Sharmin Sultana

## Batch 2019


Nurul Huda Rakib
01608279574


Israt Janan


B.M. Tanjid Rais Bin Nazim


A R Pabel
01829600106


Abu Sayeed Bhuiyan
01875810739


Asiful Huqe Chowdhary
01764478235


Azmir Chowdhury
0172007344


Golam Kibriya Sumon
01820895024


Nafiz Uddin Ahammad
01716106987


Shafiqul Arman
01823108019


Shahid Amin Robin
01939866131


Shakib Ahmed
01829600106


Tasnuba Jahan Bristi

## Batch 2020


Aminul Islam Titu
01865979492


Hasibul Islam Bhuiyan
01893669180


Kawsar Ahmed
01301693170


Md Wali Ullah Khonkdoker
01824164000


Muksuda Akthar


Puja Sutra Dhar


Rony Debonath
01985427732


Surayia Mohon Raha


Taslima Akter


Taslima Akter

## Batch 2020



Umme Salma

## Batch 2021



Abu Talebe
01889512728



Omar Faruk Antor
01874722004



Rizuana Chowdhury Banna



Sadia Afrin

## Batch 2022



Arif Khan Tuhin
01609102019



Gias Uddin Tarek
01881067132



Israt Jahan Tusi



Jannatul Marwa Maisha



Md Yasin Taman Tajkir
01732228412



Meher Akter Jannat



Meheraj Bhuiyan



Minhajul Islam
01893668190

## Batch 2022


Momena Kamal


Nazma Akter


Sazzad Hossain Bhuiyan
01810322998


Sharif Uddin Bhuiyan
01972206817


Siaariaz Dolan
01879707788


Tahrim Zaman Turin


Tanver Mahtab
01859709388


Ummay Sayma Khondoker

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজের রেজিষ্ট্রেশনকৃত ছাত্র-ছাত্রী (আংশিক)

SumaiyaMohonRithi
Cell :01858249453

Husain Mahmud Chowdhury Foysal
Cell :01835432071

KaziFaria Afrin
Cell :01882923139

NahidaAktherOrpita
Cell :01615011502

FahiaKabir
Cell :01819368004

Md. ArmanPaval
Cell :01876468880

AshadEbneyMaler
Cell :01996443690

TanjinaAkter
Cell :01772033320

MoinulHasan
Cell :01818961652

SharminAkter
Cell :01878181624

Fatema Begum
Cell :01823813311

BibiAmena
Cell :01822169742

TanjinaAkterChowdhuryMily
Cell :01815404690

AsmaulHusna
Cell :01821045170

NusrathJahanJannat
Cell :01882074794

Sumaiya Sultana
Cell :01889512753

MahmudulHasan
Cell :01609521850

Mohammad Alamin
Cell :01302094255

Abdullah Al Mahmud
Cell :01932778778

Adnan Mohammad foysal
Cell :01871725871

IntesharChowdhury
Cell :01601728686

JawadAbrarChowdhury
Cell :01873726327

MotosinAhammad
Cell :01839686714

SaymaAkther
Cell :01816671531

Arfia Sultana
Cell :01852932400

AshikAhmmadHridy
Cell :01870795738

NajmunNaharRupa
Cell :01840031595

Faria Sultana
Cell :01875655356

SuraiyaYeasmin
Cell :01811946389

AmenaKhatun
Cell :01883373592

Krishna Chakra borty
Cell :01867180568

Nissan Chandra Nag
Cell :01818146649

Md. SajjadhossainPatwary
Cell :01878179612

GolamNurTushar
Cell :01882069940

RohimerRahmanRobi
Cell :01889513192

Mohammed Easin
Cell :01628405559

Abdur Rahim
Cell :01957800318

Nowrin Sultana
Cell :01862051436

FarjanaAkter
Cell :01992367227

NusratJahan
Cell :01876468877

FarjanaAkter
Cell :01616968408

JannatulNaima
Cell :01974688626

Nadia sultana
Cell :01812990449

FahmidaAkter
Cell :01645754934

JannatulFerdoces
Cell :01836646475

Salma Akter
Cell :01810323141

Sakib Hosen
Cell :01887502124

FatemaAkterSweety
Cell :01887053852

Hamid Chowdhury
Cell :01826323409

Md. Mazharul Islam
Cell :01869557887

Md. Sojib
Cell :01615876468

Towhidul Islam Shovon
Cell :01609521457

Md. Israilhossain
Cell :01300023724

SamimRajvi
Cell :01615488319

ShahadatUllahOpu
Cell :01915423562

SuriayaHossainMitu
Cell :01867330493

Abdul AhadChowdhury
Cell :01647538859

Rafiqul Islam Roky
Cell :01601251582

Abdullah Aman
Cell :01932268331

JulfikarAlam
Cell :01641427694

AnikBebNath
Cell :01971320317

RezaulKarim
Cell :01918012172

FarhanaSaifChowdhury
Cell :01823646587

RayhanUddinChowdhury
Cell :01685065420

Sultana Kamal Rube
Cell : 01875976795

# ফটো গ্যালারী







# ফটো গ্যালারী


আলী আজম স্কুল
শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে
প্রস্তুতি সভা


আলী আজম স্কুল-এর
শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে



# ফটো গ্যালারী








# ফটো গ্যালারী








MBL
Rainbow

মার্কেন্টাইল ব্যাংক
ডিজিটাল ব্যাংকিং

To download MBL Rainbow



দ্রুত, নিরাপদ ও সহজে
ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা
আপনার হাতের মুঠোয়

- ঘরে বসেই একাউন্ট খোলা নিশ্চিত করুন
- ব্যাংক একাউন্ট ব্যালেন্স
- ব্যাংক হিসাবের বিবরণীর
- মোবাইল টপ আপ
- ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট (DESCO, WASA, BTCL, DPDC, NESCO, WZPDCL এবং আরও অনেক)
- ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট টাকা ট্রান্সফার করা
- ই-টিকেটিং (বিমান, বাস, বিভিন্ন ইভেন্টের টিকিট সহজে)
- এমবিএল ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট
- বিইএফটিএন এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার
- এমবিএল টু এমবিএল টাকা ট্রান্সফার
- ব্যুক এন্ড এটিএম লোকেশন
- কিউআর কোড এর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন
- আরো এ ইত্যাদি উন্নত আধুনিক ব্যাংকিং

বাংলার ব্যাংক

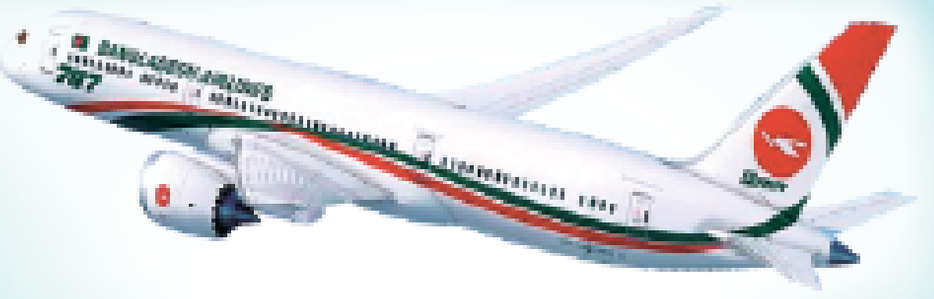
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited
লক্ষ্যপানেই আমাদের শক্তি

www.mblbd.com

IATA

Biman APPROVED

ATAB MEMBER



**Mohammad Enamul Hoq**

Proprietor

# JS TRAVEL & TOURS

Govt. Approved IATA Travel Agent

45, Naya Paltan (3rd Floor), (Opposide of Paltan Thana), Dhaka-1000. Bangladesh
Tel: +88 02 9360437, 9348361, Mob: +88 01711-892073, E-mail: jstravel_bd@yahoo.com

আলী আজম উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন
উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা



**Ln. Haroon-Ur-Rashid PMJF**

Chairman
**Hena Enterprises Limited**
**Hena Enterprises Sdn. Bhd.**

Director
**Dutch Bangla Chamber of Commerce & Industry**

Life Member:
**Bangladesh Lions Foundation (BLF)**

**Feni Samity, Dhaka**

**Feni Club Dhaka Limited**




M&U

M&U PACKAGING LTD | BETA PACKAGING LTD | M&U TRIMS LTD |
RUPGONJ PACKAGING LTD | REFLEX PACKAGING LTD
Email: mnupack@mnubd.com, Contact No: 01730150037

# “আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ”

**“এসো সবাই মিলি প্রাণের টানে, শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের আহবানে”**

এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ফেনী জেলার উত্তরে ফুলগাজী থানায় অবস্থিত ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আলী আজম উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এই প্রথম একটি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা একটি অসাধারণ উদ্যোগ। শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে অকাতরে। এই বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী শিক্ষার্থী আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিখ্যাত। দেশ বিদেশের সকলেই একত্র হওয়ার তেমন সুযোগ পায় না। আশা করছি এই শতবর্ষ পূর্তি উৎসব প্রাক্তন ছাত্র বন্ধু সহপাঠী ও সহকর্মীদের অন্যরকম ভালো লাগা তৈরি করবে। এই প্রাণের প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সকলের ছড়িয়ে আছে শৈশবের অনেক স্মৃতি। আমারা একান্ত বিশ্বাস করি এ একদিনের অনুষ্ঠান আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।

অত্র এলাকার বিশিষ্ট দানবীর সমাজ সেবক খান সাহেব আহাম্মদ আজম চৌধুরী তাঁহার মরহুম পিতা স্বনামধন্য আইনজীবি মৌলভী আলী আজম চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠান শুধু এইজন পদের নয় বরং বৃহত্তর নোয়াখালীর কয়েকটি প্রাচীন বিদ্যাপীঠের মধ্যে অন্যতম।

আসুন, সকলে মিলে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আন্তরিকতার সহিত দল-মত নির্বিশেষে এই প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী আলী আজম উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানকে সফল-সার্থক, জাঁকজমকপূর্ণ, আকর্ষণীয় ও সকলের নিকট উপভোগ্য করে তোলার জন্য নিষ্ঠার সহিত দায়ত্বশীলতার ভূমিকা পালন করি।

প্রত্যাশা রাখছি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে।মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হোন।

**শুভেচ্ছান্তে,**

**সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক**
**“আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন ”**
বর্তমান ঠিকানা (অস্থায়ী) ঃ ৭৮, নয়াপল্টন, সনজরী টাওয়ার (২য় তলা),
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং-০১৭ ১১৫ ৪১০ ৪৩, ০১৮ ৪৯ ৪৪ ৪৪ ৪৯.

# শতবর্ষ উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

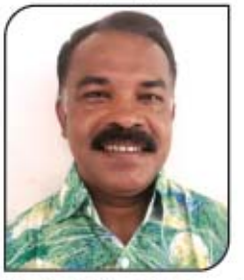

আলহাজ্ব শেখ আবদুল্লাহ
সভাপতি


মোহাম্মদ ইউসুফ ভূঁঞা
সহ-সভাপতি


এনামুল হক পাটোয়ারী সবুজ
সহ-সভাপতি


আরিফুর রহমান মুরাদ
সাধারণ সম্পাদক


হারুন উর রশিদ
সহ সাধারণ সম্পাদক


মাহতাব উদ্দিন রইছ সুমন
সাংগঠনিক সম্পাদক


রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারী
অর্থ-সম্পাদক


মোঃ জালাল উদ্দিন
সহ অর্থ- সম্পাদক


মোমেনা আক্তার
সদস্য


খোরশেদ আলম মিথুল
সদস্য


বি. এম. মসি উদ্দিন রইছ (মুক্তা)
সদস্য


জামাল ইউ এম চৌধুরী
সদস্য


সাহাদাত হোসেন চৌধুরী (মাসুদ)
সদস্য


আনিছুর রহমান ভূঁঞা
সদস্য


নিজাম উদ্দিন পাটোয়ারী (বাহার)
সদস্য


জহিরুল ইসলাম চৌধুরী রুবেল
সদস্য


আরিফুর রহমান
সদস্য


সুমাইয়া সুলতানা শারমিন
সদস্য


মোজাম্মেল হক মজুমদার
সদস্য

# শতবর্ষ উদযাপন স্থানীয় কমিটি



কাজী ইকরাম উল্যাহ (সাবলু)
সভাপতি



এড. সাইফ উদ্দিন মজুমদার শাহিন
সাধারণ সম্পাদক



আবুল আলম
সহ-সভাপতি



কাজী গিয়াস উদ্দিন
সহ-সভাপতি



আবদুস সালাম চৌধুরী বাদল
যুগ্ম সম্পাদক



মোঃ মনিরুজ্জামান মজুমদার
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মিজানুর রহমান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



ইকরামুল ইসলাম
সাংগঠনিক সম্পাদক



জিল্লুল হক চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক



আবদুল ওহাব বাবুল
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক



মোঃ রিপন পাটোয়ারী
প্রচার সম্পাদক



কাউসার আমিন
সহ-প্রচার সম্পাদক



জাহিদুল ইসলাম
দপ্তর সম্পাদক



আজাদ চৌধুরী
সহ সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক



কাজী আবু নোমান
তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক



কাজী আফসার উদ্দিন
মঞ্চ ও সাজ সজ্জাকরণ সম্পাদক



কাজী নূরের নবী (ছুট্টু)
সহ দপ্তর সম্পাদক



আলীম উল্যাহ ভূঁঞা আলম
কোষাধ্যক্ষ



তনু সরকার
প্রকাশন বিষয়ক সম্পাদক



সাদ্দাম হোসেন
সহ অভ্যর্থনা বিষয়ক সম্পাদক

# শতবর্ষ উদযাপন স্থানীয় কমিটি



মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক



মোঃ হাছান ভূঁঞা
সহ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক



মোঃ ছলিম উদ্দিন
শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক



মোঃ হোসেন
শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক



বিমল চক্রবর্ত্তী
আলোকচিত্র ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট



সালাহ উদ্দিন
আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক



সাইফুল্লাহ চৌধুরী লিটন
সহ আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক



মিরাজ আক্তার
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



আয়শা আক্তার
সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ভূঁঞা
সহ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক



মোঃ শাহিন
সহ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক



মেহেদি হাসান
সহ আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক



ফজলুল হক চৌধুরী
সহ আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক

# শতবর্ষ উদযাপন চট্টগ্রামস্থ কমিটি



জসিম উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি



জিন্নাহ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক



সাহাদাত হোসেন বাবুল
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



উত্তম কুমার নাথ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



ওবায়দুল হক
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



মোঃ হাসানুজ্জামান
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



আবুল কাশেম পাটোয়ারী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



নূরুল আলম নাজমুল
কার্যকরী সদস্য



মোস্তফা গোলাম ফারুক ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য



রাশেদা আক্তার
কার্যকরী সদস্য



আনিসুর রহমান
কার্যকরী সদস্য

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Sumaiya Mohon Rithi


Husain Mahmud ChowdhuryFoysal


Kazi Faria Afrin


Nahida Akther Orpita


Fahia abir


Md. Arman Paval


Ashad Ebney Malek


Tanjina Akter


Moinul Hasan


Sharmin Akter


Fatema Begum


Bibi Amena


Tanjina Akter Chowdhury Mili


Asmaul Husna


Nusrath Jahan Jannat


Sumaiya Sultana


Mahmudul Hasan


Mohammad Alamin


Abdullah Al Mahmud


Adnan Mohammad Foysal


Inteshar Chowdhury


Jawad Abrar Chowdhury


Motasin Ahammad


Sayma Akther


Arfia Sultana

(বিঃ দ্রঃ উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Ashik Ahmmad Hridy


Najmun Nahar Rupa


Faria Sultana


Suraiya Yeasmin


Amena Khatun


Krishna Chakra Borty


Nissan Ciandra Nag


Md. Sajjad Hossain Pattwary


Golam Nur Tushar


Ronimer Rahman Robin


Mohammed Easin


Abdur Rohim


Nowrin Sultana


Farjana Akter


Nusrat Jahan


Farjana Akter


Jannatul Naima


Nadia sultana


Fahmida Akter


Jannatul Ferdoces


Salma Akter


Sakib Hosen


Fatema Akter Sweety


Hamid Chowdhury


Md. Mazharul Islam

(**বিঃ দ্রঃ** উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Md. Sogib

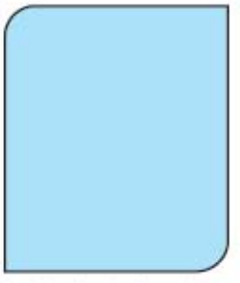

Towhidul Islam Shovon

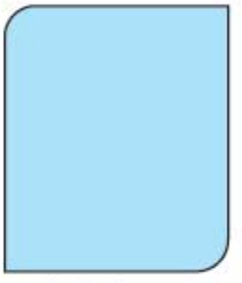

Md. Israil Hossain


Samim Rajvi


Shahadat Ullah Opu


Suriaya Hossain Mitu


Abdul Ahad Chowdhury


Rafiqul Islam Roky


Abdullah Aman


Julfikar Alam


Anik Deb Nath


Rezaul Karim


Farhana Saif Chowdhury


Rayhan Uddin Chowdhury Rishad


Sultana Kamal Rube


Arfat Rahman


Imtiyaz Mauzumder Nihan


Shah Riar Nadim Joy


Md. Amir Hossain Apu


Antor Chandra Das


Sourabh Majumder


Md. Fakhruzaman


Samshad Sohana Chowdhury


Shimon Nahar


Minhajur Rahman Mojumder

(**বিঃ দ্রঃ** উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Tasnuva Tabasum


Md. Musa Miah


Sabijun Habiba


Masfiq Akbar Chowdhury


Atik Hasan


Aysha Akter


Arafatul Islam


Bijoy Debnath


Pritam Chandra


Fardin Bhuiyan


Jannatul Tabasum Orpi


Bibi Hazara Tamanna


Saheda Akter


Abdul Karim


Esrut Jahan Chowdhury


Mehedi Haszn Bhuiyan


Tanzina Akhter


Khaleda Akhter


Shazadul Islam


Nurer Rashida


Sumaiya Islam


Shahariar Montasir Ovi


Tasrifa Akbar Chowdhury


Umme Habiba


Asraful Islam

(**বিঃ দ্রঃ** উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Md Yousuf Patowary


Rajoan Hossain


Osman Goni


Tasruva jakar Chowdhury


Antora Hosen Alma


Karima Sultana


Bibi Maria


Nusrat Jahan Rikta


Forhad Hossain


Shyka akther


Fariya nadiya Prity


Sumaiya Tasrin Etika


Nusrat Jahan Tahasir


Zakia Sultana


Tanjilina Binte Tazul


Mowmita Das


Mahmuda Akther


Nipa Rani Das


Jannatul Naima


Fahmida Alam


Zobaida Chowdhury


Fatema Akther


Meheraj Hossain Shorrmon


Muntasir Chowdury


Injamamul hoque Piyad

(বিঃ দ্রঃ উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Md Showriat ullah Chowdury


Tanvin Sultana


Nusrat Jahan Nishat


Afsar uddin Patwary


Famidha Akther


Md Samim Chowdhury


Sahria Ainan Aniha


Md Abid Hossain Shihab


Sidratul Muntaha


Istiak Hosan


Mashtura Tarannum


Bumika Chakraborty


Khaleda Akther


Meheraj Kabir


Mohona Uddin


Farhana Chowdhury


Fataha Mahmuda Anika


Tawhida Kabir


Abdul Halim


Salman Patwary


Momena Akther


Rokaiya Binte Nur


Jannatul Mumtahin Ohi


Tarin Akte


Riadul Islam Ovi

(বিঃ দ্রঃ উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)

# আলী আজম স্কুল এন্ড কলেজ-এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত কিছু বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ


Mahtab Uddin Niloy


Tanjin Ara Saif Chowdury


Abdur Rahim Fahim


Musa Kalib Majumder


Shakawat Hossain


Bibi Hazera


Ritu Chakraborty


Mahin Muhammad Majumder


Mohammad Imtiaz


Kazi Farhana Hoque Akhi


Famiya Akter


Sumaiya Tasrin Etika


Zakirul Islam


Nusrat jahn Chowdhury


Neher Tabassum


Raiva Washi Nuha


Mohammad Nadim


Puja Sutra Dhar


Shahid Amin Robin


Munni Rani Banik


Jalal Hossain


Sabbir Ahemmad Jidan


Humayra Rahman Chowdhury


Md. Fardin Chowdhury
01610975370

(**বিঃ দ্রঃ** উক্ত তথ্যগুলো মুন্সীরহাট থেকে বিলম্বে পাওয়ায় সুবিনিয়রের শেষে প্রদান করতে হয়েছে বিধায় আমি দুঃখিত-সম্পাদক)